NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ প্রশাসনে ব্যাপক রদবদলের পরেই অশান্তি, প্রশ্ন তুললেন অভিষেক

ফের ইডির হানা, জমি দখল ও আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে তল্লাশি শহরে ৩

কলকাতা ২৯ মার্চ ২০২৬ ১৪ চৈত্র ১৪৩২ রবিবার উনবিংশ বর্ষ ২৮৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 29.03.2026, Vol.19, Issue No. 286, 8 Pages, Price 3.00

বিজেপি ও কমিশনের চক্রান্ত রুখতে ভোটের আহ্বান মমতার

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

শনিবার রানিগঞ্জ থেকে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ও কাশীপুরে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচার করেন তিনি।

বিজেপির শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী হাজারি বাউরির সমর্থনে শনিবার দুপুরে নিতুড়িয়ার ইনানপুর ফুটবল মাঠে ও রঘুনাথপুর মহকুমার কাশীপুর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী সৌমেন বেলথরিয়ার সমর্থনে কাশীপুরের সেবাব্রতী ময়দানে জোড়া জনসভা থেকে বিজেপির চক্রান্ত রুখে দিয়ে প্রতিটা ভোট তৃণমূলের জোড়া ফুলে দেওয়ার আহ্বান জানান তৃণমূল সুপ্রিম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এসআইআর ও ভোটার তালিকা নিয়ে আবারও নির্বাচন কমিশনকে তোপ দাগেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিজেপি ও কমিশনকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমলা, অফিসারদের সরিয়ে ওরা বাংলা দখল করতে চাইছে। বিজেপির চক্রান্ত রুখে সমস্ত ভোট তৃণমূলে দেওয়ার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'বিজেপিকে সরাতেই হবে। এরা গোটা দেশটাকে বিক্রি করতে চাইছে। এক দিন জঙ্গলমহল রক্তে ভাসত। পুরুলিয়ায় আমি অনেক বার এসেছি, আমি জানি। আপনারা কত কষ্টে জীবন কাটাতেন ভয়ে ভয়ে। রাতে কেউ বেরোতে পারতেন না। আজকে সেই জঙ্গলমহলে শান্তি ফিরে এসেছে। আপনারা শান্তিতে আছেন। এটা সব চেয়ে বড় ব্যাপার। আর বিজেপি আসলে সব লুট করে নেবে। বুলডোজার দিয়ে উড়িয়ে দেবে। খাওয়া বন্ধ করে দেবে। জমি কেড়ে নেবে। সব কিছু বরবাদ করে দেবে। তো আপনাদের যাতে কিছু বরবাদ করতে না পারে, আপনারা বিজেপিকে বরবাদ করে দিন।'

তিনি আরও বলেন, ''দিল্লি থেকে সব বাবুরা আসছেন, 'দিল্লিকা লাড্ডু' নিয়ে। সবার নাম 'ভ্যানিশ' করে দিচ্ছে। এক এক জন ম্যাজিশিয়ান! সারা জীবন আপনারা ভোট দিয়ে এসেছেন, সব ভ্যানিশ করে দিচ্ছে। বিজেপি একটা 'ভ্যানিশ ওয়াশিং মেশিন'। এর জবাব আপনারা দেবেন না?''

বিজেপির উদ্দেশে মমতার হুঁশিয়ারি, 'বিজেপিকে বলছি, আমাদের লোকজনকে টাকা দিয়ে কেনার চেষ্টা করবেন না। লাভ হবে না তাতে। মনে রাখবেন, যম আছে পিছে, পালাবার পথ নেই।'

বিজেপির বিরুদ্ধে ধর্মীয় রাজনীতির অভিযোগ তুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমি জগন্নাথধাম করেছি। বিজেপি ভেংচি

কাটল। আমি বলি, একবার গিয়ে দেখে এসো। আমি দুর্গাঙ্গন করেছি, মহাকাল মন্দির করেছি। এরপর আমি গর্বিত। ধর্ম একটাই , মানব ধর্ম। সবাইকে ভালোবাসার ধর্ম। একটা কথা বলি। এই যে রক্তদান শিবিরগুলিতে যান, রক্তে কি কারও নাম লেখা থাকে? কেউ পুকুর কাটলে তাঁর জাত-ধর্ম দেখা যায়? বিজেপি যে ধর্মের কথা বলে, কোথায় ছিল তারা যখন দেশ স্বাধীন হয়?'

পাশাপাশি, মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে বিজেপি ও কমিশনকে এদিন নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী। আমলা, অফিসারদের সরিয়ে হিংসা ছড়ানো হয়েছে বলে সরব মমতা। তিনি বলেন, 'অফিসারদের সরিয়ে দাঙ্গা করিয়েছে।' আক্রমণের সুর চড়িয়ে তাঁর হুঁশিয়ারি, 'কাউকে ছাড়া হবে না।' মমতার আরও অভিযোগ, অস্ত্র নিয়ে রামনবমীর মিছিল করা হয়েছে। কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ ও কমিশনের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রশাসনের গা ছাড়া মনোভাবের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন তিনি।

পুনর্বাসনের আশ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: রানিগঞ্জ ধসপ্রবণ এলাকা। তার ফলে বিপদের আশঙ্কা থেকেই যায়। সেই বিষয়ে শনিবার রানিগঞ্জে ভোটপ্রচারে গিয়ে বড় ঘোষণা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি, ওই এলাকা থেকে সরে আসলে ১০ লক্ষ টাকা এবং ২টি ঘর দেওয়া হবে। মমতা বলেন, 'রানিগঞ্জ ধসপ্রবণ এলাকা। ইতিমধ্যে প্রায় ৭০০ কোটি টাকা খরচ করে ৬ হাজার ফ্ল্যাট তৈরি করেছি। আরও ৪ হাজার ফ্ল্যাট তৈরি হচ্ছে। আমি মা, ভাই, বোনেদের কাছে অনুরোধ করব, মনে রাখবেন মানুষের জীবন সবচেয়ে বেশি দামি। একটা নয়, দু'টো করে ফ্ল্যাট সরকার আপনাদের দেবে। যদি আপনার শিফট করেন। শিফটিংয়ের খরচাও দেবে। মোট ১০ লক্ষ টাকা করে খরচ ধরা হয়েছে। তাতে যদি কিছু বাড়ে তো বাড়বে। মনে রাখবেন, জীবনের সঙ্গে টাকার কোনও তুলনা হয় না। আপনারা ভাবুন নতুন করে। কারণ, যদি কোনওদিন ধস নামে, হাজার হাজার মানুষ ধসের তলায় চলে যাবে। আমরা এটা চাই না। আমরা চাই জীবন সম্পদ রক্ষা হোক।

ভিকটিম কার্ড থেকে এসআইআর মমতাকে নিশানা করে 'চার্জশিট' পেশ শাহের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের প্রাক্কালে বাংলার রাজনৈতিক মঞ্চে নতুন উত্তাপ ছড়াল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-র ঘোষিত 'জনগণের চার্জশিট'। শহরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের শাসকদলকে একাধিক ইস্যুতে কাঠগড়ায় দাঁড় করান তিনি, আর সরাসরি নিশানায় রাখেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

শাহ অভিযোগ তোলেন, 'সোনার বাংলা গড়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও পনেরো বছরে তা বাস্তবায়িত হয়নি। বরং সহানুভূতি আদায়ের রাজনীতি হয়েছে বারবার।' তাঁর আরও দাবি, 'এই চার্জশিট কোনও দলের তৈরি নয়, সাধারণ মানুষের ক্ষোভেরই প্রতিফলন, আমরা শুধু সেটিকে সামনে এনেছি।' একইসঙ্গে আত্মবিশ্বাসী সুরে বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে এবার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গড়বে বিজেপি।'

সীমান্ত নিরাপত্তা থেকে শুরু করে নারী সুরক্ষা, দুর্নীতি, অনুপ্রবেশ, বিভিন্ন প্রসঙ্গ টেনে রাজ্য প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। কড়া ভাষায় সতর্ক করে বলেন, 'সরকার গঠনের ১৫ দিনের মধ্যে অনুপ্রবেশ রুখতে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে, প্রয়োজনীয় জমিও কেন্দ্রকে দেওয়া হবে।' ভোটকে তিনি আখ্যা দেন ভয়মুক্তির লড়াই হিসেবে। তাঁর কথায়, 'প্রাণনাশ, স্বাধীনতা হারানো, জনসংখ্যার ভারসাম্য বদলে যাওয়া, এই সব আশঙ্কা থেকে মুক্তির ভোট এটি।' পাশাপাশি শিল্পহীনতা ও তথাকথিত সিন্ডিকেট সংস্কৃতির অভিযোগও তোলেন তিনি।

এদিন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ভূমিকাও বিশেষভাবে উল্লেখ করে শাহ বলেন, 'তিনি রাজ্যজুড়ে ঘুরে বাস্তব পরিস্থিতি মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন।'

এদিনের অনুষ্ঠানের শুরুতেই রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'দীর্ঘদিনের তৃণমূল কংগ্রেসের অপশাসন এবং গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের সমস্ত তথ্যের ভিত্তিতে আজ আমরা একটি চার্জশিট পেশ করছি।'

চার্জশিট পেশ করে শাহের দাবি, 'এই নির্বাচন শুধু বাংলার জন্য নয়, দেশের নিরাপত্তার সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত।' তাঁর অভিযোগ, 'সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস আজ বাংলাকে দুর্নীতির কেন্দ্রে পরিণত করেছে, অনুপ্রবেশ, তোষণনীতি, কাটমানি এবং সিন্ডিকেট রাজ মানুষের জীবন দুর্বিষহ করেছে।'

রাষ্ট্রপতিকে অপমানের অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, 'এখানে সৌজন্যের সংস্কৃতির জন্য গোটা দেশে পরিচিত ছিল, আর সেই বাংলায় এখন আদিবাসী রাষ্ট্রপতিকে অপমান করা হচ্ছে।' পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে তাঁর কটাক্ষ, 'আপনার বোকা বানানোর খেলা বাংলার মানুষ বুঝে গিয়েছেন।'

বকেয়া ডিএ একসঙ্গেই মেটানোর নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। পূর্বের নির্দেশে আংশিক পরিবর্তন করে জানানো হয়েছে, ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সম্পূর্ণ বকেয়া ডিএ একসঙ্গেই মিটিয়ে দেওয়া হবে।

অর্থ দপ্তরের জারি করা সংশোধনী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী-সহ পরিবার পেনশনভোগীদের এই বকেয়া ডিএ ৩১ মার্চের মধ্যে মিটিয়ে দিতে হবে। এর আগে বকেয়া ডিএ দুই কিস্তিতে মেটানোর কথা জানানো হয়েছিল। কিন্তু নতুন নির্দেশে সেই সিদ্ধান্তে পরিবর্তন আনা হয়েছে। ফলে এক ধাক্কায় সম্পূর্ণ বকেয়া মেটানোর পথে হাঁটল রাজ্য সরকার। বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট সময়ের ডিএ ১০০ শতাংশ নিরপেক্ষীকরণ সূচক (এআইসিপিআই) অনুযায়ী হিসাব করে দেওয়া হবে। নির্বাচনের মুখে রাজ্য সরকারি কর্মীদের দীর্ঘদিনের দাবির প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল।

মোদীর সঙ্গে ফোনে কথা শুধু ট্রাম্পেরই

আলোচনার মাঝে মাস্কের ঢুকে পড়ার দাবি ওড়াল নয়াদিল্লি

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মাঝে ফোনে কথোপকথনের সময়ে তৃতীয় কোনও ব্যক্তি ছিলেন না। এ বার তা স্পষ্ট করে দিল নয়াদিল্লি। বিদেশ মন্ত্রকের এক মুখপাত্র সংবাদসংস্থা এএনআই-কে জানিয়েছে, গত ২৪ মার্চের ওই ফোনালাপটি ছিল শুধু মোদী এবং ট্রাম্পের মধ্যেই।

উল্লেখ্য, পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে ওই দিন ফোনে কথা হয়েছিল মোদী এবং ট্রাম্পের। তবে মার্কিন আধিকারিক সূত্রে 'নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স' জানায়, ওই ফোনালাপে ঢুকে পড়েছিলেন আমেরিকার ধনকুবের ইলন মাস্কও। সেই খবর ছড়িয়ে পড়তেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে বিভিন্ন মহলে। কেন মাস্ক ওই ফোনালাপের উপস্থিত ছিলেন, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। এ বার এ নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করল কেন্দ্র। বিদেশ মন্ত্রকের এক মুখপাত্র বলেন, 'প্রতিবেদনটি আমরা দেখেছি। গত ২৪ মার্চ টেলিফোনে ওই কথোপকথনটি শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যেই হয়েছিল। যেমনটা আগেই জানানো হয়েছে। এই আলোচনায় পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে উভয়ে নিজেদের মতামত তুলে ধরেন।'

এই ফোনালাপের সময়ে মাস্ক উপস্থিত ছিলেন কি না, তা নিয়ে হোয়াইট হাউস সরকারি ভাবে কোনও উচ্চবাচ্য করেনি। তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক উচ্চপদস্থ দুই মার্কিন আধিকারিক নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স-কে জানান, মাস্কও এই বৈঠকে ঢুকে পড়েছিলেন। মোদী-ট্রাম্প ফোনালাপে তাঁর উপস্থিতির বিষয়টি জানতে চেয়ে একাধিক বার মাস্কের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল মার্কিন সংবাদমাধ্যমগুলি। কিন্তু তিনি উত্তর দেননি। হোয়াইট হাউসের তরফেও কিছু বলা হয়নি। এ অবস্থায় দিল্লি জানাল, আলোচনা হয়েছিল শুধু দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যেই।

'মোটা ভাই, জবাব চাই', পেশ তৃণমূলের জবাবি নথি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের উত্তাপ বাড়তেই কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত নতুন মাত্রা পেল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে ধরার পর, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পালটা জবাব সাজিয়ে সামনে এল তৃণমূল কংগ্রেস। শহরে দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে ১৫ পাতার একটি প্রতিবাদী নথি প্রকাশ করে শাসকদল।

সেখানে দলের শীর্ষ নেতারা সরাসরি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে নিশানা করে দাবি করেন, অভিযোগের আড়ালে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লুকিয়ে রয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু তীব্র ভাষায় বলেন, 'এসআইআর আপনাদের চক্রান্ত। তৃণমূলের কফিনে পেরেক ঠুকতে চাইছেন, আমরা ওই পেরেক উপড়ে নেব। আপনি চার্জশিটে যা যা দিয়েছেন, তার উত্তর আমরা রেডি করেছি।'

নারী নিরাপত্তা প্রসঙ্গ টেনে কেন্দ্রকে আক্রমণ শানিয়ে তিনি মন্তব্য করেন, 'আপনাদের রাজ্যগুলোয় নারীসুরক্ষার হাল কী? মহারাষ্ট্র, রাজস্থান। মণিপুর নিয়ে কিছু বলেন না কেন? উন্নাও, হাথরসে কী ঘটেছে? ধর্ষকদের মালা পরিয়ে আনেন আপনারা। আপনাদের মুখে নারী সুরক্ষার কথা মানায় না।' সীমান্ত ও অনুপ্রবেশ ইস্যুতেও পালটা প্রশ্ন ছুড়ে দেন ব্রাত্য। তাঁর কথায়, 'আমরা ভয়ে আছি। কবে আবার দিল্লিতে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণ, সংসদে জঙ্গি হামলা হবে! এসব ঘটনায় কারা ধরা পড়েছে, নাম প্রকাশ্যে আনছেন না কেন? বাংলার বেলায় শুধু অনুপ্রবেশকারী!'

তৃণমূলের দাবি, কেন্দ্রের দীর্ঘ অভিযোগপত্রের জবাবে তাদের এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনই যথেষ্ট জবাব দেবে। নির্বাচনের আগে এই পালটা রাজনৈতিক লড়াই যে আরও তীব্র হবে, তা স্পষ্ট।

জোজিলায় তুষারধসে মৃত ৭

লেহ, ২৮ মার্চ: বিপর্যয়ের সম্মুখীন লাদাখ। জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখের সংযোগকারী জোজিলা পাসে তুষারধসে অন্তত ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ৫। শ্রীনগর-লেহ জাতীয় সড়ক ঢাকা পড়েছে পুরু তুষারের চাদরে। বরফের নিচে আটকে পড়ে বহু গাড়ি। মাঝপথে আটকে পড়ে বহু পর্যটক। বরফ সরিয়ে জোরকদমে চলে উদ্ধারকাজ।

এই ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন লাদাখের লেফটেন্যান্ট গভর্নর ভিকে সাক্সেনা। এক্স হ্যান্ডলে তিনি জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পরই তিনি কার্গিলের ডিসি ও এসএসপিকে নির্দেশ দেন দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধারকাজ সম্পন্ন করার। মৃতদের পরিবারকে সান্ত্বনা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংও। ক্রিকেটার শিখর ধাওয়ানও সোশ্যাল মিডিয়ায় শোকজ্ঞাপন করেছেন মৃতদের উদ্দেশে।

নয়ডা বিমানবন্দরের উদ্বোধন মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ: নয়ডা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জেওয়ারে এদিন বিমানবন্দরের মেগা প্রকল্পের উদ্বোধন করেন তিনি। বিমানবন্দরের উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, এই বিমানবন্দর গোটা বিশ্বের সঙ্গে উত্তর ভারতকে যুক্ত করবে। এটা এমন একটি বিমানবন্দর হতে চলেছে, যেখানে দুই মিনিট অন্তর ফ্লাইট ছাড়বে।

শনিবার বিমানবন্দর উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও। তাঁর উপস্থিতিতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'নতুন বিমানবন্দর যুব সমাজের জন্যও এই বিমানবন্দর নতুন সুযোগ তৈরি করবে। এই বিমানবন্দর পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে আমূল বদলে দেবে। এই বিমানবন্দরের ফলে নয়ডা, আগ্রা, মথুরা, আলিগড়, গাজিয়াবাদ, মেরঠ, এতাওয়া, বুলন্দশহর, ফরিদাবাদের মানুষরা উপকৃত হবেন।'

মোদী বলেন, 'এই বিমানবন্দর পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের কৃষক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা এবং যুবসমাজের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করবে। এখান থেকে বিমান সারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে উড়ে যাবে এবং উন্নত উত্তরপ্রদেশের উত্থানের প্রতীক হয়ে উঠবে।' রাজ্যের মানুষকেও অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি। বিকশিত উত্তরপ্রদেশ, বিকশিত ভারত উদ্যোগে জোর দিয়েছেন।

পাশাপাশি, কংগ্রেসকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে মোদী বলেন, '২০০৩ সালে অটল বিহারী বাজপেয়ীর সময়ই নয়ডা বিমানবন্দর অনুমোদিত হয়েছিল। কিন্তু, কংগ্রেস বছরের পর বছর তা বাস্তবায়িত হতে দেয়নি। প্রকল্পটি শুধু কাগজ-কলমেই সীমাবদ্ধ ছিল।' তিনি বলেন, 'বিজেপি ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই বিমানবন্দরের

২ মিনিট অন্তর উড়বে উড়ান

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়। দ্রুত নির্মাণ কাজও সম্পন্ন হয়েছে। আজ তার উদ্বোধন হচ্ছে।'

একইসঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, 'পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের জেরে উদ্বিগ্ন গোটা বিশ্ব। জ্বালানি সঙ্কট মোকাবিলায় সবরকম চেষ্টা চালাচ্ছি আমরা। নিশ্চিত করছি যাতে এই সংকটের বোঝা আমাদের কৃষকদের ওপর না পড়ে। সরকার এমন পদক্ষেপ করছে যাতে সাধারণ মানুষ জ্বালানির দামের প্রভাব থেকে সুরক্ষিত থাকে।'

ভোটার তালিকা নিয়ে অনিশ্চয়তা, বাড়ছে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে ভোটার তালিকা সংশোধন ঘিরে অনিশ্চয়তা কাটছেই না। মধ্যরাতে প্রকাশিত দ্বিতীয় অতিরিক্ত তালিকাকে কেন্দ্র করে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে। তালিকায় কার নাম যুক্ত হয়েছে বা বাদ পড়েছে, তা নিয়ে স্পষ্ট তথ্যের অভাবেই বিভ্রান্তি বাড়ছে সাধারণ ভোটার থেকে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে।

সূত্রের খবর, নতুন তালিকায় রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা এবং বীরভূমের তৃণমূল নেতা কাজল শেখ-র নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে এখনও বহু প্রার্থীর নাম নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়ে গিয়েছে। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে বিপুল সংখ্যক আবেদন নিষ্পত্তি করা হলেও, সম্পূর্ণ তালিকা এখনও সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়নি। প্রথম তালিকার ক্ষেত্রেও একই সমস্যা দেখা গিয়েছিল। আংশিক তথ্য প্রকাশিত হলেও অধিকাংশ কেন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ অনুপস্থিত থাকায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। ফলে অনেকেই বুঝতেই পারছেন না তাঁদের নাম তালিকায় রয়েছে কি না।

এই পরিস্থিতিতে আইনি প্রক্রিয়াও ধোঁয়াশায় ঢাকা। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী নাম বাদ পড়লে ১৫ দিনের মধ্যে আপিল করা সম্ভব হলেও, তালিকাই স্পষ্ট না হলে সেই আবেদন কীভাবে করা হবে তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। এক নির্বাচনী আধিকারিকের কথায়, 'তালিকা সম্পূর্ণভাবে দৃশ্যমান না হলে সাধারণ ভোটার কীভাবে নিজের অবস্থান যাচাই করবেন, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।' সব মিলিয়ে ভোটের মুখে তালিকা ঘিরে এই অস্পষ্টতা প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিয়েই নতুন করে বিতর্ক তৈরি করেছে।

'বুথের বাইরে বাধা দিলেও বুথ ক্যাপচারিং'

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্বচ্ছ ও অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করতে প্রযুক্তিকেই প্রধান হাতিয়ার করছে নির্বাচন কমিশন। শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে আসন্ন বিধানসভা ভোটে নজরদারি ও নিরাপত্তা নিয়ে একগুচ্ছ কড়া পদক্ষেপের কথা জানালেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক।

কমিশনের দাবি, এবার শুধু বুথের ভিতর নয়, বুথের বাইরেও থাকবে নজরদারি। বুথের আশপাশে ভোটারদের বাধা দেওয়া বা ভয় দেখানোর মতো ঘটনাকেও 'বুথ ক্যাপচারিং' হিসেবে ধরা হবে বলে স্পষ্ট জানানো হয়েছে।

নজরদারির ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তন আনা হয়েছে। আগে বুথের ভিতরে একটি করে সিসিটিভি ক্যামেরা থাকলেও এবার বুথের ভিতর ও বাইরে, দুই জায়গাতেই ক্যামেরা বসানো হবে।

ক্ষমতায় আসছে তৃণমূল, লাভপুরে দাবি অভিষেকের

মৃণালজিৎ গোস্বামী ● লাভপুর

ভোটের সময়ে আসবে আবার চলেও যাবে, ভোটের প্রচারে গিয়ে বিজেপি প্রার্থীরা কোথাও কোথাও গিয়ে দাঁড়ি কাটছেন, এমন ঘটনাকে কটাক্ষ করলেন অভিষেক। তিনি উপস্থিত মহিলাদের নিদান বিজেপি প্রার্থীদের হাতে ঝাঁটা ধরিয়ে দেবেন এবং বাড়ির ঝাঁট দেওয়ার কাজ করিয়ে নেবেন। কারণ একমাস পরে খুঁজে পাবেন না, এক মাস সুযোগ পাচ্ছেন এদেরকে দিয়ে ঘর পরিষ্কার করে নিন আর উপস্থিত ছেলেদের কাছে তার নিদান পয়সা খরচা করে চুল দাড়ি কেটো না, বিজেপি প্রার্থীরা-নেতাকর্মীরা এলে চুল দাড়ি কাটিয়ে নিও।

অভিজিৎ সিনহার সমর্থনে লাভপুরে নির্বাচনী জনসভায় উপস্থিত সমর্থকদের পরামর্শ দিলেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ডার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন মহিলাদের উপস্থিতি দেখে কার্যত খুশি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মায়েরা থাকলে জমিদারদের চক্রান্ত ষড়যন্ত্র হারাতে পারবে না। লাভপুরের নির্বাচনী জনসভায় উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে তাঁর দাবি এবারের নির্বাচন তৃণমূলকে জেতাবার শুধু নয় যারা বাংলার টাকা আটকে দিচ্ছে সেই জমিদারদের উচিত শিক্ষা দেওয়ার ভোট। ১৫ টি রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আছে, যদি একটা রাজ্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো পরিবারের সকলকে লক্ষীর ভাণ্ডার দিতে পারেন তাহলে তিনি রাজনীতির আঙ্গিনা ছেড়ে দেবেন বলে অঙ্গীকার করেন। তাঁর দাবি, দুই কোটি ৪০ লক্ষ প্রতি মাসে লক্ষীর ভাণ্ডার দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে নারীর ক্ষমতা বাস্তবায়িত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এবার নির্বাচন প্রাক্কালে দশটি প্রতিজ্ঞা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়েছেন, আমরা প্রতিশ্রুতি নয় প্রতিজ্ঞা বা অঙ্গীকার করি। শপথ নেওয়ার পাঁচটি প্রতিজ্ঞার কথা সভাস্থলে তুলে ধরেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিজ্ঞা এক, সরকার যতদিন থাকবে লক্ষীর ভাণ্ডার চালু থাকবে। প্রতিজ্ঞা দুই, চতুর্থবার সরকারে আসার পর রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে নলবাহিত পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ হবে। প্রতিজ্ঞা তৃতীয়, দুয়ারে স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্যাম্প চালু হবে রাজ্যের প্রতিটি ব্লক ও শহরে। প্রতিজ্ঞা চতুর্থ, রাজ্যের প্রবীণ নাগরিকদের জন্য বার্ধক্য ভাতা দেওয়া হবে।

প্রতিজ্ঞা পঞ্চম, কেন্দ্রের সাহায্য ছাড়াই বাংলা আবাস যোজনাতে যাঁরা আবেদন করছেন প্রত্যেকের মাথার উপর পাকা ছাদের ব্যবস্থা করবে সরকার।

২০১৪ আগে জিনিসপত্রের দাম ও বর্তমান দামের ফারাক তুলে ধরে কেন্দ্রীয় সরকারকে এক হাত নেন অভিষেক। রান্নার গ্যাস, দুধ সহ প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আকাশ ছোঁয়া হয়েছে জানিয়ে জনসভায় উপস্থিত মহিলাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, মোদী রান্নার গ্যাস ৪০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে এক হাজার টাকা করে আপনার কাছ থেকে নিচ্ছেন। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাকে প্রতিমাসে ১৫০০ টাকা করে লক্ষীর ভাণ্ডার দিচ্ছেন। মোদি শুধু কাড়ছে আর দিদি মানুষকে দিচ্ছে এটাই জনবিরোধী মোদী সরকারের সঙ্গে জনদরদি মমতা সরকারের পার্থক্য।

সারা বীরভূমের ৮ লক্ষ ৪ হাজার লক্ষীর ভাণ্ডার দেওয়া হয়। লাভপুর বিধানসভা এলাকায় সংখ্যাটা এক লক্ষেরও বেশি। লাভপুর বিধান সভার ইন্দাস, শ্রীনিধিপুর ও সাংড়া এলাকায় তৃণমূল কিছুটা পিছিয়ে আছে তাই এখান থেকে যদি তৃণমূলকে যেতানো যায় তাহলে লাভপুরের সার্বিক উন্নয়নের দায়িত্ব রানা সিংহের পাশাপাশি তিনি নিজের কাঁধে তুলে নেবেন বলে জানান। এবার তাই লাভপুর বিধানসভার দলীয় প্রার্থী অভিজিৎ সিংহকে ৬০ হাজারের বেশি ভোটে জেতানোর আহ্বান জানান অভিষেক। তিনি বলেন, লাভপুরের উন্নয়নের জন্য তৃণমূল সরকার অনেক কাজ করেছে, কেন্দ্রীয় সরকার লাভপুরের জন্য ১০ পয়সা দেয়নি। ভোটের সময়ে আসবে আবার চলেও যাবে, ভোটের প্রচারে গিয়ে বিজেপি প্রার্থীরা কোথাও কোথাও গিয়ে দাড়ি কাটছেন বলে কটাক্ষ করেন।

তিনি আরোও বলেন, এখনো পর্যন্ত ৩০ টি বিধানসভায় প্রার্থী ঘোষণা করতে পারেনি বিজেপি। তাঁর দাবি বাংলায় চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে এবারের ভোটের মেইন লড়াই হবে বিজেপিকে 'পঞ্চাশের নিচে' করার কারণ বিজেপি কোথাও যদি মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় তাহলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে গরিব মানুষের।

ভাটপাড়ার রাজ তৃণমূলে যোগ দিয়েছে নাকি ওকে কেউ পাঠিয়েছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভাটপাড়ার যুবনেতা রাজ বিশ্বাস শনিবার ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিকের হাত ধরে ঘাসফুলে যোগ দিয়েছেন। ভোট প্রচারে বেরিয়ে রাজের দলবদল নিয়ে সংবাদমাধ্যমে নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তথা প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের প্রতিক্রিয়া, রাজ তৃণমূলে যোগ দিয়েছে নাকি ওকে কেউ তৃণমূলে পাঠিয়েছে। আগে সেটা খোঁজ নেবার দরকার আছে। প্রসঙ্গত, এদিন বিকেলে নোয়াপাড়া কেন্দ্রের উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের নয়াবস্তি মহাবীর সমিতি ক্লাবের সামনে থেকে বাড়ি বাড়ি জনসংযোগ করেন বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। প্রচারে বেরিয়ে অর্জুন সিং বলেন, মানুষের বিপুল সাড়ায় তিনি অভিভূত। শুধু নোয়াপাড়া নয়, গোটা বাংলার মানুষ আরেকটা পরিবর্তন চাইছে।

তারকেশ্বর থেকে বিপুল পরিমাণ আলু পাঠানো হচ্ছে অসম ও ত্রিপুরায়

বনস্পতি দে ● হুগলি

সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, ওয়েস্ট বেঙ্গল পট্যাটো গ্রোয়ার্স প্রোগ্রেসিভ অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে তারকেশ্বরে থেকে বিপুল পরিমাণ আলু পাঠানো হচ্ছে অসম ও ত্রিপুরায়। বিধানসভা ভোটের মুখে অবশেষে ভিনরাজ্যে আলু পাঠানোর ছাড়পত্র মিলল। ইতিমধ্যেই তিনটি আলুবোঝাই রেক ছেড়ে গিয়েছে তারকেশ্বর থেকে। শনিবার আরও চারটি রেক মিলিয়ে প্রায় ১ লক্ষ ৬৮ হাজার বস্তা আলু পাঠানো হচ্ছে বাইরের রাজ্যে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল পট্যাটো গ্রোয়ার্স প্রোগ্রেসিভ অর্গানাইজেশনের রাজ্য সভাপতি স্বপন সামন্ত জানিয়েছেন, বাইরের রাজ্যে আলু পাঠানোর জন্য রেলের কাছ থেকে আপাতত মোট চারটি রেক পাওয়া গিয়েছে। প্রতিটি রেকে ৪২টি করে বগি আছে। প্রতিটি বগিতে ১০০০ বস্তা আলু ধরবে। অর্থাৎ, একেকটি রেকে সব মিলিয়ে প্রায় ৪২ হাজার বস্তা আলু ধরবে। বাইরে যে আলু পাঠানো হচ্ছে, সেটা মূলত আরামবাগ, তারকেশ্বর, পুরশুড়া, খানাকুল, হরিপাল প্রভৃতি জায়গার চাষিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। চাষিরা আলুর দাম পাচ্ছেন বস্তিপিছু (৫০ কেজি) ২৮০ টাকা। যদিও এখন বস্তাপিছু ১২০ টাকায় আলু কিনতে পাওয়া যাচ্ছে। স্বপনের কথায়, চাষিরা আলুর যে দাম পাচ্ছেন, সেটা হয়তো যথেষ্ট নয়। যদিও চাষিরাই বলছেন, জমিতে পড়ে থেকে নষ্ট হওয়ার থেকে এই টাকাটাও এখন যথেষ্ট। তবে আমরা চেষ্টা করছি, যাতে আরও রেক পাঠানো যায়।

রাজ্য কৃষি বিপণন দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, এবার রেকর্ড ফলন হওয়ায় চাষিরা আলু সঠিক দাম পাচ্ছেন না। সেই কারণে কম দামে মাঠ থেকে আলু বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন অনেকে। হুগলিতে যা হিমঘর রয়েছে, তার সিংহভাগই ভর্তি হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় বাইরের রাজ্যে আলু না পাঠালে চাষিরা সমস্যায় পড়বেন। তাঁদের অসুবিধার কথা মাথায় রেখেই ভিনরাজ্যে আলু পাঠানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ধাপে ধাপে বিভিন্ন রাজ্যে আলু পাঠানো হবে। বিজেপির আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুশান্ত বেরা বলেন, আসলে আলুচাষিদের ক্ষোভের আঁচ পেয়েই তৃণমূল নেতারা এসব করছেন। আলুচাষিদের ললিপপ দেখানো হচ্ছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৯শে মার্চ। ১৪ ই চৈত্র, রবিবার। কামদা একাদশী তিথী। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা ও বিংশোত্তোরী বুধে র মহাদশা কাল। মৃতে এক পাদ দোষ, বেলা ৮/৫১ র পরে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : এক বান্ধবের পূর্ণ সহযোগিতায় কোন আইনি বিষয় থেকে লাভ প্রাপ্তি। অর্থ বৃদ্ধি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম কেনার জন্য পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রিত অতিথি দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। জয় তারা জয় তারা বলুন পথ চলুন।

বৃষ রাশি : আজ কর্মে সুনাম বৃদ্ধি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রশংসিত হবেন পুরাতন বান্ধবের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। যে প্রতিবেশী কিছুদিন আগে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, তিনি আজ আপনার বন্ধুর জায়গায় থাকবেন। প্রেমের সফলতা প্রাপ্তি। দেবতা গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা দিন। হলুদ পুষ্প দিন। অতীব শুভ হবে।

মিথুন রাশি : সচেতন ভাবে আজ পথ চলুন। ধৈর্য সহ আজ কথা বলুন। অন্যের কথার গুরুত্ব দিন। অর্থনৈতিক লাভ প্রাপ্তি হবে। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ বৃদ্ধি। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন বা কোন প্রতিনিধি মূলক কর্মে আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। এক প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলুন পথ চলুন বিপদ নাশ হবে।

কর্কট রাশি : কর্মে সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। এক শিক্ষকের আচরণে সম্মান বৃদ্ধি। কোন এনজিওর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন বলে ঠিক করেছেন, তা আজ ক্রয় করুন। দেবতা ভগবান বিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন।

সিংহ রাশি : আজ দৈব আশীর্বাদ প্রয়োজন। কর্মে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে মুক্তির কারণে দৈব আশীর্বাদ চাই। যে বৃদ্ধ প্রবীণ নাগরিক আপনাকে নতুন পথের সন্ধান দেখিয়েছেন। তার কথা মান্যতা দিন শুভ হবে। আপনার নামে নয়, এমন কোন সম্পদ থেকে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। নেত্র কণ্ঠ মুখ গহবর পীড়া থেকে সতর্কতা। ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : ছোট চিন্তা করবেন না। বড় ভাবুন। এগিয়ে চলুন। পরিবার আজ আপনাকে সহযোগিতা করবে না। বন্ধু-বান্ধব থেকে সতর্ক থাকুন। দুপুরের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত বিবাদ বিতর্ক বৃদ্ধি। কর্মে যে নতুন দায়িত্ব নিয়েছেন, তা পালনে সচেষ্ট থাকলে, শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন তাদের জন্য শুভ। হরি ওম হরি ওম, বলুন পথ চলুন।

তুলা রাশি : অতি উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতা। পরিবারের সকল সদস্যের সহযোগিতা। সন্তানের বিদ্যালয়ে যে সমস্যা ছিল, সেখান থেকে মুক্তির পথ। যারা আইন বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। দোকান বাণিজ্য ব্যবসায় অর্থ প্রাপ্তি-অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারে আমন্ত্রিত ব্যক্তির দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ১০৮ বার দেবী মহাকালী মন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : সমাজে সম্মান বৃদ্ধি। সুনাম বৃদ্ধির দিন।যারা রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করেছেন, তারা আজ প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ করবেন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। কালী মন্দিরে দান করুন।

ধনু রাশি : ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল ইন্টারনেট, দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। যে প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার আশা করেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন। সম্পত্তি বিক্রয় নিয়ে ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। লাল বস্ত্র কাপড় দান করুন মন্দিরে।

মকর রাশি : এমন একটি সুযোগ আজ পাওয়া যাবে যেটা আপনি বহুদিন ধরে ভেবে এসছিলেন। কোন আইনি বিবাদ মিটে যাবে। পরিবারে যদি বিচ্ছেদের কোন মামলা চলে, সেখানে শুভ ফলপ্রাপ্তি। এরপরে নতুন কিছুর বিরাট সম্ভাবনা। প্রবল সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা কর্মের আবেদন করেছেন, তাদের জন্য শুভ হবে। কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : টাকা পয়সা যা আটকে ছিল তা পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। শিক্ষক অধ্যাপকদের কাছে নতুন সুযোগ বৃদ্ধি। যারা এনজিওতে সোশ্যাল সার্ভিস দেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মের নতুন পথের সন্ধান প্রাপ্তি। যারা রাজনীতি করতে চান তারা জয়েন করতে পারেন। ১০৮ তুলসী পত্র দিন ভগবান শ্রী গনেশ কে।

মীন রাশি : বহুদিন ধরে চলে আসা লড়াইয়ে, কিছুটা স্বস্তি আপনি পাবেন। দাম্পত্য জীবনে যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে, তারাও শান্তির বাতাবরণ পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসায়ীদের জন্য শুভ।

(আজ কামদা একাদশী তিথি।)

নাম-পদবী

আমি, PONKOJ MALLICK/ PANKAJ MALLICK, পিতা- স্বর্গীয় যতীন্দ্র নাথ মল্লিক, ঠিকানা- ১০৯/১, রেলওয়ে কলোনি, মোড়পুকুর, রিষড়া, হুগলী-৭১২২৫০, চুঁচুড়া আদালতের প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিটের দ্বারা PANKAJ KUMAR MALLICK নামে পরিচিত হলাম। এফিডেভিট নম্বর-৬৮০১, বিগত ২৬/০২/২০২৬ তারিখে PONKOJ MALLICK/ PANKAJ MALLICK এবং PANKAJ KUMAR MALLICK একিই ব্যক্তি।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জনসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, পূর্ব বর্ধমান জেলার ঝাড়ুল গ্রাম নিবাসী শান্তিময়ী কোঙার, লতিকা রানী কোঙার, চন্দ্রমুখী কোঙার, বোলপুর থানার সুরুল গ্রাম নিবাসী যুথিকা রানী সরকার ও বীরভূম জেলার চোরমুড়া গ্রাম নিবাসী শেফালী রায় পূর্ব বর্ধমান জেলার গলসী থানার অন্তর্গত ০৭ নং জে.এল.ভুক্ত ঝাড়ুল স্বত্বাধীন এল. আর. ২১ নং খতিয়ান ভুক্ত ১০৮৮ নম্বর দাগের সম্পত্তি হস্তান্তরকরিবার নিমিত্ত সুভাষ চন্দ্র সরকার পিতা স্বর্গীয় বীরেন্দ্রনাথ সরকার, সাকিম- সুরুল, পোঃ-শ্রীনিকেতন ও থানা- বোলপুর, জেলা- বীরভূম-কে ADSR Galsi অফিসের ২০০৬ সালের ৪ নং বহির ১৪ নংআমোক্তার-নামা দলিলবলে তাঁহাদের পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত আমমোক্তারনামা দলিলবলে সুভাষ চন্দ্র সরকার ঝাড়ুল মৌজার ১০৮৮ নম্বর দাগের ২২ শতক সম্পত্তি পূর্ব বর্ধমান জেলার গলসী থানার অন্তর্গত ঝাড়ুল গ্রাম নিবাসী সুনীল বাগদী পিতা তরনী বাগদী-কে DSR-I Purba Bardhaman অফিসের ২০২২ সালের ৬৬০৪ নম্বর কোবালা দলিলমূলে বিক্রয় করিয়াছেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি/অভিযোগ থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে এক মাস মধ্যে বি.এল. & এল.আর. গলসী-১ অফিসে বা সংশ্লিষ্ট অফিসে জানাইতে হইবে অন্যথায় উক্ত সম্পত্তির মিউটেশন/ রেকর্ড সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর নামে আইন অনুযায়ী হইবে।

রঘুনাথ দত্ত, অ্যাডভোকেট, বোলপুর কোর্ট

একটি রেক রওনা দেওয়ার কথা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩০৪৯৭৮

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বীজপুরে বিজেপি প্রার্থীকে প্রচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ এক মহিলার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিজেপি প্রার্থীকে প্রচারে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠল স্থানীয় এক মহিলার বিরুদ্ধে। ওই মহিলা বিজেপি প্রার্থীর সামনেই তুললেন জয় বাংলা স্লোগান। বীজপুর বিধানসভা কেন্দ্রের কাঁচরাপাড়া পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের নকড়ি মণ্ডল রোডের সারদা দেবী বালিকা বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকার ঘটনা। জানা গেছে, শনিবার সকালে বীজপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুদীপ্ত দাস কাঁচরাপাড়া পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কলেজ মোড় থেকে মহাজাতি ক্লাব পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি প্রচার করেন। সারদা দেবী বালিকা বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় শীতলা পুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। প্রচারে বেরিয়ে বিজেপি প্রার্থী পুজোর স্থলে যান এবং শীতলা মাকে নমস্কার করেন। অভিযোগ, স্থানীয় এক মহিলা সুদীপ্তকে দেখা মাত্রই 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে শুরু করেন। এরপরেই সুদীপ্ত দাস তাঁকে কিছু প্রশ্ন করতেই ওই মহিলা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। দু'পক্ষের মধ্যে সেখানে বেশ কিছুক্ষণ বাকবিতন্ডা হয়। তারপর বিজেপি প্রার্থী সুদীপ্ত দাস সময় ব্যয় না করেই সেখান থেকে প্রস্থান করেন। মহিলার জয় বাংলা স্লোগান নিয়ে সুদীপ্ত বলেন, তৃণমূলের মদতে ওই মহিলা গায়ের জোরে জয় বাংলা স্লোগান দিচ্ছেন। কিন্তু যেদিন বাংলায় জনতা পার্টির সরকার আসবে। সেদিনও ওই দিদির প্রতিবাদ করার অধিকার থাকবে। সুদীপ্তের কথায়, উনি শুধু বলবেন। কিন্তু শুনবেন না। এই ধরনের সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটাতে হবে। আরজি কর, বগটুই কাণ্ড কিংবা শিক্ষা মন্ত্রীর বাড়ি থেকে টাকার পাহাড় উদ্ধার। উনি এসব শুনবেন না। ওনার মুখে শুধুই জয় বাংলা স্লোগান। সুদীপ্তের অভিযোগ, রাজ্যে স্বাস্থ্যের বেহাল দশা। কাঁচরাপাড়ায় একটাও সরকারি হাসপাতাল নেই। চিকিৎসার জন্য এখানকার মানুষকে ছুটতে হয় কল্যাণী জেএনএম হাসপাতাল। কিন্তু ওই হাসপাতালে অবস্থাও খুব ভালো নয়। সুদীপ্তের আরও অভিযোগ, আয়ুষ্মান ভারত-সহ কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক প্রকল্পের সুবিধা থেকে বাংলার মানুষ বঞ্চিত। বাংলাকে পিছিয়ে দিতেই মমতা ব্যানার্জি কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলো চালু করতে চায় না। বিজেপি প্রার্থীর কথায়, তৃণমূল বুঝে গেছে, মানুষ ওদের পক্ষে নেই। মানুষ যখন নিশ্চুপ হয়ে যায়। তখন সেটা সবসময় শাসকদলের বিপক্ষে যায়। সুদীপ্ত জানান, প্রচারে বেরিয়ে তিনি ব্যাপক সাড়া পাচ্ছেন। তৃণমূলের অনেকেই চাইছেন, বীজপুরে পরিবর্তন। আবার বামপন্থীরাও বলছেন, পরিবর্তন দরকার। সুদীপ্তের বক্তব্য, যাঁরা ভগবান রামকে বহিরাগত বলছেন। তাঁরাই এখন রামনবমীর মিছিলে হাঁটছেন। জয় শ্রীরাম বলছেন। এর চেয়ে বিজেপির সবচেয়ে বড় সাফল্য, আর কি হতে পারে।

নিউ মার্কেটে 'কেকস'-এর নতুন বিপণির উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন: তিলোত্তমার খাদ্যরসিকদের কাছে জনপ্রিয় 'কেকস' এবার নিউমার্কেটে তাদের ১৬তম বিপণি চালু করল। শুক্রবার জওহরলাল নেহরু রোডে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই নতুন আউটলেটের সূচনা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শহরের একাধিক পরিচিত মডেল, যাঁদের উপস্থিতিতে পরিবেশ হয়ে ওঠে আরও আকর্ষণীয়। নতুন স্বাদের কেক ও নানা খাবারের সম্ভার এদিনের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। গ্রাহকদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে সাজানো এই নতুন মেনু নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী সংস্থা। নিউ এম্পায়ার সিনেমা হলের উল্টোদিকে অবস্থিত এই বিপণিতে প্রথম থেকেই কেকপ্রেমীদের ভিড় লক্ষ্য করা গেছে।

শোভাবাজার রাজবাড়িতে বসন্ত উৎসবে নারীর স্বপ্ন নিয়ে নানা মত

নিজস্ব প্রতিবেদন, শোভাবাজার: উত্তর কলকাতার ঐতিহাসিক শোভাবাজার রাজবাড়ির গোপীনাথ বাড়িতে 'বউরানি বাই সুস্মিতা'-র উদ্যোগে শুরু হল তিন দিনব্যাপী বসন্ত উৎসব ও লাইফস্টাইল প্রদর্শনী। ২৭ মার্চ প্রথম দিনে আয়োজিত আলোচনা সভার মূল বিষয় ছিল 'শিক্ষা থেকে কর্মসংস্থান- কেন মাঝপথে হারিয়ে যায় নারীর স্বপ্ন ?' পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম দপ্তরের বিশেষ সচিব শাওন সেন সাহার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা নারীদের উচ্চশিক্ষা অর্জনের পর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের নানা বাধা নিয়ে আলোকপাত করেন। আলোচনা সভায় বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অল বেঙ্গল মেনস ফোরামের সভাপতি নন্দিনী ভট্টাচার্য, এসবিআইএইচএম গ্রুপের সিইও বিদিশা সরকার, পরিবেশ বিজ্ঞানী ড. স্বাতী নন্দী চক্রবর্তী এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডেপুটি ডিরেক্টর প্রসিকিউশন পায়েল ঘোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। পারিবারিক দায়িত্ব, সামাজিক কাঠামো ও পরিকাঠামোগত সমস্যাই কীভাবে নারীর অগ্রগতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, তা তুলে ধরেন বক্তারা। কারুকুৎ, দ্য কলকাতা বাজ এবং ডিজাইনার রিজ-এর সহযোগিতায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠান স্থানীয় মহলে সাড়া ফেলেছে।

ভোটার তালিকা ঘিরে উত্তেজনা, ধূলাগড় রোডে কালো পতাকা নিয়ে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে ভোটার তালিকা সংশোধনকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটল। শনিবার বিকেলে বেগরি গ্রাম পঞ্চায়েতের শাঁখারীদহ এলাকায় বাসিন্দারা ডোমজুড়, ধুলাগড় রাস্তায় নেমে কালো পতাকা হাতে অবরোধ গড়ে তোলেন। অভিযোগ, ৩০৮ ও ৩০৯ নম্বর বুথ মিলিয়ে প্রায় ৮৫০ জনের নাম হঠাৎ করেই বাদ পড়েছে সংশোধিত অতিরিক্ত তালিকা থেকে। স্থানীয়দের বক্তব্য, আমাদের নাম আগের তালিকায় ছিল, সব বৈধ নথিও আছে; ভোটার কার্ড, আধার, প্যান, পাসপোর্ট; তবু কীভাবে বাদ গেল? আরও এক বাসিন্দার দাবি, নাম কেটে দিয়ে আমাদের 'রোহিঙ্গা' তকমা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত চলছে। অভিযোগ এখানেই থামেনি। বিক্ষোভকারীদের একাংশ বলেন, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ গেলে ব্যাংকের টাকাও হাতিয়ে নেওয়া হতে পারে।

একসঙ্গে স্তন ও ডিম্বাশয়ের ক্যানসার জয়, সরোজ গুপ্ত ক্যানসার সেন্টারের সাফল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: একই সঙ্গে স্তন ও ডিম্বাশয়ের ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েও অবিশ্বাস্যভাবে সুস্থ হয়ে উঠলেন ৬৭ বছরের এক মহিলা। সরোজ গুপ্ত ক্যানসার সেন্টার অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে দীর্ঘ তিন বছরের চিকিৎসা ও নিয়মিত পর্যবেক্ষণের পর বর্তমানে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্থিতিশীল। ডায়াবেটিস, থাইরয়েড ও উচ্চ কোলেস্টেরলের মতো একাধিক শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন ওই মহিলা। ২০২১ সালের নভেম্বর মাসে ডান স্তনে গাঁট ও পেটে অস্বাভাবিক ফোলাভাব নিয়ে চিকিৎসকের দ্বারস্থ হন তিনি। পরীক্ষায় ধরা পড়ে ট্রিপল নেগেটিভ ব্রেস্ট ক্যানসার। পাশাপাশি ডিম্বাশয়েও ক্যানসার ছড়িয়ে পড়েছে। দুটি ক্যানসার একসঙ্গে ধরা পড়ায় চিকিৎসকরা জেনেটিক কারণের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখেন। প্রথমে কেমোথেরাপির মাধ্যমে টিউমার ছোট করা হয়। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে বড় অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে দুই স্তনই অপসারণ করা হয়। অস্ত্রোপচারের পর রিপোর্টে ব্রেস্ট ক্যানসারে সম্পূর্ণ সাড়া মেলে। এরপর ডিম্বাশয় ও আক্রান্ত টিস্যু অপসারণের জন্য দ্বিতীয় বড় অস্ত্রোপচার করা হয়। সরোজ গুপ্ত ক্যানসার সেন্টারের চিকিৎসকদের মতে, সময়মতো নির্ণয়, সঠিক চিকিৎসা এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণ থাকলে উন্নত পর্যায়ের ক্যানসার থেকেও সুস্থ হওয়া সম্ভব।

সান্দাকফু সফরে প্রাণহানি, প্রশ্নে নিরাপত্তা ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দার্জিলিং: পাহাড় ভ্রমণে গিয়ে আবারও মৃত্যু এক বাঙালি পর্যটকের। দার্জিলিংয়ের সান্দাকফু সংলগ্ন এলাকায় কলকাতার বাসিন্দা ৩৯ বছর বয়সি ইমরান আলির অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে উদ্বেগ বাড়ছে পর্যটনমহলে। কয়েকদিন আগে শহর থেকে রওনা হয়ে পর্যায়ক্রমে শিলিগুড়ি, মানেভঞ্জন হয়ে টংলুতে পৌঁছন তিনি। সেখানেই আবহাওয়ার অবনতির কারণে যাত্রাপথ বদলাতে হয়। শনিবার সকালবেলা সঙ্গীরা তাঁকে ডাকাডাকি করেও কোনও সাড়া না পেয়ে দ্রুত স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করেন। পরে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য দার্জিলিং সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ২৯ মার্চ ২০২৬, ১৪ চৈত্র ১৪৩২ রবিবার

ফের ইডির হানা, জমি দখল ও আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে তল্লাশি শহরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের আবহের মধ্যেই শনিবার ভোরে শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় একাধিক জায়গায় অভিযান চালাল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। জমি দখল ও আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে একটি বেসরকারি সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বাড়ি ও দপ্তরে একযোগে তল্লাশি শুরু হয়। সূত্রের খবর, সকাল ৭টার কিছু পরেই একাধিক দল বিভিন্ন ঠিকানায় পৌঁছে যায়। সঙ্গে ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা। বালিগঞ্জ-সহ শহরের একাধিক এলাকায় নথি, জমির কাগজপত্র এবং আর্থিক লেনদেনের খতিয়ান খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তকারীদের একাংশের দাবি, একাধিক প্রকল্পের নামে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে বেআইনি ভাবে জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে। জানা গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট সংস্থার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই একাধিক অভিযোগ নথিভুক্ত রয়েছে। সেই সব অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্তের গতি বাড়ানো হয়েছে। খুব শীঘ্রই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত কয়েক জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হতে পারে বলেও ইঙ্গিত মিলেছে। ভোটের আগে এমন পদক্ষেপ ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। যদিও তদন্তকারী সংস্থার বক্তব্য, তদন্তের প্রয়োজনে নিয়ম মেনেই অভিযান চলছে, এর সঙ্গে অন্য কোনও বিষয় জড়িত নয়। উল্লেখ্য, এর আগেও

রাজ্যে একাধিক আর্থিক দুর্নীতির মামলায় তল্লাশি চালিয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। সেই ধারাবাহিকতায় ফের নতুন করে সক্রিয়তা বাড়ল বলেই মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল। প্রসঙ্গত, কলকাতা-সহ বিভিন্ন জায়গায় সংস্থার বিরুদ্ধে দুর্নীতি সংক্রান্ত ১৬ থেকে ১৭টি এফআইআর দায়ের হয়েছিল। তার ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু হয়েছে। সংস্থার নথিপত্র, জমির দলিল এবং আর্থিক লেনদেনের হিসাব খতিয়ে দেখছে ইডি।

সামনেই ভোট। পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪টি বিধানসভা আসনে আগামী ২৩ এবং ২৯ এপ্রিল দুই দফায় ভোটগ্রহণ হবে। ফল জানা যাবে আগামী ৪ মে। সব রাজনৈতিক দল এখন পুরোদমে প্রচারে নেমে পড়েছে। জারি হয়েছে আদর্শ আচরণবিধি। এই পরিস্থিতিতে আচমকা কেন্দ্রীয় সংস্থার সক্রিয়তায় নতুন করে জল্পনা দানা বাঁধছে।

প্রশাসনে ব্যাপক রদবদলের পরেই অশান্তি, প্রশ্ন তুললেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোট ঘোষণার পর প্রশাসনে ব্যাপক পরিবর্তনের মধ্যেই রাজ্যে অশান্তির আবহ ঘিরে সরব হলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি। সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে তিনি প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের সময় ও উদ্দেশ্য নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন। অভিষেক লেখেন, নির্বাচনের ঘোষণা হওয়ার ঠিক পরেই নির্বাচন কমিশন ব্যাপক প্রশাসনিক রদবদল শুরু করে; যার আওতায় মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, ডিজিপি, এডিজি, আইজি, এসপি, ডিএম, কলকাতা পুলিশ কমিশনার এবং এমনকী, কেএমসি কমিশনারকেও সরিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর অভিযোগ, এই পদক্ষেপের পরেই পরিস্থিতি উদ্বেগজনক দিকে মোড় নিয়েছে। তাঁর কথায়, এই রদবদলের আড়ালে ভীতিপ্রদর্শন ও সন্ত্রাসের ঘটনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। রামনবমীর দিন একাধিক জেলায় সংঘর্ষের প্রেক্ষাপটে তিনি আরও বলেন, দোকানপাট ভাঙচুর করা

হচ্ছে, ধর্মের নামে উত্তেজনা উসকে দেওয়া হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষকে চরম দুর্ভোগের মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। একইসঙ্গে কড়া ভাষায় বার্তা দেন, আমাদের কোনও 'বুলডোজার মডেল'-এর প্রয়োজন নেই, বাইরে থেকে আমদানি করা ঘৃণা ও হিংসার রাজনীতিরও কোনও প্রয়োজন নেই। তৃণমূল নেতার দাবি, এতদিন রাজ্যে উৎসব শান্তিপূর্ণভাবেই হয়েছে। তবে সাম্প্রতিক ঘটনাকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, গত মাত্র কয়েকটা দিনের মধ্যেই আমরা সেই 'পরিবর্তন'-এর এক উদ্বেগজনক ঝলক দেখতে পাচ্ছি। তাঁর এই মন্তব্যে ভোটের আগে রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও তীব্র হওয়ার ইঙ্গিত মিলছে।

ডিএ বকেয়া নিয়ে নতুন বিতর্ক, 'অর্ধেক টাকা দেওয়া হয়েছে', অভিযোগ কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুতর অসংগতি ও আর্থিক ক্ষতির অভিযোগ তুলে সরব হল পশ্চিমবঙ্গ আদালত কর্মচারী সংগঠন। শনিবার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সরকারি নির্দেশিকা মেনে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অর্থ প্রদান ও হিসাব নির্ভুলভাবে নির্ধারণে বড়সড় ত্রুটি ধরা পড়েছে।

সংগঠনের দাবি, ডিজিটাল ব্যবস্থার মাধ্যমে হিসাব তৈরি হলেও বাস্তবে বহু ক্ষেত্রে সঠিক অঙ্ক প্রতিফলিত হয়নি। তাঁদের কথায়, এইচআরএমএস ব্যবস্থায় তৈরি হিসাবের সঙ্গে প্রকৃত পাওনার বিস্তর ফারাক রয়েছে, যা কর্মীদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। মঞ্চের অন্যতম নেতা ভাস্কর ঘোষ সরাসরি প্রশ্ন তুলে বলেন, এআইসিপিআই অনুযায়ী যে হারে ডিএ বকেয়া মেটানোর কথা, তা মানা হয়নি। হিসাব এমনভাবে করা হয়েছে, যাতে কর্মচারীরা তাঁদের ন্যায্য প্রাপ্যের অর্ধেকেরও কম পান। এটা স্পষ্ট প্রতারণা। একইসঙ্গে অভিযোগ, অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের ক্ষেত্রেও বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে, বিশেষ করে যাঁদের জিপিএফ সংক্রান্ত নথি এখনও সম্পূর্ণ নয়। আরও বলা হয়েছে, প্রথম কিস্তি ৫০ শতাংশ দেওয়ার কথা থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অঙ্ক দেখানো হচ্ছে, ফলে বিভ্রান্তি বাড়ছে। সংগঠনের মতে, এই গরমিলের জেরে কর্মীদের ব্যক্তিগতভাবে কয়েক হাজার টাকা পর্যন্ত ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। সমস্যা দ্রুত মেটাতে একাধিক প্রস্তাব দিয়েছে সংগঠন। তাদের বক্তব্য, ত্রুটিগুলি অবিলম্বে সংশোধন করে নির্ভুল হিসাব নিশ্চিত করতে হবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ অর্থপ্রদান করতে হবে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি, তবু বিষয়টি নিয়ে চাপ বাড়ছে বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। পরিস্থিতি কোন দিকে গড়ায়, এখন সেটাই দেখার।

ঝড়-বৃষ্টিতে ভিজছে বাংলা, তাপমাত্রায় স্বস্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গরমের তীব্রতা বাড়ার মাঝেই আবহাওয়ার আচমকা বদলে স্বস্তির হাওয়া বইছে রাজ্যজুড়ে। শনিবার ভোর থেকে একাধিক জেলায় দফায় দফায় বৃষ্টি এবং ঝোড়ো হাওয়ার প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, এই পরিস্থিতি সাময়িক নয়; রবিবার থেকে বৃষ্টির দাপট আরও বাড়তে পারে, বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। আবহবিদদের ব্যাখ্যা, গাঙ্গেয় অঞ্চলের দক্ষিণে অবস্থান করা একটি ঘূর্ণাবর্তের জেরে বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়েছে। তার ফলেই বজ্র-সহ বৃষ্টির পরিবেশ তৈরি হয়েছে। দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, ঘূর্ণাবর্ত সক্রিয় থাকায় আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় ঝড়-বৃষ্টির প্রবণতা বজায় থাকবে। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর-সহ একাধিক জেলায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সঙ্গে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে বলেও সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গেও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে, যদিও রবিবারের পর সেখানে বৃষ্টির তীব্রতা কিছুটা কমতে পারে। জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় এক-দু'টি স্থানে শিলাবৃষ্টি এবং ভারী বৃষ্টি (৭-১১ সেমি) হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে এক-দু'টি স্থানে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় ও দমকা হাওয়া (৩০-৪০ কিমি/ঘণ্টা) হতে পারে। এদিকে সাম্প্রতিক অতীতে তাপমাত্রা ঊর্ধ্বমুখী থাকলেও বৃষ্টির জেরে পারদ কিছুটা নেমেছে। আবহবিদদের মতে, এই বৃষ্টির দাপটে আপাতত গরমের তেজ বাড়ার সম্ভাবনা কম। ফলে চৈত্রের দাবদাহ থেকে সাময়িক রেহাই মিললেও, আবহাওয়ার এই অস্থির রূপ আরও কয়েকদিন বজায় থাকতে পারে বলেই ইঙ্গিত মিলছে।

জোড়াসাঁকো বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী বিজয় ওঝার নির্বাচনীও প্রচার কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলে। ছবি: অদিতি সাহা

ট্রাইব্যুনাল গঠনে এগোচ্ছে রাজ্য, নজরে নিউটাউন

নিজস্ব প্রতিবেদন, নিউটাউন: ভোট প্রক্রিয়াকে মসৃণ করতে আপিলেট ট্রাইব্যুনাল গঠনের প্রস্তুতি জোরকদমে শুরু হয়েছে। একাধিক সম্ভাব্য স্থানের প্রস্তাব থাকলেও নিউটাউনের জুডিশিয়াল অ্যাকাডেমিকেই কেন্দ্র করে পরিকল্পনা এগোচ্ছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। সেখানে কতগুলি ট্রাইব্যুনাল কার্যকর করা যাবে, তা যাচাই করতে ইতিমধ্যেই পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল বলেন, ট্রাইব্যুনাল নিয়ে লিস্ট এসে গেছে। শনিবার পরিদর্শন হয়েছে, রিপোর্টও দেওয়া হয়েছে। এবার হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত নেবে। সফটওয়্যার রেডিই আছে কমিশনের।

অর্থাৎ পরিকাঠামোগত প্রস্তুতির পাশাপাশি প্রযুক্তিগত দিক থেকেও কমিশন তৈরি বলেই ইঙ্গিত মিলেছে। এদিকে ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়াতেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, প্রথম তালিকায় প্রায় ৩৭ লক্ষ আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে। প্রথম অতিরিক্ত তালিকায় ইতিমধ্যেই প্রায় ১০ লক্ষ নাম প্রকাশ পেয়েছে, যদিও দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশের পর কত নামের নিষ্পত্তি হয়েছে তা স্পষ্ট করেনি কমিশন। তালিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে সিইও মনোজ আগরওয়াল স্পষ্ট করেছেন, কমিশনের পোর্টালে এখন কোনও সমস্যা নেই। ফলে স্পষ্ট, প্রশাসনিক প্রক্রিয়া গতি পেলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভার এখন আদালতের উপরেই।

পানিহাটির প্রচারে তিলোত্তমার মাকে ঘিরে ক্ষোভ, রাস্তা ও ড্রেন সমস্যায় সরব এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পানিহাটি: শনিবার পানিহাটির ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে নির্বাচনী প্রচারে এসে এলাকাবাসীর ক্ষোভের মুখে পড়লেন তিলোত্তমার মা রত্না দেবনাথ। বিজেপির প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর থেকেই জোরকদমে প্রচার শুরু হয়েছে। সেই কর্মসূচিতেই রত্না দেবনাথ দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের নিয়ে এলাকায় ঘুরে মানুষের অভাব-অভিযোগ শোনেন। এদিন স্থানীয় বাসিন্দারা মূলত রাস্তা ও নিকাশি ব্যবস্থার বেহাল অবস্থা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বহু জায়গায় ভাঙা রাস্তা, জল জমে থাকা এবং নোংরা ড্রেনের সমস্যার কথা তুলে ধরেন তাঁরা। দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যার সমাধান না হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ রয়েছে বলেও জানান এলাকাবাসী। রত্না দেবনাথ বলেন, মানুষের কাছ থেকে প্রচুর অভিযোগ পাচ্ছেন, বিশেষ করে রাস্তা ও ড্রেন নিয়ে। তিনি

আরও বলেন, ২০১১ সালে মানুষ যে ভুল করেছিল, এবার আর সেই ভুল করবে না। আমি জিতে এলে প্রথম কাজ হবে আমার মেয়ের ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা, বাংলার মেয়েদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং পানিহাটির রাস্তা, ড্রেন ও জঞ্জাল সমস্যার সমাধান করা। তিনি দাবি করেন, তিনি জিতলে শুধু পানিহাটি নয়, গোটা বাংলা উপকৃত হবে।

১০ দিনের বেশি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ঝুলিয়ে রাখা যাবে না

ভোটের আগে পুলিশের লাগাম টানল কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের মুখে আইনশৃঙ্খলা নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ নির্বাচন কর্তৃপক্ষ। কঠোর বার্তা দিয়ে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, নির্বাচন চলাকালীন একটুও ঢিলেমি বরদাস্ত করা হবে না। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, বিচারাধীন অপরাধমূলক মামলাগুলির তদন্ত দ্রুত শেষ করতে হবে এবং গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ঝুলিয়ে রাখা চলবে না; সর্বোচ্চ সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে ১০ দিন। পুলিশ প্রশাসনের প্রতিটি স্তরকে কার্যত সরাসরি নিয়ন্ত্রণে এনে কমিশন জানিয়ে দিয়েছে, সমস্ত আধিকারিক নির্বাচন কমিশনের অধীনেই কাজ করবেন। শুধু তাই নয়, পলাতক আসামীদের চিহ্নিত করে দ্রুত গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সম্ভাব্য অশান্তি এড়াতে আগাম নজরদারি, রাজনৈতিক সংঘর্ষে জড়িতদের তালিকা তৈরি এবং গোপন তথ্য বিনিময়ের উপরও জোর দেওয়া হয়েছে।

জনসভা, মিছিল কিংবা প্রচার; সব ক্ষেত্রেই নজরদারি বাড়ানোর পাশাপাশি সীমান্ত ও গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য সড়ক ২৪ ঘণ্টা চেকিং চালুর নির্দেশ রয়েছে। হোটেল-লজে তল্লাশিও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কমিশনের কড়া সতর্কবার্তা, দায়িত্বে গাফিলতি বা অসদাচরণ প্রমাণিত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ফলে ভোটের আগে প্রশাসনের উপর নজরদারি যে আরও আঁটোসাঁটো হল, তা স্পষ্ট।

কলকাতার অলিগলিতে ঘাম ঝরাচ্ছে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের মুখে কলকাতার রাজনীতিতে এখন স্পষ্ট পালাবদল; বড় মঞ্চের ঝলকানি ছেড়ে সরাসরি মানুষের দরজায় পৌঁছে যাওয়ার কৌশল নিয়েছে তৃণমূল। উত্তর শহরের ভিড়ভাট্টা রাস্তা থেকে দক্ষিণের আবাসন-পাড়া; প্রতিটি কেন্দ্রে প্রার্থীরাই হয়ে উঠছেন প্রচারের মুখ। মানিকতলা, শ্যামবাজার, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, বেহালা, কসবা ও টালিগঞ্জ; এই ছ'টি গুরুত্বপূর্ণ আসনে এখন মূল লড়াই আবেগ, উন্নয়ন আর স্থানীয় ইস্যুর মিশেলে। দলীয় বার্তার পাশাপাশি প্রার্থীদের নিজস্ব অবস্থান, বক্তব্য ও সরাসরি যোগাযোগই নির্ধারণ করছে প্রচারের গতিপথ।

শ্যামপুকুরের বিধায়িকা শশী পাঁজার নির্বাচনী ক্ষেত্রে চলছে জোর প্রচার। প্রচারে বেরিয়ে এসআইআর নিয়েই ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন মন্ত্রী। তার কথায় 'মানুষের অধিকার রক্ষার লড়াইতে আমরা লড়ছি। মানুষ শেষ কথা বলবে।' পাশাপাশি উত্তর কলকাতার মানিকতলায় বর্তমান বিধায়ক সুপ্তি পাণ্ডে-কে সামনে রেখে প্রচারে নামছে প্রার্থী শ্রেয়া পান্ডে। তাঁর কথায়, মানুষের সমস্যার সমাধানই আমাদের একমাত্র অঙ্গীকার, ভোটের সময় নয়; সারা বছর পাশে থাকাই রাজনীতি। শ্যামবাজার-সহ উত্তর শহরের অংশে দলীয় প্রচারে সক্রিয় স্থানীয় সংগঠনের মুখরা প্রার্থীরা। কাশীপুর-বেলগাছিয়া কেন্দ্রের প্রার্থী অতীন ঘোষ বলেন, ভোটার তালিকা নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে, কিন্তু আমরা প্রত্যেকের অধিকার নিশ্চিত করব।

দক্ষিণ কলকাতায় বেহালা পশ্চিমে তৃণমূল প্রার্থী রত্না চট্টোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই জনসংযোগে নেমে পড়েছেন। তাঁর বক্তব্য, মানুষের বাড়িতে গিয়ে কথা বলছি, উন্নয়নই আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয়। টালিগঞ্জে প্রার্থী অরূপ বিশ্বাস-এর প্রচারও নজর কেড়েছে।

নতুন প্রচার কৌশল তৃণমূলের, ভবানীপুরে 'ফোটো কর্নার' তৈরি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নয়া প্রচার কৌশলে মাঠে নামল তৃণমূল কংগ্রেস। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগেই এই নতুন প্রচার কৌশল সাজিয়েছেন ভবানীপুরের তৃণমূল নেতৃত্ব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাটআউট লাগানো ফোটো বুথ বা সেলফি কর্নার তৈরি করা হল ভবানীপুরে। জনসংযোগের মাধ্যম হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাটআউট দেওয়া ফটো বুথ তৈরি করা হয়েছে সেখানে। ভোটের আগেই প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে ফটো বুথ বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দেওয়া ফটো বুথে ছবি তুলতে মানুষের ভিড় চোখে পড়ার মতো। চতুর্ভুজ আকৃতির 'ফোটো বুথ'-এর ডান পাশে হাতজোড় করা মুখ্যমন্ত্রীর ছবি। পাশে বড় অংশ খালি রাখা হয়েছে। যেখানে দাঁড়িয়ে ছবি তোলা যাবে। বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা ভবানীপুরের তিন বারের বিধায়ক। তবে, এবারের লড়াইটা যে হাড্ডাহাড্ডি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রসঙ্গত, ভবানীপুরের ভোট পরিচালনায় দায়িত্বে রাখা হয়েছে মেয়র ফিরহাদ হাকিম এবং প্রবীণ নেতা সুব্রত বক্সীকে। পাশাপাশিই দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছে কাউন্সিলরদের মধ্যেও।

মানিকতলা বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী শ্রেয়া পান্ডের সমর্থনে কর্মিসভা। বক্তব্য রাখছেন খোদ শ্রেয়া।

আরজি কর লিফটে মৃত্যু মামলায় ধৃত পাঁচ অভিযুক্তের আবারও হেপাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আরজি কর লিফটে মৃত্যুর ঘটনায় ৫ অভিযুক্তে ১ এপ্রিল পর্যন্ত পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিল শিয়ালদহ আদালত। সরকারি পক্ষের আইনজীবী আদালতকে জানান, যে কেউ লিফট ম্যান হন না কেন, প্রশিক্ষণের পর লাইসেন্স পান লিফট ম্যানরা। ওনারা এখন লিফটের বিভ্রাটকে দোষ দেখিয়ে নিজেরা বাঁচতে চাইছেন। ঘটনার সময় কোথায় ছিলেন তাঁরা? ওনারা ডিউটির সময় লিফট ফাঁকা রেখে অন্যত্র ছিলেন। ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরায় সমস্তটাই ধরা পড়েছে। কে কোথায় ছিলেন? কখন এলেন- সবটাই ফুটেজ আছে। অন্যদিকে জামিনের আবেদন করেছিলেন অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবীরা। এই প্রসঙ্গে আইনজীবীরা বলেন, এই ঘটনার দায় তাঁদের নয়। তাঁরা চাকরি করে। গরিব বলে তাঁদের ফাঁসানো হচ্ছে। যিনি নজরদারি করেন, তাঁকে জানানো হয়েছিল। কেন তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করছে না পুলিশ? লিফটের যান্ত্রিক ত্রুটির দায় কেন আমার মক্কেলদের হবে?

অন্যদিকে, নিহতের পরিবারের আইনজীবী বলেন, কোনও লিফটম্যানই বলতে পারেন না একটি লিফটের দুর্ঘটনায় তাঁর কোনও দায়িত্ব নেই, যেখানে তিনি ডিউটিতে ছিলেন। কে কোন লিফটের দায়িত্বে ছিলেন, সেটি আলাদা বিষয়। কিন্তু ঘটনার সময়ে ওই লিফটে যাঁর দায়িত্ব ছিল, তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। এত বড় একটি দুর্ঘটনা ঘটার পর, কেউ দায়িত্ব এড়িতে যেতে পারেন না।

মুখ্যমন্ত্রী বুঝতে পারছেন বেলা শেষ, খেলা শেষ: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অমিত শাহর প্রকাশিত চার্জশিট ঘিরে রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন করে উত্তাপ ছড়াল। সেই আবহেই সাংবাদিক বৈঠক করে তৃণমূলকে সরাসরি আক্রমণ শানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর সাফ দাবি, মুখ্যমন্ত্রী বুঝতে পারছেন বেলা শেষ, খেলা শেষ; এই বার্তাই নাকি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

ভোটার তালিকা প্রসঙ্গে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বাধা নিয়ে তিনি বলেন, বঙ্গবাসীকে নির্ভুল ভোটার তালিকা উপহার দেওয়া নির্বাচন কমিশনের কাজ। কে বাধা দিচ্ছে, আক্রমণ করছেন মানুষ জানে। একই সঙ্গে তাঁর অভিযোগ, দেশের অন্যান্য রাজ্যে স্বাভাবিকভাবে প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলেও বাংলায় বিচার বিভাগের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়েছে, যা

লজ্জাজনক। রামনবমীর মিছিল ঘিরে পরিস্থিতি নিয়েও কটাক্ষ করেন তিনি। মন্তব্য করেন, রামের দেশে রামের মিছিল হবে না তো কি চিনে হবে? পাশাপাশি অতীতের একাধিক ঘটনা টেনে তিনি দাবি করেন, সাধারণ মানুষ পরিবর্তনের পক্ষেই মত গড়ছেন।

অন্যদিকে, বিজেপির আক্রমণের পাল্টা জবাব দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, বিজেপি ধর্মের রাজনীতি করে, আর তৃণমূল কর্মের রাজনীতি করে। ফলে ভোটের আগে দুই শিবিরের এই বাকযুদ্ধেই ক্রমশ তীব্র হচ্ছে নির্বাচনী লড়াই।

সম্পাদকীয়

সেনাবাহিনীতে লিঙ্গবৈষম্য দূর করে নজির গড়ল সুপ্রিম কোর্ট

অবশেষে ঘুচল বৈষম্য। সেনাবাহিনী মানে দেশসেবা। আর সেখানেই কিনা নারী-পুরুষ ভেদাভেদ! চূড়ান্ত বৈষম্যমূলক এই প্রথা অবশেষে দূর হল। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, স্থল, নৌ ও বায়ুসেনায় কর্মরত মহিলারাও স্থায়ী কমিশন অফিসার পদে নিযুক্ত হওয়ার অধিকারী। সংবিধানের ১৪২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট তার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে মহিলাদের এই অধিকার দিল বলে জানিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বেঞ্চ। বেঞ্চের অন্য দুই সদস্য হলেন বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়া এবং নংমেইকাপাম কোটিশ্বর সিং। এই রায়ের ফলে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এক লিঙ্গ বৈষম্যের মত বিলুপ্ত হল। এটা হওয়ারই ছিল, এতটা দেরি হল, এই যা। মেয়েরা এখন সবকিছুই করছে, সেনাবাহিনীই বা কেন সেখানে ব্যতিক্রম হবে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো থেকে লিঙ্গবৈষম্য দূর করতে এটা নিশ্চয় আগামীদিনে বড় উদাহরণ হবে। এই রায় দিতে গিয়ে পদ্ধতিগত পক্ষপাতিত্ব ও লিঙ্গ বৈষম্যের তীব্র সমালোচনা করে শীর্ষ আদালত বলেছে, শর্ট সার্ভিস কমিশনের পুরুষ অফিসাররা আশা করতে পারেন না, কেবল তাঁরাই স্থায়ী কমিশন অফিসার হিসেবে যোগ্য। মহিলাদের স্থায়ী কমিশন থেকে বঞ্চিত করার বিষয়টি বৈষম্যমূলক। স্থায়ী কমিশনের জন্য প্রতি বছর ২৫০ জন মহিলা অফিসার নিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা স্বেচ্ছাচারী মনোভাবের পরিচয় এবং তাকে অলঙ্ঘনীয় বলে গণ্য করা যায় না। শর্ট সার্ভিস কমিশনের অধীনে অফিসারদের ১০ বছরের জন্য নিয়োগ করা হয়, যা ১৪ বছর পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে। এই মেয়াদ শেষে স্থায়ী কমিশন না পেলে তাঁদের চাকরি ছাড়তে হয়। তাঁরা সাধারণত পুরো পেনশন পাওয়ারও যোগ্য হন না। উল্টোদিকে স্থায়ী কমিশন সশস্ত্র বাহিনীতে একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মজীবনের সুযোগ দেয়, যেখানে সাধারণত ২০ বছর বা অবসর গ্রহণ পর্যন্ত চাকরি করতে হয়। অফিসাররা পেনশন এবং সমস্ত অবসরকালীন সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হন এবং শীর্ষ পদ-সহ বিভিন্ন পদে উন্নীত হতে পারেন। আইনজীবীরা বলছেন, শীর্ষ আদালত মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার গুরুতর ত্রুটিগুলোও তুলে ধরেছে। যা ভবিষ্যতে অনেকেরই চোখ খুলে দেবে।

শব্দছক ১১৪

রবি দাস

১	২		■	৩	■	৪	■
■		■	৫		৬		৭
৮				■		■	
■		■	৯		■	১০	■
১১	■	১২		■	১৩		১৪
১৫			■	১৬		■	
	■	১৭			■	১৮	
■	১৯		■	২০			■

পাশাপাশি: ১. হিমাচলের রাজধানী ৫. উত্তরপ্রদান ৮. হুবহু ৯. রোগীর খাদ্য ১২. জগন্নাথদেবের যান ১৩. নিমেষ ১৫. অঞ্জন ১৬. কদলী ১৭. ক্ষৌরকার ১৮. শ্রীফল ১৯. পুরুষ প্রজাপতি ২০ হাতি

ওপর-নিচ: ২. সাইকোলজিস্ট-এর বঙ্গার্থ ৩. পাণ্ডুরোগ ৪. বড় বোন ৫. জনমাধ্যমে মার্গ ৬. বন্দী বা বন্ধ হয়ে থাকা ৭. মঙ্গল ১০. কপট ১১. সর্পরাজ ১২. লক্ষ্মীদেবীর স্বামী ১৩. প্রবাল ১৪. গন্ডদেশ ১৬. কয়েকটা ১৮. বাঁশ বা বাঁশি

সমাধান ১১৩ — পাশাপাশি: ২. আঞ্চলিক ৫. বনেদি ৭. মোট ৮. ধাত্রী ৯. বাঁকাচাহনি ১১. বধ ১২. পানা ১৩. আঁধি ১৪. কান ১৬. গোচরকরা ১৮. বাবা ১৯. লাল ২০. কাজরি ২১. ব্যোমকেশ

ওপর-নিচ : ১. সাবধান ২. আদি ৩. লিপিকা ৪. চাটনি ৬. নেত্রী ৭. মোহনা ৯. বাঁধ ১০. চাপান ১১. বধির ১৩. আঁচল ১৪. কারা ১৫. অবারিত ১৬. গোলাপ ১৭. কদম ১৮. বাজ ২০. কাশ

আজকের দিন

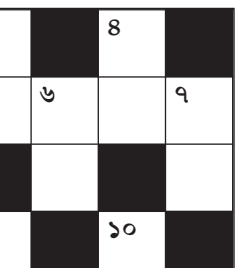

■ **১৯৮২** — রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের কাছ থেকে কানাডা আইন ১৯৮২ রাজকীয় অনুমোদন লাভ করে।

■ **২০০৪** — আয়ারল্যান্ড সকল কর্মক্ষেত্রে ধূমপান নিষিদ্ধকারী প্রথম দেশ হয়ে ওঠে।

■ **২০১৪** — ইংল্যান্ড ও ওয়েলসেপ্রথম সমকামী বিবাহ সম্পন্ন হয়।

জন্মদিন

১৯২৯ *নাট্যকার ও চলচ্চিত্রাভিনেতা উৎপল দত্তের জন্মদিন।*

১৯৩৯ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা জগদীপের জন্মদিন।*

১৯৮২ *বিশিষ্ট সুরকার ও সঙ্গীতশিল্পী অনুপম রায়ের জন্মদিন।*

উৎপল দত্ত

স্বামীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত মোদীর শিবজ্ঞানেই বঙ্গবাসীর সেবা

তৃণমূলের বিদায়ের কাউন্টডাউন শুরু

প্রদীপ মারিক

মোদি বাংলার মনীষীদের শ্রদ্ধা করেন। তিনি বলেন, বাংলার মনীষীদের স্বপ্নের বাংলা গড়বে বিজেপি। ছাব্বিশে নির্বাচনের আগে পরিবর্তন রথ যাত্রার শেষ লগ্নে ব্রিগেড জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কলকাতার এই সভার আগে ১৮ হাজার ৬৮০ কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করলেন। এর মধ্যে রয়েছে সড়ক পথ, রেল পথের ঘোষণা ও একাধিক ট্রেন এবং স্টেশনের উদ্বোধন। এই প্রশাসনিক সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদী রাজ্যের রেল নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ ঘোষণা করলেন। শুরু হল পুরুলিয়া-আনন্দ বিহার ট্রেনের। এই ট্রেন পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং দিল্লি অঞ্চলের সঙ্গে রেল যোগাযোগ আরও জোরদার করবে। এছাড়াও অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প-এর অধীনে পুনর্নির্মিত ছয়টি রেলস্টেশনের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী। সেই স্টেশনগুলো হল, কামাখ্যাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশন, আনারা রেলওয়ে স্টেশন, তমলুক রেলওয়ে স্টেশন, হলদিয়া রেলওয়ে স্টেশন, বারাসত রেলওয়ে স্টেশন ও সিউড়ি রেলওয়ে স্টেশন। মোদি ৪২০ কিলোমিটারেরও বেশি দৈর্ঘ্যের একাধিক জাতীয় সড়ক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করলেন। এতে বরাদ্দ প্রায় ১৬,৯৯০ কোটি টাকা। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক এবং ১১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের একাধিক সেকশন। প্রধানমন্ত্রী আরও কয়েকটি নতুন জাতীয় সড়ক প্রকল্পের শিলান্যাস করলেন। এর মধ্যে রয়েছে ২৩১ কিলোমিটার দীর্ঘ চার লেনের খড়্গপুর,মোরগ্রাম অর্থনৈতিক করিডর। এটি খড়্গপুর থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত অর্থনৈতিক করিডরের গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং এটি পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার উপর দিয়ে যাবে। এই করিডরের মাধ্যমে খড়্গপুর ও মোরগ্রামের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ তৈরি হবে, ফলে প্রায় ১২০ কিলোমিটার পথ কমবে এবং যাত্রার সময় ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা পর্যন্ত সাশ্রয় হবে। বীরভূমের দুবরাজপুর শহরের যানজট কমাতে জাতীয় সড়ক ১১৪-এ ৫.৬ কিলোমিটার দীর্ঘ চার লেনের দুবরাজপুর বাইপাস নির্মাণের শিলান্যাসও করবেন। এর ফলে শহরের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় যানজট কমবে এবং প্রায় এক ঘণ্টা যাত্রা সময় সাশ্রয় হবে। একাধিক বন্দর ও শিপিং সংক্রান্ত প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করলেন মোডি। তিনি হলদিয়া বার্থ নম্বর ২-এর যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প উদ্বোধন করলেন। এর ফলে দ্রুত, দক্ষ ও পরিবেশবান্ধব কার্গো হ্যান্ডলিং সম্ভব হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে কার্গো হ্যান্ডলিং ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, পূর্ণ রেক কয়লা লোডিং ব্যবস্থা উন্নত হবে, কর্মক্ষমতার সূচক বাড়বে এবং বিপজ্জনক কাজে মানুষের সরাসরি সম্পৃক্ততা কমে নিরাপত্তা বাড়বে। পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি হবে।

শুধু মাত্র রাজনৈতিক সমীকরণ নয়, বঙ্গের প্রতিটি মানুষের প্রাপ্য অধিকার দিতে ব্রিগেড ময়দানে আসছেন নরেন্দ্র মোদি। যিনি উন্নয়নের জন্য কোন রাজনীতি দেখেন না। স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত মোদি শিব জ্ঞানেই ভারতবাসীর সেবা করে চলেছেন। শুভেন্দু প্রথমে তার ভাষণে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা মোদিজির নেতৃত্বে বাংলার মানুষের জন্য ডাবল ইঞ্জিন সরকার এর আবেদন ঘোষণা করেন। শমীক ভট্টাচার্য তার ভাষণে বলেন বাংলায় সংবিধান আক্রান্ত। তাই ডাবল ইঞ্জিন সরকার।

মোদি তার ভাষণে বলেন, তিনি বাংলার যেখানে যেখানে দেখছেন শুধু গেরুয়া গেরুয়া। এই ছবি বলে দিচ্ছে মানুষ বাদল চাইছে। মোদি বলেছেন, বাংলা ই দেশের দিশা দেখায়। এই ময়দান থেকে তৃণমূলের বিসর্জন। মোদি বলেন আজ এই ব্রিগেড সভায় আসার সময় বিজেপি কর্মীরা আক্রান্ত হয়েছেন, কিন্তু এই জনসভা রুখতে পারে নি। ব্রিগেডের সভায় আসা মানুষজন কে আটকাতে পারেনি তারা। তিনি বলেন তৃণমূল যতই আটকাতে চাক না কেন বঙ্গে বিজেপি আসবে। বাংলার বিদায়ের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেল মোদি'র ভাষণ থেকে।

তিনি বঙ্গের যুবকদের প্রসংসা করে বলেন, বঙ্গের যুবকরা কাজের জন্য অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে। কংগ্রেস, বামপ্রন্থী, তৃণমূল বাংলার বিকাশ স্তব্দ করে রেখেছিল স্বাধীনতার পর থেকে, উদ্যোগ বন্ধ করে রেখেছে। এখানে চাকরি বিক্রি হচ্ছে। বিজেপি এলে বাংলার যুবকদের বাংলার কাজ হবে। যে স্বপ্ন বঙ্গের যুবকরা দেখে সেই স্বপ্ন পূরণ করার দায়িত্ব নিয়েছে বিজেপি এটা মোদির গ্যারান্টি। মোদি বলেন, তৃণমূল কাটনানি ছাড়া চলে না। ওরা বিশ্বকর্মা যোজনা চালাতে দিতে চায় না, তৃণমূল সরকার বিশ্বকর্মা যোজনা আটকে রেখেছে। পিএম সূর্যঘর প্রকল্প বিজেপি রুখতে চায়। বাংলায় চা বাগানে শ্রমিক পিএম যোজনা থেকে বঞ্চিত। তাদের এই লাভ দিচ্ছে না তৃণমূল সরকার।

তৃণমূল সরকার পিএম আবাস প্রকল্প নাম বাদল করে চালাচ্ছে। জল জীবন মিশন দেশের সারা দেশের বাড়িতে জল পৌঁছে দিচ্ছে অথচ বঙ্গের মানুষরা বঞ্চিত। আয়ুষ্মান প্রকল্পে সমগ্র দেশের মানুষ ৫ লাখ টাকার সুবিধা পাচ্ছে। মোদি দিচ্ছে অথচ বাংলার মানুষ আয়ুষ্মান প্রকল্প থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। মোদি বলেছেন, তৃণমূল গেলেই গরিবরা ঘর পাবে। তৃণমূল গেলেই দেশের সুশাসন সম্ভব। মোদি বলেন, বাংলায় মায়েরা সুরক্ষিত নয়। তৃণমূল গুন্ডা আর মাফিয়াদের রাজ শুরু হয়েছে। কলেজ থেকে আদিবাসী মহিলা কাউকে বাদ দিচ্ছে না তৃণমূল বাহিনী ধর্ষণকারীদের সমর্থন করছে। সন্দেশখালি থেকে আরজিকর সব জায়গায় অপরাধীদের বাঁচাতে চাইছে তৃণমূল। মোদি বলেন, মায়েরা তার মেয়েকে বলছে সন্ধে নামার আগে চলে আয়, এ কোন বাংলা। এখানে মায়েদের কোন জায়গা দেওয়া হয় না। তৃণমূল হিন্দুদের মান্যতা দেয় না। তাই অনুপ্রবেশ মান্যতা দিয়েই তৃণমূল এসআইআর চায় না। তৃণমূল সংবিধান মানে না তারা একটা কমিউনিটি দিয়ে হিন্দুদের ধ্বংস করতে চায়। মোদি বলেন তৃণমূল সরকারের বিদায়ের কাউন্ট ডাউন শুরু হল। তিনি বলেন, বিজেপি সরকার সবকা সাথ সবকা বিকাশ সুরক্ষিত করবে সঙ্গে সঙ্গে তৃণমূলের প্রত্যেক হিসাবের বদলা নেওয়া হবে। মোদি বলেন, তৃণমূল সকল চোরদের জেল বাঁধা। আদিবাসীদের সন্মান দেয় না তৃণমূল। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে ও অপমান করলেন। একজন আদিবাসী মহিলা রাষ্ট্রপতিকে সন্মান দিলেন না। তৃণমূল কোটি কোটি আদিবাসী এবং মহিলাদের সঙ্গে বাবা সাহেব আম্বেদকারকেও অসন্মান করলেন। তৃণমূল সরকার সুষ্ঠ নির্বাচন চায় না তাই এসআইআর চায় না। তৃণমূল সংসদরাও কাগজ ছিঁড়ে সংসদে প্রতিবাদ করে। বঙ্গের মানুষজন এই তৃণমূল সরকারকে চাইছে না বদলা চাইছে।

মোদি বলেন, বাংলার আত্মা কোনদিন হার মানাবে না। রাবি ঠাকুরের কবিতা উক্ত করে মোদি বলেন বিজেপি কর্মীরা এখন অকুতোভয় 'বিপদে মত রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থণা- বিপদে আমি না যেন করি ভয়।' বাংলার মানুষ ছাব্বিশে বিজেপিকে আনবেই। তাই নির্বাচন বাংলার আত্মার নির্বাচন। বদলানো দরকার তাই বিজেপি সরকার।

রাষ্ট্রং সংস্কারিং সভা

সত্যব্রত কবিরাজ

সভার চেয়ার পার্শন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী (''আমি ঘরের কাপড় পড়ে এসেছি''), সেক্রেটারি প্রাক্তন সাংসদ দিলীপ ঘোষ (''কেলাবো''), সহ চেয়ারপার্শন প্রখ্যাত আইনজীবী প্রাক্তন রাজ্যসভা সদস্য বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য (''আরএসএস আমার অন্যতম প্রধান শত্রু'') ।

আগত এবং আসন্ন বিধান সভা নির্বাচনে যুযুধান রাজনৈতিক দলগুলির ভাষা এমন মার্জিত পর্যায়ে পৌঁচেছে যে তা সংরক্ষণের দাবি রাখে। সাধারণ মানুষ দিশেহারা। তারা কার পথ অনুসরণ করবে ভেবে পাচ্ছে না।

সভার চেয়ারপার্শন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী তো সকল সময়ে সকলকে শায়েস্তা করার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন। তিনি দেশের প্রধান নির্বাচন আধিকারিকের পদবীর অপভ্রংশ করেছেন ভ্যানিশ কুমার নামে। তাঁর দলের এক সাংসদ ভ্যানিশ কুমারের আঙুল কেটে নেওয়ার হুমকি পর্যন্ত দিয়েছেন। শোনা কথা মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ভ্যানিশ কুমারের সঙ্গে দিল্লিতে দেখা করতে গেলে তিনি নাকি মাননীয়ার কথা শুনতে অস্বীকার করেন। তবে তিনি কেন সময় দিলেন একথা মাননীয়া বার বার বাইরে বলে চলেছেন। এবং এতে নাকি তাঁর অপমান হয়েছে। তবে একটা মানহানির মামলা করলেই ল্যাঠা চুকে যেত। যেমনটি তিনি ডিএ মামলা নিয়ে সর্বোচ্চ আদালতে এবং স্বয়ং এসআইআর নিয়ে সওয়াল করেছেন। তেমনই একটা মামলা না হয় করলেই হত। মহাত্মা গান্ধির মতো মাননীয়া বলেছিলেন ''এসআইআর তিনি করতে দেবেন না, তা করার চেষ্টা হলে তাঁর মৃতদেহের ওপর দিয়ে করতে হবে। মহাত্মা গান্ধিও বলেছিলেন দেশ ভাগ হতে দেবেন না। দেশ ভাগের চেষ্টা হলে তা তাঁর মৃত দেহের ওপর দিয়ে হবে।'' কিন্তু কার্যত দুটো ক্ষেত্রেই কাজ সম্পন্ন হয়েছে শত বাধা সত্ত্বেও। মাননীয়া দেশের প্রধানমন্ত্রীকেও কোমরে দড়ি দিয়ে ঘোরানোর কথা ঘোষণা করেছিলেন। এমনকী মাননীয়াকে দেখলে দেশের সেনাবাহিনীর কর্মীরাও নাকি ভয়ে পালায়। ভাষার সংস্কার তিনি যথেষ্ট করেছেন এবং ভবিষ্যতে আরও সংস্কারের আশায় মানুষ তাকেই মুখ্যমন্ত্রীর পদে দেখতে চায় এমনকী তাঁর দলের নেতা কর্মীরা তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন দেখতে চায় বলে বার বার স্লোগান দিতে দেখা গেছে। তিনি আরও বলেছেন, এক মিনিটের মধ্যে সনাতনী নামক কীটগুলিকে তিনি ধ্বংস করে দিতে পারেন। দেশে বাংলার এমন অবনমন কোনও সময়ে হয়নি। কাজ নেই তাই বেকার যুবক যুবতীরা দেশের বিভিন্ন রাজ্যে কাজ করতে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। সেখানে হেনস্থা হচ্ছেন। অনভিপ্রেত হলেও এমনটা ঘটছে, কিন্তু মাননীয়া ক্ষোভ প্রকাশ করে বলছেন বাংলার অপমান করা হচ্ছে। তিনি কি এর মূলে নন? বাংলায় কোনও শিল্প কারখানা তাঁর সময়কালে কেন পত্তন হল না একথা কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারবে না? দেশের মধ্যে অন্যদের ন্যাক্কারজনকভাষায় সমালোচনা করলে এমনকী প্রাধানমন্ত্রীকে সম্মান দিয়ে সমালোচনা না করার ফলে বাংলার ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত হয়েছে। ঠিক যেমনটি জ্যোতি বসু করেছিলেন। তিনি রাজীব গান্ধিকে পাইলট প্রধানমন্ত্রী বলে সম্বোধন করেছিলেন। তিনিওতো মানুষের ভোটে জিতে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। দেশের প্রধানমন্ত্রীকে এমন কুকথায় সম্বোধন করার মধ্যে অশিক্ষার বিষয়টিই প্রকাশ করা হয়। রাজ্যসরকারি কর্মচারিগণ মাননীয়ার কথায় বিশ্বাস করছেন না, পনেরো বছরের অভিজ্ঞতায় এমনটা ঘটছে। সরকারি কর্মীরাই সরকারের বিজ্ঞপ্তিকে ধোঁয়াশা বলে মন্তব্য করছেন। তবে সাধারণের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। আর চাকরি যাওয়া শিক্ষকদের কথা বাদই দেওয়া গেল। শেষে কিনা মাননীয়া নির্বাচন কমিশনের বদল করা প্রশাসনের মাথাদেরই অস্ত্র পাচার, টাকা পাচার এবং দাঙ্গা বাধাঁনোর ষড়যন্ত্রের শামিল বলে আখ্যা দিয়েছেন সাংবাদিক সম্মেলনে। তবে এতদিন তিনি পুলিশ প্রশাসনের দায়িত্বশীল পদাধিকারীদের দিয়ে এমন কাজই করাতেন নাকি? এপ্রশ্ন আমার নয় পাড়ার মুর্খ পদার। কারণ নির্বাচন কমিশন মুখ্যসচিব থেকে জেলাশাসকদের প্রায় পঁয়তাল্লিশজনকে যেভাবে বদলি করেছে তাতে তিনি হতচকিত। মাননীয়া দাবি করেছেন তাকে কেন জানানো হল না। এবারও তিনি একটা মামলা করে দিতে পারেন সুপ্রিম কোর্টে, জনগণের পয়সায়। সর্বশেষ মাননীয়ার বিরোধী বিজেপি নেতানেত্রীদের গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ার নিদান দিয়েছেন , এতে রাজ্যের উন্নয়নের কোনও সম্পর্ক আছে কিনা ভোটাররাই বিবেচনা করবেন।

অপরদিকে সভার সম্পাদক প্রাক্তন সাংসদ এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রাক্তন কার্যকর্তা দিলীপ ঘোষ ভোটে প্রার্থী হয়েই বিরোধীদের 'কেলানো' এর কথা ঘোষণা করেছেন। তাঁর প্রতিপক্ষকে এমন অশালীন ভাষায় আক্রমণ করার কারণ কি। তিনি নাকি এক সংস্কৃত সংঘের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। ভোটের অনেক বাকি, এ অবস্থায় তিনি তাঁর প্রতিপক্ষকে এমন অশালীন ভাষায় আক্রমণ করলে শাসন ক্ষমতায় এলে তিনি কি করবেন তা সহজেই অনুমান করা যায়। কেউ সুশাসন আশা করতে পারেন না তার কাছ থেকে। তাতে আবার দেশের প্রধানমন্ত্রী, প্রাক্তন সংঘ কার্যকর্তা এবং বর্তমানে সংঘের তরফে তার এই অশালীন মন্তব্যের বিরোধিতা করা হয়নি। বরং তাকে প্রশয় দেওয়া হয়েছে এবং তাতে প্রধানমন্ত্রী সিলমোহর দিয়েছেন তাকে বিজেপি দলের প্রার্থী করে। আর যে সংঘের তিনি প্রাক্তন কার্যকর্তা তাদের বোধহয় তাকে লাগাম পরানোর কোনও এক্তিয়ার নেই এখন। কারণ তিনি নাকি বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। তিনি আরএসএস এর প্রাক্তন কার্যকর্তা সম্প্রতি এক স্বামী পরিত্যাক্তা মহিলাকে বিবাহ করেছেন। মায়ের এহেন আচরণে মর্মাহত তাঁর সুযোগ্য যুবক পুত্র আত্মহনন করেছেন বলে দুর্মুখদের রটনা। কিন্তু তাতে দিলীপ ঘোষের কিছু নয়। তিনি দেশের ভাষা এবং সনাতন সংস্কৃতির ধারকবাহক আরএসএস এর এক প্রাক্তন কার্যকর্তা। সম্প্রতি দেশের প্রধানমন্ত্রী রাজ্যে সভা করতে এসে দিলীপের সঙ্গে একান্তে কথা বলেছেন। দুর্মুখদের রটনা তিনি নাকি আরএসএস এর প্রাক্তন কার্যকর্তার বৈবাহিক জীবন নিয়ে খবর নিয়েছেন। বাহবা নন্দলাল। আরএসএস নাকি দেশের সনাতন সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক। তার এক কার্যকর্তার এহেন আচরণে রাজ্যের মানুষ তথা পাড়ার লোচ্চারা উল্লসিত। দেশে আরএসএস এর সমর্থনে বা 'শাখা'য় তাদের ছেলেদের আর পাঠাবে কোনও পরিবার? ডাক্তারজির স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দেওয়ার খেলায় নেমেছেন বর্তমান সরসংঘচালকজি। যাদের সংঘের প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধা ছিল তারাও এখন মুখ ঘুরিয়ে নেবেন সংঘের কার্যকর্তাদের এহেন আচরণের পর। দিলীপ বিরোধীদের এনকাউন্টার করার বা জেলে ঢোকানোর কথা বলেছেন এক ভোটের প্রচারে। এনকাউন্টার কাকে করা হয়-এবং কি পরিস্থিতিতে করা হয়- তিনি জানেন কি? এমন কথার পর আর কথা থাকে না।

বামপন্থী দুঁদে রাজনীতিবিদ প্রাক্তন কলকাতার মেয়র, প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী এবং সভার সহ চেয়ারপার্শন বিকাশরঞ্জন ভোটের প্রচারে নেমেই ঘোষণা করেছেন আরএসএস নাকি তাঁর প্রধান শত্রুদের মধ্যে পড়ে। তিনি ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য ন্যায়ালয়ে যান আর ভোটের ময়দানে যদি প্রতিপক্ষ তাঁর শত্রু হয় তবে শাসক হিসেবে তিনি কিভাবে নিরপেক্ষ থাকবেন। আর ন্যায়ের বিচারের জন্যই বা সওয়াল করবেন কিভাবে? দেশের মানুষের যে কারও সমালোচনা করার বা সাধুবাদ দেবার অধিকার আছে। তিনি একজন ন্যায়ের রক্ষার কর্মী হয়ে অন্যকে তাঁর শত্রু বলে ঘোষণা করলে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হবে কিভাবে। কিভাবেই বা তাদের সুশাসন দেওয়া সম্ভব হবে। বিকাশবাবু কি তাঁর পূর্বসূরী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কাছে এমন ভাষা ব্যবহারের শিক্ষা নিয়েছেন। জ্যোতি বসু এক সময় কংগ্রেসের বর্তমান প্রধান সোনিয়া গান্ধিকেই বলেছিলেন 'আঁচল উড়িয়ে ভোটে জেতা যায় না' । জ্যোতি বসুর তুঘলকি আচরণ এবং সিপিএম দলের বেপরোয়া আচরণই তাদের বর্তমান অবস্থায় এনে ফেলেছে, তা কি অস্বীকার করতে পারেন বিকাশবাবু? তারই সুযোগে বর্তমান মাননীয়া পনেরো বছর তুঘলকি রাজত্ব চালিয়ে গেলেন। মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা বা আস্থা এবং স্বচ্ছতার অঙ্গীকার না থাকলে তাদের রাজনীতি করা উচিত কিনা মানুষই বিচার করবে। প্রফুল্ল সেন বা প্রফুল্ল ঘোষের মতো মানবিক মুখ্যমন্ত্রী আমরা কি পেতে পারি না।

এমন আচরণ বা ভাষার প্রয়োগ যে সামগ্রিকভাবে মানুষের ক্ষতিই করে সেটা বিকাশবাবুকে সমঝে দিতে যাওয়া ধৃষ্টতা। কারণ মানুষকে তাদের বোরের ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করে ফায়দা লোটাই হয়, ভাল কিছু হয় না। পড়শি রাজ্য ওড়িশার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কোনও হাঁকডাক বা কারও সঙ্গে বিবাদ না করেই পনেরো বছর রাজ্য শাসন করেছেন সুনামের সঙ্গে। বিশেষত ক্রীড়াক্ষেত্রে হকি কে তিনি পুনরায় স্বমহিমায় বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যারাই সমালোচনা করবে তারাই শ্রেণিশত্রু একথা ভাবাটা বোধহয় ঠিক নয়। সেটা বার বার প্রমাণিতও হয়েছে। আর গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোতে এমন ঘটনায় বিচলিত হওয়া একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষে শোভন নয়। তাতেই কিন্তু বামপন্থীদের এমন হাল হয়েছে। তাতেও যদি শিক্ষা না হয় তবে আর কথা থাকে না। তবে কথায় আছে 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনি'।

চর্চাবাসর ১১৭

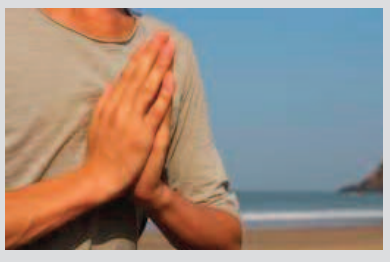

বাংলা শব্দ নমস্কার (Namaskar) সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত। এটি দুটি সংস্কৃত মূল থেকে গঠিত একটি যৌগিক শব্দ। এর মূল অর্থ হলো 'প্রণাম করার কাজ' বা 'অভিবাদন জানানো'। এটি আরও গভীর সংস্কৃত মূল 'নাম্' (নম্) থেকে উদ্ভূত , যার অর্থ 'প্রণাম করা' বা 'নত হওয়া'।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

রণংদেহি মমতা, দিল্লি দখলের হুংকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: অন্ডালের খান্দরায় তৃণমূল প্রার্থী কালো বরণ মন্ডলের সমর্থনে জনসভা থেকে দিল্লি দখলের হুঁশিয়ারি তৃণমূল সুপ্রিম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এসআইআর ও ভোটার তালিকা নিয়ে আবারও নির্বাচন কমিশনকে তোপ দাগলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার দুপুরে রানিগঞ্জ বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কালোবরণ মন্ডলের সমর্থনে অন্ডালের খান্দরা ফুটবল ময়দানে হওয়া এক জনসভায় বক্তব্যের একেবারে রনংদেহী মেজাজে দেখা গেল তৃণমূল সুপ্রিমোকে। শুক্রবার রঘুনাথগঞ্জে রামনবমী মিছিল থেকে হওয়া গন্ডগোলের জন্য তিনি সরাসরি বিজেপিকে আক্রমণ করেন। এই ঘটনার জন্য কিছুটা হলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করেন।

তিনি বলেন, 'পশ্চিম বর্ধমান জেলার রানিগঞ্জ ধসপ্রবণ এলাকা। এর ফলে এখানে বিপদের একটা আশঙ্কা থেকেই যায়। মমতা আরো বলেন, রানিগঞ্জ ধসপ্রবণ এলাকার জন্য ইতিমধ্যে প্রায় ৭০০ কোটি টাকা খরচ করে ৬ হাজার ফ্ল্যাট তৈরি করেছি। আরও ৪ হাজার ফ্ল্যাট তৈরি হচ্ছে। আমি মা, ভাই, বোনেদের কাছে অনুরোধ করে বলছি, মনে রাখবেন মানুষের জীবন সবচেয়ে বেশি দামি। একটা নয়, দু'টো করে ফ্ল্যাট রাজ্য সরকার আপনাদেরকে দেবে। যদি আপনার শিফট করতে চান, সেই শিফটিংয়ের খরচও আমরা দেব। এই ক্ষেত্রে মোট ১০ লক্ষ টাকা করে খরচ ধরা হয়েছে।'

রঘুনাথগঞ্জের ঘটনায় বিজেপি ও কমিশনকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমলা, অফিসারদের সরিয়ে হিংসা ছড়ানো হয়েছে। তিনি বলেন, অফিসারদের সরিয়ে দাঙ্গা করিয়েছে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশন। আক্রমণের সুর চড়িয়ে তার হুঁশিয়ারি, কাউকে ছাড়া হবে না। সংঘর্ষ থামাতে ব্যর্থ নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রশাসন। তিনি আরো বলেন, ওরা বাংলা টার্গেট করেছে। আমি দিল্লি টার্গেট করছি। বিজেপিকে সরাতেই হবে। এরা গোটা দেশটাকে বিক্রি করেছে।'

তৃণমূল কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি, মালদা থেকে ধৃত মূল অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: নির্বাচনের মুখে রণক্ষেত্র দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর। গত ২৪ মার্চ রাতে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী শিব চৌধুরীকে (৩৪) লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনায় অবশেষে বড় সাফল্য পেল পুলিশ। শুক্রবার রাতে মালদহ থেকে এই ঘটনার মূল অভিযুক্ত বাবু চৌধুরীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত বাবু চৌধুরী তৃণমূলের এসসি/ওবিসি সেলের স্থানীয় নেতা হিসেবে পরিচিত। শনিবার তাঁকে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে।

গত মঙ্গলবার রাতে নিজের গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন শিব চৌধুরী। গঙ্গারামপুর থানার অদূরেই তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে অতর্কিতে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। গাড়ির কাঁচ ভেঙে একটি গুলি তাঁর পেটে লাগে। রক্তাক্ত অবস্থায় স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করেন।আক্রান্তের পরিবারের পক্ষ থেকে সরাসরি বাবু চৌধুরী ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শাসকদলের অন্দরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের তত্ত্ব উঠে আসছে। যদিও পুলিশ রাজনৈতিক বিবাদ, দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল না কি ব্যক্তিগত শত্রুতা; সব দিকই খতিয়ে দেখছে।

ঘটনার পরেই হাসপাতালে আহত কর্মীকে দেখতে যান গঙ্গারামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দাস। অন্যদিকে, বিজেপির প্রার্থী সত্যেন্দ্রনাথ রায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর দাবি, নির্বাচনের আগে এলাকায় অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা চলছে। ঘটনার পর থেকেই পলাতক ছিলেন বাবু চৌধুরী। গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ গত কয়েকদিনে বেশ কিছু সন্দেহভাজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মালদহে অভিযান চালায় এবং মূল অভিযুক্তকে পাকড়াও করে।

সিউড়ি শহরের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে সিউড়ি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় এবং সিউড়ি এক নম্বর ব্লকের মল্লিকপুরে প্রচারে সিউড়ি বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়।

রামনবমীর মিছিলে বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: রামনবমীর মিছিলে রাজনীতির কথা নয়, একজন হিন্দু ধর্মালবলম্বী মানুষ হিসেবে তিনি রামনবমীর মিছিলে অংশ নিয়েছেন, বললেন কোতুলপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার। শনিবার কোতুলপুরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আয়োজিত রামনবমীর মিছিলে অংশ নিয়ে একথা বলেন তিনি। একই সঙ্গে তাঁর দাবি, এদিনের এই মিছিলে কোতুলপুর এলাকার অসংখ্য মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দিয়েছিলেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এই মিছিল এদিন কোতুলপুর চৌরাস্তা মোড়ে শুরু হয়ে পৃরো এলাকা পরিক্রমা।

দুষ্কৃতীরা রামের মূর্তির মুন্ডু কেটে নিয়ে যাওয়ায় প্রতিবাদে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: জঙ্গিপুরের আঁচ এসে পড়ল বহরমপুরে। রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা রামের মূর্তির মুন্ডু কেটে নিয়ে গেল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়ায় বহরমপুর শহর লাগোয়া উত্তরগামিনী এলাকায়। ক্ষোভে পুজো উদ্যোক্তারা রাস্তায় বসে অবরোধ শুরু করেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। অবরোধকারীরা অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার দাবি জানায়। পরে বহরমপুর থানার পুলিশ নতুন রামের মূর্তি এনে দিলে অবরোধ তুলে পুজো শুরু করেন উদ্যোক্তারা। পুলিশের পক্ষ থেকে মন্দিরে সিসি ক্যামেরা বসিয়ে দেওয়া হয়। নিরাপত্তার ব্যবস্থা-সহ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের আশ্বাস,দেওয়া হয়েছে। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার সুপার সচিন মাক্কার বলেন, পুরো ঘটনার ওপর নজর রাখা হয়েছে। এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক।

রামের মূর্তি ভাঙ্গা নিয়ে বহরমপুরে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে চলল বিক্ষোভ। ঘটনাটি ঘটেছে বহরমপুর থানার পশ্চিমগামিনি ১২ নং জাতীয় সড়কের পাশে। স্থানীয়দের অভিযোগ রাতের অন্ধকারে কেউ বা কারা শুক্রবারের পুজো হওয়া রামের মূর্তি ভেঙে দিয়ে গিয়েছে। রামের মূর্তির মুন্ডু কেটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। স্থানীয়রা প্রতিবাদ জানিয়ে গাছের গুঁড়ি ফেলে বাঁশ ও বেঞ্চ দিয়ে রাস্তা অবরোধ করা হয়। বহরমপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে পৌঁছয় এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা এখানে এসে পৌঁছয়। দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ অবরোধ চলে।

গতকালই রামনবমীর শোভাযাত্রার ওপর হামলার ঘটনায় অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে রঘুনাথগঞ্জ শহর। সকাল হতে না হতেই তার আঁচ পড়ে বহরমপুরে। রাতের অন্ধকারে দুস্কৃতীরা মন্দিরের তালা ভেঙে রামের মূর্তির ওপর হামলা চালায়। শুক্রবার এখানেই রাম জন্ম উৎসব পালিত হয়েছে। দিনভর চলে পুজাপাঠ হোমযজ্ঞ। আর এদিন সকালে উদ্যোক্তারা দেখেন মন্দিরে তান্ডব চালানো হয়েছে। এরপরই উদ্যোক্তারা দোষিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে গাছের গুঁড়ি ফেলে অবরোধ শুরু করে। প্রায় দু'ঘন্টা ধরে চলে বিক্ষোভ অবরোধ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়ায়। পরে বহরমপুর থানার পুলিশ অবরোধকারীদেদ বুঝিয়ে অবরোধ তোলে। নতুন রামের মূর্তি এনে দেয় পুলিশ।

আবার সাফল্যের পালক বর্ধমানের গৌতমীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: কথায় বলে ইচ্ছে থাকলে কখনওই প্রতিকূলতা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না তার চরম দৃষ্টান্ত গৌতমি দাস।

শনিবার কলকাতার গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলে আয়োজিত রাজ্যস্তরের যোগাসন প্রতিযোগিতায় পূর্ব বর্ধমানের মিউনিসিপাল বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী গৌতমি দাস প্রথম স্থান অর্জন করে জিতে নিল পুরস্কার। গৌতমী প্রথমে জেলা স্তরে প্রথম স্থান অর্জন করে পৌঁছে গিয়েছিল রাজ্যস্তরে।সেখানে এদিন সে জিতে নিল আবারও রাজ্য প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান। এরপর সে খেলবে জাতীয়স্তরে।

বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল বয়েজ স্কুলে অনুষ্ঠিত আরাধ্যাম কলকাতায় আয়োজিত প্রতিযোগিতায় প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকারীরা আজ দ্বিতীয় লেভেলের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।এই প্রতিযোগিতাতে বিভিন্ন বিষয় এবং বিভিন্ন বিভাগে

প্রথম দ্বিতীয়স্তরে স্থান পাওয়া জেলাস্তর থেকে ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ করে। এই বিষয়ে গৌতমি দাসের মা গীতা দাস জানান, ছোট থেকেই গৌতমীর অদম্য ইচ্ছা যোগাসনে জাতীয় স্তরে আন্তর্জাতিক স্তরে অংশগ্রহণ করে দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে।

এর মধ্যেই গৌতমী অস্মিতা খেলো ইন্ডিয়া জাতীয় স্তর এবং রাজ্যস্তরে স্বর্ণপদক ক পেয়েছে। এই বছর গৌতমি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিল। তার ইচ্ছে যোগাসন নিয়ে আরো উচ্চস্তরে সে অংশগ্রহণ করবে।

ছাত্রছাত্রীদের উন্নতির লক্ষ্যে ট্যালেন্টের মাধ্যমে প্রতিভা অন্বেষণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: Academy of Technology (AOT) অ্যাকাডেমি অফ টেকনোলজি সফলভাবে তাদের প্রধান ৩৬-ঘণ্টার জাতীয় হ্যাকাথনের দ্বিতীয় সংস্করণ; FrostHacks (০২;এর আয়োজন করেছে, যেখানে সমগ্র ভারত থেকে আগত কিছু উজ্জ্বল তরুণ উদ্ভাবক একত্রিত হয়েছিলেন। প্রথম বর্ষের শক্তিশালী গতির ওপর ভিত্তি করে, এই বছরের আয়োজনটি তার প্রাণবন্ত উদ্দীপনা, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং বাস্তব-জগতমুখী সমাধানের ওপর জোর দেওয়ার কারণে বিশেষভাবে আয়োজিত হয়েছে।

২০২৬ সালের ২৬ থেকে ২৮ মার্চ পর্যন্ত, ক্যাম্পাসের প্রাঙ্গণটি 'কাজে পরিণত হওয়া ধারণা'-র এক প্রাণবন্ত কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। দলগুলো দিনরাত এক করে কাজ করেছে;কেবল হোয়াইটবোর্ডের ধারণাকে বাস্তবে কার্যকরী প্রোটোটাইপ বা ডেমোতে রূপ দিয়েছে। এই সমাধানগুলো পাঁচটি মূল ক্ষেত্রের বাস্তব চ্যালেঞ্জগুলোর মোকাবিলা করেছে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, সবুজ ও টেকসই পৃথিবী, নিরাপত্তা এবং উন্মুক্ত উদ্ভাবন;যা স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছে যে প্রযুক্তি কীভাবে সমাজে অর্থবহ প্রভাব ফেলতে পারে।

Tata Consultancy (ervices STCS) টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসের 'নলেজ পার্টনার' হিসেবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং হ্যাকাথনের একেবারে শুরু থেকে (ধারণা গঠন পর্যায় থেকে) শেষ পর্যন্ত (মূল্যায়ন পর্যায় পর্যন্ত) সার্বিক সহায়তা প্রদান করেছে। এই আয়োজনটি আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে যখন বিআইটিএস পিলানি BITS Pilani-এর 'Pilani Innovation & Entrepreneurship Development (ociety' (PIEDS) 'স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম পার্টনার' হিসেবে যুক্ত হয়; পাশাপাশি)ercel– Flutterflow– GitHub এবং দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যাংকগুলোর কাছ থেকেও এতে সহায়তা পাওয়া যায়।

FrostHacks (০২-এ সমগ্র ভারতের বিভিন্ন শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেছিল; যেমন IIT Patna, NIT Rourkela, University of Calcutta, KLE Technological Universitি এবং Rajasthan Technical University। এটি এই হ্যাকাথনের ক্রমবর্ধমান জাতীয় গুরুত্বকে প্রতিফলিত করে এবং প্রতিযোগিতার মানদণ্ড ও প্রদর্শিত ধারণাগুলোর গুণমান;উভয়কেই এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যায়।

FrostHacks-এর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এর মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার কঠোরতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা। প্রাথমিক ধারণা বা 'অ্যাবস্ট্রাক্ট'গুলো IIT এবং NIT-এর শিক্ষাবিদদের দ্বারা পরিচালিত একটি 'ডাবল-ব্লাইন্ড রিভিউ' প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাছাই করা হয়; অন্যদিকে, চূড়ান্ত বিজয়ীদের নির্বাচন করেন TCS-এর ঊর্ধ্বতন কর্পোরেট কর্মকর্তারা, যাদের শিল্পক্ষেত্রে এক দশকেরও বেশি কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে। কলেজ-পর্যায়ের হ্যাকাথনগুলোতে মূল্যায়নের এমন গভীরতা সচরাচর দেখা যায় না, যা প্রতিযোগিতার ফলাফলগুলোকে এক অনন্য বিশ্বাসযোগ্যতা প্রদান করে।

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন TCS-এর 'Academic Alliances'-এর প্রধান ড. কে. এম. সুচিন্দ্রন। তিনি শিক্ষার্থীদের হ্যাকাথনের মতো প্ল্যাটফর্মগুলোকে কাজে লাগিয়ে ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন করতে এবং বাস্তব-জগতের চ্যালেঞ্জগুলোর মোকাবিলায় নিজেদের প্রস্তুত করতে উৎসাহিত করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, আজকের দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তি-নির্ভর বিশ্বে পেশাগত জীবনের জন্য নিজেকে পুরোপুরি প্রস্তুত করতে হলে;ধারাবাহিকভাবে হাতে-কলমে সমস্যা সমাধানের অনুশীলন, দলগত কাজ এবং অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করার ক্ষমতাই হলো মূল চাবিকাঠি। এই আয়োজনে PIEDS-এর টেকনোলজি বিজনেস ইনকিউবেটরের জনাব শচীন আর্য একটি বার্তা প্রদান করেন। তিনি FrostHacks-এর উদ্দীপনার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং যেসব দল তাদের উদ্ভাবনী ধারণাগুলোকে এগিয়ে নিতে আগ্রহী, তাদের প্রতি; পরামর্শদান (mentorship) থেকে শুরু করে বিনিয়োগকারীদের সাথে সংযোগ স্থাপন পর্যন্ত;সর্বাত্মক ও ধারাবাহিক সহায়তার আশ্বাস দেন। AOT-এর পরিচালক এবং জজ্ঞ খড়গপুরের প্রাক্তন অধ্যাপক দিলীপ ভট্টাচার্য এই ধরনের হ্যাকাথনগুলোকে প্রকৃত শিক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে বর্ণনা করেন; যেখানে শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন তোলে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়, ব্যর্থতার মুখোমুখি হয় এবং পরিশেষে বিকশিত হয়।

FrostHacks-এর দ্বিতীয় আসর (S02) AOT-এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক জগন্নাথ ব্যানার্জির সেই দূরদৃষ্টিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। একজন শিক্ষাউদ্যোক্তা হিসেবে তিনি এমন এক কারিগরি শিক্ষার প্রবক্তা ছিলেন, যা সর্বদা পরিবর্তনশীল বিশ্বের গতির সাথে তাল মিলিয়ে চলে। বর্তমানে অধ্যাপক অনিন্দিতা ব্যানার্জির বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সেই দূরদৃষ্টিকে সক্রিয় ভাবে এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে;যার চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে একদল উদ্যমী শিক্ষার্থী, দ্রুত সম্প্রসারমান প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের নেটওয়ার্ক এবং শিল্পজগত ও শিক্ষাঙ্গনের (industry–academia) পারস্পরিক সহযোগিতার প্রতি অটল অঙ্গীকার।

For Sale/ eAuction: Damaged Dalmia Cement - 3036 Bags lying at Dimond Harbour Road, Bishnupur 743503, 24 Parganas South, West Bengal, India. Contact Person for Physical Inspection - Mr. Manjur Hassan - 9804640146, 6296563016 Last Date For Inspection & EMD Deposit -05.04.2026 & Date Of E-auction - 06.04.2026 (3PM), Auctioneer: Meenakshi Gupta- 9625137014 (Insurance Claim Material Will Be Sold On 'As Is Where Is', 'Whatever There Is' And' No Complaint' Basis).
For More details
Www.Salvagemanagers.Com
/Support@Salvagemanagers.Com.

For Sale/ eAuction: Damaged Dalmia Cement - 3670 Bags lying at Dalmia Cement Bharat Ltd, Vill- Bhagabatipur, P.O.-Panisheola, P.S.- Haripal, Dist- Hooghly, Pin- 712405, West Bengal Contact Person for Physical Inspection - Mr. Surajit Sur - 9836160817, 91238545757 Last Date For Inspection & EMD Deposit -03.04.2026 & Date Of E-auction - 04.04.2026 (3PM), Auctioneer: Meenakshi Gupta- 9625137014 (Insurance Claim Material Will Be Sold On 'As Is Where Is', 'Whatever There Is' And' No Complaint' Basis).
For More details
Www.Salvagemanagers.Com
/Support@Salvagemanagers.Com.

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস
অবাধ ই-টেন্ডার
নং : সিওএস/সিআরজে/পিইউবি/ই-টেন্ডার/১৯/০১৬২, তারিখ : ২৩/০৩/২০২৬। নিম্নোক্ত ই- টেন্ডার নিম্নোক্ত www.ireps.gov.in লিঙ্ক অধীনে সংযোগ করা যাবে। সংশ্লিষ্ট ই-টেন্ডার এর জন্য প্রস্তাব কেবল বৈদ্যুতিক মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট লিঙ্ক www.ireps.gov.in→login → E-Tender Stores/Supply মাধ্যমে দাখিল করা যাবে। বিক্রেতাগণ নিম্নোক্ত আধিকারিকগণের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন টেন্ডারের জন্য বা আইআরইপিএস সম্পর্কিত বিস্তারিত বিশ্লেষণাত্মক তথ্য যদিকিছু থাকে, ডে. সিএমএম/এইচকিউ/সিএলডব্লু/ চিত্তরঞ্জন, ৯১৬৩৩৪০৭১১ বা এএমএম/এইচকিউ-২, ৯১৬৩৩৪০৭২৪। অফিসের ঠিকানা : পিসিএমএম/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন এর অফিস। ক্রম নং : ১) টেন্ডার নং : ৭০২৬০০৩১। সংক্ষিপ্ত দফার বিবরণ : ১) সিওই/আইআরআইএসইটি অ্যান্ড আরডিএসও অনুমোদিত প্রকল্প অনুযায়ী ইএফ-১২ কে লোকোমোটিভ এর জন্য সর্বশেষ বা আরডিএসও স্পেসি নং আরডিএসও/এসপিএন/১৯৬/২০২০, ভিইআর ৪.০ অনুযায়ী অনবোর্ড কেএভিএসিএইচ লোকো ইক্যুইপমেন্ট এর সরবরাহ, সংস্থাপন, পরীক্ষা এবং চালুকরণ। সরবরাহের সুযোগ : সম্পূর্ণ ওয়ারিং, হারনেসিং, কেবলিং এবং সংযোগ লোকো কেএভিএসিএইচ সিস্টেমের সঙ্গে। ওয়ারেন্টি মেয়াদ ০৪ (চার) বছরের সম্পূর্ণ করার সার্টিফিকেট ইস্যুর তারিখ থেকে (পরিশিষ্ট -১, অনুচ্ছেদ -৫ এবং ৬ তে নির্ধারিত মতে)। বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ ১১ (এগারো) বছরের জন্য পরিশিষ্ট -১ মোতাবেক। জোনাল রেলওয়ে আবশ্যকতার এসআইএম ব্যবস্থা দেবে। (ওয়ারেন্টি মেয়াদ : ৬০ মাস সরবরাহ তারিখের পর), ২) আরডিএসও স্পেসি নং আরডিএসও/এসপিএন/১৯৬/২০২০, ভার-৪.০ বা সর্বশেষ অনুযায়ী ইএফ১২কে লোকোমোটিভ এর জন্য অনবোর্ড কেএভিএসিএইচ লোকো ইক্যুইপমেন্ট এর সরবরাহ, সংস্থাপন, পরীক্ষা এবং চালুকরণ। সরবরাহের পরিধি : সম্পূর্ণ ওয়ারিং, হারনেসিং, কেবলিং এবং সংযোগ-লোকো কেএভিএসিএইচ সিস্টেমের সঙ্গে। জোনাল রেলওয়ে আবশ্যকতার জন্য এসআইএম ব্যবস্থা দেবে। (ওয়ারেন্টি মেয়াদ : ৬০ মাস সরবরাহ তারিখের পর থেকে), ৩) সিওই/আইআরআইএসইটি অ্যান্ড আরডিএসও অনুমোদিত প্রকল্প অনুযায়ী তিন ফেজ/কনভেনশনাল লোকোমোটিভ এর জন্য স্পেসি নং আরডিএসও/এসপিএন/১৯৬/২০২০, ভার ৪.০ বা সর্বশেষ অনুযায়ী অনবোর্ড কেএভিএসিএইচ লোকো সরঞ্জাম এর সরবরাহ, সংস্থাপন, পরীক্ষা এবং চালুকরণ। সরবরাহের পরিধি : সম্পূর্ণ ওয়ারিং, হারনেসিং, কেবলিং এবং সংযোগ -লোকো কেএভিএসিএইচ সিস্টেমের সঙ্গে। ওয়ারেন্টি মেয়াদ ০৪ (চার) বছর (পরিশিষ্ট -১, অনুচ্ছেদ ৫ এবং ৬ অনুযায়ী নির্ধারিত মতে) সম্পূর্ণকরেণর সার্টিফিকেট ইস্যুর তারিখ থেকে। বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ ১১ (এগারো) বছর, পরিশিষ্ট-১, অনুযায়ী, জোনাল রেলওয়ে আবশ্যক মতো এসআইএম এর ব্যবস্থা করবে। (ওয়ারেন্টি মেয়াদ : ৬০ মাস সরবরাহ তারিখের পর), ৪) সিওই/আইআরআইএসইটি অ্যান্ড আরডিএসও কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প অনুযায়ী ডব্লুএজি-১২ লোকোমোটিভের জন্য আরডিএসও স্পেসি নং আরডিএসও/এসপিএন/১৯৬/২০২০, ভার ৪.০ বা সর্বশেষ অনুযায়ী অনবোর্ড কেএভিএসিএইচ লোকো সরঞ্জাম সরবরাহ, সংস্থাপন, পরীক্ষা এবং চালুকরণ। সরবরাহের পরিধি : সম্পূর্ণ ওয়ারিং, হারনেসিং, কেবলিং এবং সংযোগ লোকো কেএভিএসিএইচ সিস্টেমের সহিত সহ। ওয়ারেন্টি মেয়াদ ০৪ (চার) বছর (পরিশিষ্ট -১, অনুচ্ছেদ -৫ এবং ৬ তে নির্ধারিত মতে) সম্পূর্ণ হওয়ার সার্টিফিকেটের ইস্যুর তারিখ থেকে। বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ ১১ (এগারো) বছরের জন্য -পরিশিষ্ট -১ অনুযায়ী। জোনাল রেলওয়ে আবশ্যকতা অনুযায়ী এসআইএম এর ব্যবস্থা করবে। (ওয়ারেন্টি মেয়াদ ৬০ মাস সরবরাহ তারিখ এর পর থেকে), ৫) সিওই/আইআরআইএসইটি অ্যান্ড আরডিএসও কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প অনুযায়ী সিমেনস দাহোদ ডি-৯ লোকোমোটিভের জন্য আরডিএসও স্পেসি নং আরডিএসও/এসপিএন/১৯৬/২০২০, ভার ৪.০ বা সর্বশেষ অনুযায়ী অনবোর্ড কেএভিএসিএইচ লোকো সরঞ্জাম এর সরবরাহ, সংস্থাপন, পরীক্ষা এবং চালুকরণ। সরবরাহের পরিধি : সম্পূর্ণ ওয়ারিং, হারনেসিং, কেবলিং এবং সংযোগ-লোকো কেএভিএসিএইচ সিস্টেমের সঙ্গে সহ। ওয়ারেন্টি মেয়াদ ০৪(চার) বছরের (পরিশিষ্ট -১, অনুচ্ছেদ ৫ এবং ৬ তে নির্ধারিত মতে) সম্পূর্ণকরণের সার্টিফিকেট ইস্যুর তারিখ থেকে। বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ ১১(এগারো) বছরের পরিশিষ্ট -১ অনুযায়ী। জোনাল রেলওয়ে আবশ্যকতা অনুযায়ী এসআইএম এর ব্যবস্থা করবে। (ওয়ারেন্টি মেয়াদ : ৬০ মাস সরবরাহ এর তারিখের পর থেকে)। পরিমাণ : ৪৫৫৫.০০ সেট। বায়না জমা (টাকায়) : ৫০০০০০০.০০ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময় (আইএসটি) : ১৪/০৪/২০২৬ সকাল ১১ টায়।
PR5/317 PCMM/CLW/CRJ.
দেখুন আমাদের : www.facebook.com/clwrailways

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি এবং ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড, অধীনে
সিলভারটন স্পিনার্স লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
CIN : L18101WB1994PLC063733
রেজিস্টার্ড অফিস : ফলতা ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার, সেক্টর নং - ৪, ফলতা, ২৪ পরগনা (দক্ষিণ)-৭৪৩৫০৪, পশ্চিমবঙ্গ

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে এবং বিধিমালা অধীনে সিলভারটন স্পিনার্স লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত) **(কর্পোরেট ডেটর) (পূর্বতন প্যাসিফিক কটস্পিন লিমিটেড)** এর সম্পদ চালু সংস্থা হিসেবে বিক্রির প্রস্তাব করা হয়েছে রেগুলেশন ৩২,-ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলশেনস ২০১৬ অধীনে, **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে", "যে অবস্থায় আছে" এবং "পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম মাধ্যমে। উক্ত প্রস্তাব কোনও প্রতিশ্রুতি বা নিশ্চিন্ততা ব্যতীতই। নিম্নোক্ত সারণিতে বর্ণিত সম্পদ এর ডাক সম্পাদিত হবে ব্যাঙ্কনেট, এক বৈদ্যুতিন নিলাম প্ল্যাটফর্ম বোর্ড কর্তৃক তালিকাভুক্ত ভায়া ওয়েবসাইট **https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi** মাধ্যমে।

আবশ্যক ফর্ম, হলফনামা, ঘোষণা ইতাদি দাখিল	২৯.০৩.২০২৬ থেকে ১৬.০৪.২০২৬ পর্যন্ত
সাইট পর্যবেক্ষণ/পর্যবেক্ষণ তারিখ	২৯.০৩.২০২৬ থেকে ১৫.০৪.২০২৬ (সকাল ১০ টা থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত সকল কাজের দিনে)
ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ	১৬.০৪.২০২৬ দুপুর ১২.৩০টার মধ্যে।

নিম্নোক্ত সম্পদ ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য উপলব্ধ -২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলশেনসের রেগুলেশন ৩২ অধীনে :

নিলামের তারিখ এবং সময় : ১৮.০৪.২০২৬, দুপুর ১২.৩০ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত (প্রতিটি অসীমায়িত ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে)

সম্পদের বিস্তারিত	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	বায়না জমা দাখিল (আইএনআর)	বর্ধিতকরণ মূল্য (আইএনআর)	সময়
বিকল্প ১ (ব্লক-এ) পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতায় কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার কারখানা এলাকার জমি সহ সমগ্র সম্পদের বিক্রয়।	১৩,৮৫,১০,০০০	১,৩৮,৫১,০০০	৫,০০,০০০	দুপুর ১২.৩০ টা থেকে দুপুর ২.৩০ টা পর্যন্ত।
বিকল্প ২ (ব্লক বি (১)- প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি বৈদ্যুতিক সম্পদ সহ-বৈদ্যুতিক বন্টন ব্যবস্থা -সমুদয় লট বৈদ্যুতিক কেবলস, কন্ট্রোল প্যানেলস, ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড, ২ টি, ২০০০ কেভিএ ট্রান্সফর্মার, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম প্ল্যান্টের জন্য, সমুদয় নন-আরসিসি ফ্যাক্টরি শেড -ক্লিয়ার -স্প্যান মেটাল স্ট্রাকচারাল এবং সিটিং, ওয়ার্কশপ মেশিনারি,-টুলস এবং স্পেয়ারস, ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি, ল্যাব সরঞ্জাম/স্ক্র্যাপ, অফিস সরঞ্জাম/স্ক্র্যাপ, অফিস আসবাব এবং সমুদয় পড়ে থাকা স্ক্র্যাপ এবং একটি ভেহিকেল (আরসিসি ফ্যাক্টরি ভবন এবং ২ টি গুদাম) ব্যতীত)। **সফল নিলাম ক্রেতাকে বিক্রয় সার্টিফিকেট ইস্যুর পর সর্বোচ্চ ৪ মাসের মেয়াদে সমুদয় ব্লক বি-(১) সম্পদ এবং প্রেমিসেস খালি করার সময় অনুমোদন করা হবে।**	১১,২৫,৫৭,৬০০	১,১২,৫৫,৭৬০	৫,০০,০০০	দুপুর ৩টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
বিকল্প ৩ (ব্লক বি-(২) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ লিজধারী জমি **(৯৯ বছরের লিজ শুরু ৬ অক্টোবর ১৯৯৪ থেকে)** এরিয়া পরিমাণ আনুমানিক ৪.৯৩১২ একর (কমবেশি) জমি এবং তদস্থিত আরসিসি ফ্যাক্টরি ভবন এবং ২ টি গুদাম অবস্থিত ফলতা ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার, সেক্টর -৪ মৌজা : রামনগর, জেএল নং ১৮, গ্রাম পঞ্চায়েত -কলাতলাহাট, থানা : রামনগর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ লিজধারী জমি এরিয়া পরিমাণ আনুমানিক ১.০১৪৭ একর (কমবেশি) জমি এবং তদস্থিত সমুদয় পূর্ত নির্মাণ, অবস্থিত প্লট নং এল ৫, এল ৬, এল ৭, এল ১৩, এল ১৪ এবং এল ১৫, ফলতা ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার, সেক্টর -৪, মৌজা : রামনগর, জেএল নং ১৮, গ্রাম পঞ্চায়েত-কলাতলাহাট, থানা : রামনগর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সফল নিলাম ক্রেতা প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি ক্রেতার থেকে পৃথক, সংশ্লিষ্ট জমি হস্তান্তর করা হবে চারমাস পরে, প্রেমিসেস থেকে ব্লক বি-(১) অধীন সম্পদ অপসারণের পর। ১ শতাংশ হস্তান্তর ফি লিজধারী জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিস্তারিত ই-নিলাম প্রক্রিয়া জ্ঞাতব্য নথিতথ্যে উল্লেখ থাকবে।**	৫,২৪,৮৮,০০০	৫২,৪৮,৮০০	৫,০০,০০০	দুপুর ৩টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত

***এতদ্বারা বিশ্লেষণাত্মক মতে পছন্দ ১(ব্লক এ) এর সম্পদের জন্য ই-নিলাম,অর্থাৎ সমুদয় কর্পোরেট ডেটরের বিক্রয় চালু সংস্থা হিসেবে সফল হয় তবে সমুদয় সম্পদ পছন্দ ২ এবং পছন্দ ৩ এর ই-নিলাম করা হবে না।**
আগ্রহী আবেদনকারীদের ই-নিলাম বিড আবেদনপত্র, ঘোষণাপত্র এবং আন্ডারটেকিং, অন্যান্য ফর্ম এবং সম্পদ বিক্রয় সম্পর্কিত শর্তাবলী সম্পর্কিত বিশদ সম্বলিত সম্পূর্ণ ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিটি দেখতে হবে। ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় বিস্তারিত নথিপত্র, প্রযোজ্য সমস্ত শর্তাবলী সহ সম্ভাব্য দরদাতারা BAANKNET ওয়েবসাইট https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi-এর মাধ্যমে অথবা silvertonspinners.liquidation@gmail.com-এ একটি ইমেল লিখে পেতে পারেন। সফল দরদাতার ইএমডি বিক্রয় বিবেচনার অংশ হিসাবে সংরক্ষণ করা হবে এবং ব্যর্থ দরদাতাদের ইএমডি ফেরত দেওয়া হবে। ইএমডি -তে কোনও সুদ থাকবে না। সফল বিডের পরিমাণের পেমেন্ট সময়সূচীর জন্য অনুগ্রহ করে ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিটি দেখুন।
সম্ভাব্য দরদাতাদের একটি অঙ্গীকারপত্র জমা দিতে হবে যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তারা কোডের ধারা ২৯এ এর অধীনে কোনও অযোগ্যতার সম্মুখীন নন এবং যদি কোনও পর্যায়ে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে বায়না জমা বাজেয়াপ্ত করা হবে।
লিকুইডেটর কোনও কারণ ছাড়াই যেকোনো সময় যেকোনো দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান বা বাতিল করার অথবা ই-নিলামের যেকোনো শর্তাবলী সম্প্রসারণ বা সংশোধন করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। লিকুইডেটর কোনও কারণ ছাড়াই যেকোনো সময় ই-নিলাম বাতিল করার অধিকারও সংরক্ষণ করেন। ইচ্ছুক দরদাতাদের, তাদের দরপত্র জমা দেওয়ার আগে, স্থান পরিদর্শনের সময় সম্পদের মালিকানা এবং রক্ষণাবেক্ষণের চার্জ, যদি থাকে, সম্পর্কে তাদের স্বাধীন অনুসন্ধান করা উচিত এবং তাদের নিজস্ব খরচে সম্পদ পরিদর্শন করে নিজেদের সন্তুষ্ট করা উচিত।

প্রতীম বয়াল
সিলভারটন স্পিনার্স লিমিটেড-
লিকুইডেটর বিষয় সম্পর্কিত
রেজি. নং IBBI/IPA-003/IP-N00213/2018-19/12385
প্রকল্প-নির্দিষ্ট যোগাযোগের ঠিকানা :
৭০৮, ৮ম তল, সেন্ট্রাল প্লাজা, ২/৬ শরৎ বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০
যোগাযোগ নম্বর : (+৯১) ৯৯০৩৮৮৬৭৮২
ইমেল আইডি (প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট) silvertonspinners.liquidation@gmail.com

রেজি. অফিস ঠিকানা :
ফলতা ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার, সেক্টর নং - ৪, ফলতা, ২৪ পরগনা (দক্ষিণ)৭৪৩৫০৪ পশ্চিমবঙ্গ

তারিখ : ২৯.০৩.২০২৬
স্থান : কলকাতা

ছেলেকে বলবেন লালবাতির গাড়ি যেন ব্যবহার না-করে, হরেরামকে সতর্কতা নেত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: 'জামুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী হরেরাম সিংকে ভোট দিন, কিন্তু হরেরামকে আমি অনুরোধ করব, তোমার ছেলে যেন লালবাতি গাড়ি ব্যবহার না করে, আমি সতর্ক করে গেলাম।' ভরা জনসভা থেকে তৃণমূল প্রার্থীকে এমনই বার্তা দিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রসঙ্গত জামুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল মনোনীত প্রার্থী হরেরাম সিং, যাঁর ছেলে প্রেমপাল সিং। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহুবার বিতর্কে নাম জড়িয়েছে এই প্রেমপাল সিংয়ের। কখনও বাজারের মধ্যেখানে হুটার বাজিয়ে পরিবার নিয়ে বাজার ঘোরা, কখনও আবার একাধিক বিলাসবহুল গাড়ির কনভয় নিয়ে এলাকায় ঘুরে বেড়ানো, কখনও আবার তাঁর মুখ থেকে উঠে এসেছে, 'মন্ত্রী আমি বানাই' এমন মন্তব্যও। তা ছাড়াও লালবাতি লাগানো গাড়ি ব্যবহার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর বিধায়ক পুত্রের এই কর্মকাণ্ডে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল এলাকার সাধারণ মানুষজন থেকে শুরু করে বিরোধী দলগুলিও। এই নিয়ে বহুবার প্রতিবাদও হয়েছে। তার পাশাপাশি সংবাদ শিরোনামেও

জায়গা করে নিয়েছে বিধায়ক-পুত্রের এমন কর্মকাণ্ড। তারপরও কমেনি দাপট।

তাই এবার রানিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের মনোনীত প্রার্থী কালোবরণ মণ্ডলের সমর্থনে খান্দরা মাঠের ভরা জনসভা থেকে সরাসরি তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জামুরিয়ার তৃণমূল প্রার্থী হরেরাম সিংকে সতর্কবার্তা দিয়ে গেলেন, 'ছেলে যেন লালবাতি গাড়িতে আর না-ঘোরে।' পরে বিষয়টি নিয়ে সাংবাদিকরা হরেরামকে প্রশ্ন করলে, তিনি বলেন, দিদি তাঁর ছেলের প্রসঙ্গে যে কথা বলেছেন, সেটা তিনি অবশ্যই দেখবেন। সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন, তাঁর ছেলের এই ধরনের কর্মকাণ্ডের জন্য ভোটে কি তার প্রভাব পড়বে? উত্তরে জামুরিয়ার বিদায়ী বিধায়ক হরেরাম সিং জানান, দিদির আদেশমতো তিনি তাঁর ছেলের বিষয়টি অবশ্যই দেখবেন, তবে তাঁর ছেলের জন্য ভোটে কোনও প্রভাব পড়বে না, বরং গতবারের চেয়ে এবারে আরও বেশি ভোটে জয়লাভ করবেন তিনি। অন্য দিকে বিধায়ক-পুত্র প্রেমপাল সিং জানান, 'দিদিকে আমি মায়ের মতো শ্রদ্ধা করি। দিদি যা আদেশ দিয়েছেন, সেটা আমি মেনে চলব। আগামী দিনে কোনও বাতি লাগানো বা লাল-নীল বাতি লাগানো গাড়ি নিয়ে ঘুরব না।'

তৃণমূল প্রার্থী হরেরাম সিংয়ের ছেলেকে নিয়ে করা তৃণমূল নেত্রীর এমন মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে জামুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী ড. বিজন মুখার্জি জানান, 'জামুরিয়া আমাদের শান্ত এলাকা, এখানে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে। তারপরও যখন মাননীয়া বিধায়ক-পুত্রকে নিয়ে ভরা মঞ্চ থেকে এমন মন্তব্য করলেন, তখন নিশ্চয়ই মেনে নিতে হবে যে বিগত দিনগুলিতে হরেরাম সিংয়ের পুত্রকে নিয়ে ওঠা সাধারণ মানুষ ও বিরোধী দলগুলির যে অভিযোগ, তা সম্পূর্ণ সত্য এবং সেই অভিযোগেই শেষ পর্যন্ত সিলমোহর দিলেন মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।' বর্তমানে এই ঘটনায় এখন শিল্পাঞ্চলের রাজনীতিতে ব্যাপক গুঞ্জন সৃষ্টি হয়েছে।

মাথার ওপর ভাঙল ছাদের একাংশ, মৃত ৪ মাসের শিশু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কেতুগ্রাম: পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রামে মর্মান্তিক এক ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এল পরিবারে।কেতুগ্রামে সরকারি এক আবাসনের বেহাল দশার কারণে প্রাণ গেল এক শিশুর। ঘটনাটি কেতুগ্রাম ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আবাসনে।

সরকারি আবাসনের ছাদের একাংশ ভেঙে পড়ে মৃত্যু হল চার মাসের শিশুর। শিশুর নাম প্রিয়দর্শী বেসরা। ঘটনাকে ঘিরে ক্ষুব্ধ আবাসিকরা। প্রিয়দর্শীর মা শিবানী বেসরা কাটোয়া পুরসভার অধীনে ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ করেন।এবং বাবা সীতাহাটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ফার্মাসিস্ট। কর্মসূত্রে তাঁরা কেতুগ্রাম ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সরকারি আবাসনেই পরিবার নিয়ে থাকতেন। ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার দুপুরে। এদিন খাওয়া-দাওয়া করার পর ঘরের মেঝেতে শুয়েছিলেন পরিবারের সকলে।আচমকা ঘরের ভিতর ছাদের একটি বড় অংশ ভেঙে সরাসরি পড়ে ঘুমন্ত প্রিয়দর্শীর মাথার ওপর।পরিবারের অন্য সদস্যরা অল্পের জন্য বেঁচে গেলেও গুরুতর জখম হয় শিশুটি। তড়িঘড়ি তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা

করা হলেও, পথেই মৃত্যু হয় তার। পরে কাটোয়া হাসপাতালে দেহ নিয়ে যাওয়া হয় ময়নাতদন্তের জন্য।

মৃত শিশুর মা শিবানী বেসরার অভিযোগ, আবাসনের অবস্থা নিয়ে তাঁরা বহুবার অভিযোগ জানিয়েছেন। লিখিত অভিযোগও জানিয়েছেন। কিন্তু তার পরেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সময়মতো মেরামত হলে এমন ঘটনা ঘটত না। মৃত শিশুর ঠাকুমা নমিতা বেসরাও জানিয়েছেন, কয়েক বছর ধরে দরখাস্ত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কিছুই হয়নি। এখন যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে, দায়ী করে আর কী হবে।

শুধু তাদের আবাসনই নয়, কেতুগ্রাম ব্লকের অধিকাংশ পুরনো সরকারি আবাসনের অবস্থাই অত্যন্ত খারাপ। কিছু নতুন আবাসন তুলনামূলক ভালো হলেও পুরনো ভবনগুলিতে বসবাস করা কার্যত বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে।এই মর্মান্তিক ঘটনার পর বড় প্রশ্ন উঠছে। যেখানে স্বাস্থ্যকর্মীরাই নিজেদের আবাসনে নিরাপদ নন, সেখানে সাধারণ মানুষ কীভাবে নিরাপদ পরিষেবা পাবেন।এসএমওএইচ সৌভিক আলম জানিয়েছেন, ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। বিষয়টি জানতে পেরেছেন তিনি, এই বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। তবে এই ঘটনার পর আদৌও প্রশাসনের টনক নড়ে কি না, এখন সেটাই দেখার।

পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে মালদার এক পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু হল। গত বুধবার কাজ করার সময় বহুতল থেকে পড়ে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয় ওই শ্রমিকের। শনিবার সকালে উত্তরপ্রদেশ থেকে মৃত যুবকের কফিনবন্দি দেহ মালদার গ্রামের বাড়িতে আনা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত শ্রমিকের নাম আলমগীর শাহিন (২৬)। শনিবার সকালে মৃতদেহ গ্রামে এসে পৌঁছতেই শোকের ছায়া নেমে আসে ইংরেজবাজার ব্লকের নঘরিয়া এলাকায়। জানা গিয়েছে, আলমগীর ছিল পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। পরিবারের মুখে অন্ন তুলে দিতে দু মাস আগে উত্তরপ্রদেশে পাড়ি দিয়েছিল আলমগীর। নির্মাণের কাজ করার সময় গত বুধবার বহুতল থেকে নিচে পড়ে আহত হন ওই শ্রমিক। এরপর তাকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হলে তার মৃত্যু হয়। আজ তার কফিন বন্দি দেহ গ্রামে ফিরে। আলমগীরের পরিবারের রয়েছে তার বিধবা মা, স্ত্রী এবং দুই ছেলে ও এক মেয়ে।

ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদে রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ায় এলাকার মানুষ রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করল। মূলত ইলেকশন কমিশনের বিরুদ্ধেই তাদের অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে হাসনাবাদ থানার হাবাসপুর ব্রিজের কাছে।

হাসনাবাদ ব্লকের ২৫২ ও ২৫৩ নম্বর দুটো বুথে মিলে ৬৫৫ জনির নাম বাদ ভোটার তালিকা থেকে, এই দুটো বুথের ভোটারের সংখ্যা ১৮০০ জন। এই দুটো বুথের ভোটাররা বহুবার স্থানীয় বিএলও ওইআরও-সহ হাসনাবাদ বিডিও অফিসে যোগাযোগ করেছে কিন্তু কোন রকম সদুত্তর পাইনি। কি করে তাদের এই সমস্যা থেকে সমাধান হবে সেই নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগছে এলাকার মানুষ।

কোন দপ্তর থেকে কোন দিশা না-পেয়ে অবশেষে তারা রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ সামিল হলো। তাদের দাবি ইলেকশন কমিশনের এই খামখেয়ালিপনা বন্ধ করতে হবে ,এবং যাদের নাম ইচ্ছাকৃত বাদ দিয়েছে তাদের নাম অবিলম্বে ভোটার লিস্টে তুলতে হবে। ঘটনাস্থলে যায় হাসনাবাদ থানার পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী। তারা গিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে।

যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মিনাখা: মিনাখার বোদরা এলাকায় এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চঞ্চল্য। যুবক বহিরাগত বলেই মনে করছে এলাকার মানুষ। আত্মহত্যা না খুন করে ঝুলিয়ে দিয়েছে সেই নিয়েই তদন্ত শুরু করেছে মিনাখা থানার পুলিশ। শনিবার সকালে মিনাখার বোদরা এলাকার মানুষ দেখতে পায় রাস্তার পাশেই শ্মশানের মধ্যে একটি বড় গাছের ডালে এক যুবক ঝুলছে। মুহূর্তে এলাকায় মানুষের জটলা তৈরি হয়ে যায়। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। প্রাথমিক ভাবে জানাগেছে, যুবকের বাড়ি দক্ষিণ ২৪ ক্যানিং থানার মীরপাড়া গ্রামে। যুবকের নাম আলি মোল্লা। হয়তো খুন করে ঝুলিয়ে দিয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা, এমনটাই অনুমান এলাকার মানুষের। ময়নাতদন্তের জন্য মিনাখা থানার পুলিশ দেহটি বসিরহাট জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। মিনাখা থানার তরফ থেকে ক্যানিং থানায় ছবিসহ পাঠানো হয়েছে তার নাম ঠিকানার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য।

আজ সন্দেশখালির সরবেড়িয়াতে অভিষেকের সভা ঘিরে প্রস্তুতি তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সন্দেশখালীর সরবেড়িয়া স্কুল পার্শ্ববর্তী ময়দানে। ইতিমধ্যে শেষ পর্যায়ের প্রস্তুতি তুঙ্গে বাংলার যুবরাজ সন্দেশখালি মাটিতে কী বার্তা দেন সেদিকে তাকিয়ে গোটা বসিরহাট বাসী। রবিবার বাংলার যুবরাজ সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি সন্দেশখালিতে আসছেন জনসভা করতে আসছেন দুপুর তিনটে নাগাদ। নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে। যাতে সভায় মানুষ আসতে কোন সমস্যা না হয় সেই দিকে নজর রেখে সবধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এদিন মাঠ পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের সংসদ পার্থ ভৌমিক বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দিম লিটন সন্দেশখালি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থীর ঝর্ণা সরদার বিদায় বিদায়ী সুকুমার মাহাতো সহ অন্যান্যরা। ইতিমধ্যে সমস্ত রকমের প্রস্তুতি সেরে ফেলা হয়েছে বলে জানা গেছে বসিরহাট জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রে।

তৃণমূল প্রার্থীর দেওয়াল লিখনে কাদা, উত্তেজনা ছড়াল দুর্গাপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরে রামনবমীর দিনে দেওয়াল লিখনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। চণ্ডীদাসের ১০ নম্বর স্ট্রিটে বিবেকানন্দ অ্যাথলেটিক ক্লাব সংলগ্ন একটি দেওয়ালে দুর্গাপুর পূর্বের তৃণমূল প্রার্থী প্রদীপ মজুমদারের সমর্থনে দেওয়াল লেখা হয়েছিল। অভিযোগ, বিজেপির পক্ষ থেকে বাইক র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারী কিছু যুবক সেই দেওয়ালটিতে কাদা লেপে দেয়।

তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি নোংরা রাজনীতি করছে। এক নম্বর ব্লক তৃণমূল সভাপতি রাজীব ঘোষ বলেন, 'বিজেপি নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে, তাই তারা এইরকম নোংরা খেলা খেলছে। আইন আমরা নিজের হাতে তুলে নেব না, প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানানো হবে।' যদিও বিজেপির তরফ থেকে বলা হয়, মিথ্যা অভিযোগ করছে তৃণমূল।

সাবিনা ইয়াসমিনের উপস্থিতিতে তৃণমূলে যোগ ৪ কং নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলেন সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের চার নেতা। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন প্রায় ১০০ জন কর্মী। শনিবার দুপুরে কালিয়াচক রেশন মার্কেট এলাকার তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে এই যোগদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই সুজাপুরের তৃণমূল প্রার্থী সাবিনা ইয়াসমিন যোগদানকারী কংগ্রেস নেতাদের ও কর্মীদের হাতে দলীয় ঝান্ডা তুলে স্বাগত জানান। বিধানসভা ভোটের মুখে দলের কিছু নেতা কর্মীদের যোগদান কর্মসূচিতে যেন আবারও নতুন করে অস্বস্তিতে পড়েছে জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব।

দলত্যাগী কালিয়াচকের চার কংগ্রেস নেতার বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে ওই দলে থেকেও কোনও যোগ্য মর্যাদা মিলে নি। পাশাপাশি এখনও পর্যন্ত প্রার্থী দেওয়ার কোনও উদ্যোগী দেখা যাচ্ছে না কংগ্রেস নেতৃত্বকে। আমরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের পক্ষে কাজ করতে ইচ্ছুক । তাই এদিন দলীয় প্রার্থী সাবিনা ইয়াসমিনের হাত ধরেই তৃণমূলে যোগদান করেছি। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের গয়েশবাড়ি অঞ্চলের চার কংগ্রেস নেতা সাহিফ আলি, সাকিরুল ইসলাম, ইউসুফ আলি এবং মুক্তারুল হক প্রায় ১০০ জন কর্মী নিয়ে তৃণমূল যোগদান করেন। গত বিধানসভা নির্বাচনে সুজাপুরের এই চার কংগ্রেস নেতার নির্বাচনে ভূমিকা অবদান ছিল যথেষ্ট বলেও জানা গিয়েছে।

সুজাপুরের তৃণমূল প্রার্থী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন গ্রাম বাংলার প্রতিটি এলাকায় হয়েছে। মানুষ তা দেখতে পাচ্ছে। এদিন যারা কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেছেন তাঁরা দীর্ঘদিনের ওই দলে থেকে বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। এদিন যোগদানকারীদের হাতে দলীয় ঝান্ডা তুলে তৃণমূলে স্বাগত জানানো হয়েছে। এদিকে সুজাপুরের ওই চার কংগ্রেস নেতার যোগদান কর্মসূচির বিষয়ে প্রাক্তন বিধায়ক তথা দলের জেলার সহ-সভাপতি অর্জুন হালদার বলেন, এরকম যোগদান কর্মসূচি সম্পর্কে কিছু জানা নেই। তৃণমূল কাদের দলে নিয়েছে সেটা ওরাই বলতে পারবে।

আরামবাগে জোর প্রচারে হেমন্ত বাগ, উন্নয়নের ইস্যুতে আক্রমণ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে হুগলির আরামবাগ বিধানসভায় রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমেই চরমে উঠছে। আরামবাগ মহকুমার চারটি বিধানসভার মধ্যে এই কেন্দ্রটি দীর্ঘদিন ধরেই বিজেপির অন্যতম শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে এবার ময়দানে নেমেছেন বিজেপি প্রার্থী হেমন্ত বাগ। প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই তিনি জোরকদমে প্রচার চালিয়ে গোটা বিধানসভা জুড়ে একপ্রকার ঝড় তুলেছেন।গ্রামের ছেলে হেমন্ত বাগ নিজের পরিচয়কে হাতিয়ার করেই ভোটের ময়দানে নেমেছেন। প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে উঠে আসা এই প্রার্থী সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপনে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে গৃহসম্পর্ক গড়ে তোলা, মানুষের সমস্যার কথা শোনা এবং প্রয়োজনের সময় পাশে থাকার আশ্বাস;এই কৌশলেই তিনি মানুষের মন জয় করার চেষ্টা করছেন। ইতিমধ্যেই তাঁর এই প্রচারভঙ্গি বহু জায়গায় সাড়া ফেলেছে বলে দাবি বিজেপি শিবিরের।

হেমন্ত বাগ বলেন, 'আমি এই মাটির মানুষ। আরামবাগের প্রতিটি গ্রামের সমস্যার সঙ্গে আমি পরিচিত। গত কয়েক বছরে

মানুষের পাশে থেকে কাজ করার চেষ্টা করেছি। এবার সুযোগ পেলে উন্নয়নের ধারাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাব। কর্মসংস্থান তৈরি করা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন;এই বিষয়গুলোই আমার প্রধান লক্ষ্য।' তিনি আরও অভিযোগ করেন, 'রাজ্যে শাসক দলের বাধার কারণে বহু উন্নয়নমূলক কাজ থমকে গেছে। তবুও আমাদের পূর্বতন বিধায়ক মধুসূদন বাগ বহু কাজ করেছেন। সেই কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই' প্রসঙ্গত, বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, আগের বিধায়ক মধুসূদন বাগের আমলে এলাকায় স্কুল-কলেজের উন্নয়ন, রাস্তা ও আলো ব্যবস্থার প্রসারসহ একাধিক কাজ হয়েছে। যদিও শাসক দলের বাধার অভিযোগও তুলছে বিজেপি। অন্যদিকে, আরামবাগ বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মিতা বাগও নিজস্ব কায়দায় প্রচারে নেমেছেন। কখনও নিকাশি নালা পরিষ্কার করা, কখনও সাধারণ মানুষের সঙ্গে বসে রান্না করা;এই ধরনের জনসংযোগমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে তিনি ভোটারদের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করছেন।তবে এই প্রচার পদ্ধতিকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি শিবির। বিজেপির অভিযোগ, 'এগুলো চটকদার ও অরাজনৈতিক প্রচার, যা বাস্তবে মানুষের কোনও কাজে আসে না।' রাজনৈতিক মহলের মতে, একদিকে বিজেপির 'উন্নয়ন ও বাস্তবতার' প্রচার, অন্যদিকে তৃণমূলের 'জনসংযোগমূলক' কৌশল;এই দুইয়ের লড়াইয়ে এবারের আরামবাগ বিধানসভা নির্বাচন বেশ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।সবমিলিয়ে, হেমন্ত বাগের মাটির টান ও সংগঠিত প্রচার যেমন বিজেপিকে আত্মবিশ্বাসী করছে, তেমনি তৃণমূলও নিজেদের কৌশলে লড়াই জমিয়ে তুলতে প্রস্তুত। এখন দেখার, শেষ পর্যন্ত আরামবাগের মানুষ কাকে ভরসা করে নিজেদের প্রতিনিধি হিসেবে বেছে নেন।

আইনজীবীর বাড়িতে চুরি, এলাকায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: ফাঁকা বাড়ি পেয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের রবীন্দ্রপল্লিতে আইনজীবীর বাড়িতে লুঠ করল চোরের দল। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

ঘটনায় ভাতার বাজারে আতঙ্কে রয়েছেন এলাকার মানুষ।ভাতারের রবীন্দ্রপল্লির বাসিন্দা রানাপ্রতাপ রায় নামের এক আইনজীবী গত বৃহস্পতিবার শ্বশুরবাড়ি যান বর্ধমানের গাংপুরে। বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে বিভিন্ন গেটের তালা ভেঙে বাড়ির ভিতরে ঢোকে চোরের দল। বেশ কিছু সোনার গহনা, নগদ টাকা ও একটি ল্যাপটপ চুরি করে নেয় চোরেরা। এলাকার মানুষরা ভীত। কারণ, আইনজীবী যে বাড়িতে নেই, বাড়ি ফাঁকা, এটি চোরেরা জানল কী ভাবে। তা হলে কি চোরের দল এলাকায় সব কিছু নজরে রাখছে ? সেই নিয়েই চিন্তায় পড়েছেন এলাকাবাসী। তাই তাঁরা ভীত যে বাড়ি ফাঁকা রেখে কোথাও গেলেই আবার কারোর বাড়ি চুরি হতে পারে। এদিন প্রতিবেশীরাই ফোন করে রানাপ্রতাপ রায়কে।

প্রতিবেশীর ফোন পেয়েই ছুটে বাড়ি ফিরে মাথায় হাত পরে তাঁর।

তিনি লিখিত ভাবে ভাতার থানায় চুরির বিষয়টি জানান।ভাতার থানার পুলিশ বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার পাশাপশি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ভোটার তালিকায় নাম বাদ, প্রতিবাদে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, স্বরূপনগর: ভোটার তালিকা থেকে ৫০৮ জনের নাম বাদ । আতঙ্কে গোটা গ্রাম। কীভাবে মিলবে সমাধান, কোন রকম সদুত্তর না-পেয়ে বাধ্য হয়ে রাস্তা অবরোধ করে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ। ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাট দু নম্বর ব্লকের বেগমপুর বিবিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বরুপনগর গ্রামের ১১ নম্বর বুথ এলাকায়।

এই স্বরুপনগর গ্রামের১১ নম্বর বুথে মোট ১১৯৩ জন ভোটারের মধ্যে ৫০৮ জন ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ। নাম বাদ যাওয়ায় আতঙ্কে গোটা গ্রাম, কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ, ষড়যন্ত্রের অভিযোগ। বাদ যাওয়া ভোটাররা সমস্যার সমাধান চেয়ে একাধিকবার বিএলও, ইআরও, এইআরও, বিডিও কাছে দ্বারস্থ হয় কোন রকম সদুত্তর না পেয়ে গ্রামবাসীরা স্বরুপনগর নগরকচুয়া রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভকারীদের দাবি সরকারি প্রাইমারি স্কুলে চাকরি করেন তাদের নামও ভোটার তালিকা থেকে বাদ চলে গেছে কমিশন ষড়যন্ত্র করছে, অবিলম্বে নাম বাদ দেওয়া ভোটারদের নাম নথিভুক্ত করতে হবে।

যুদ্ধের বাজারেও বাংলাদেশকে পাঁচ হাজার মেট্রিক টন ডিজেল দিল দিল্লি

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ: পশ্চিম এশিয়ায় চলমান যুদ্ধে দেশে জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে জরুরিভিত্তিতে ভারতের সাহায্য চেয়েছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে ফের বাংলাদেশকে ডিজেল পাঠাল ভারত। সম্প্রতি ঢাকাকে ৫০০০ মেট্রিক টন ডিজেল সাপ্লাই করা হয়েছে বলে শুক্রবার জানিয়েছেন দিল্লির এক শীর্ষ সরকারি আধিকারিক। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের তরফেও জানানো হয়েছে ভারতের পাঠানো ৫০০০ মেট্রিক টন ডিজেল পেয়ে গিয়েছেন তারা।

রিপোর্ট বলছে, নতুন করে বাংলাদেশকে অতিরিক্ত ৫০০০ লিটার ডিজেল রপ্তানির জেরে এই সংকটের বাজারে ভারত তার প্রতিবেশীকে মোট ১৫০০০ মেট্রিক টন ডিজেল পাঠালো। ভারতের লক্ষ্য আগামী এপ্রিল মাসের মধ্যে ৪০ হাজার মেট্রিক টন ডিজেল বাংলাদেশে সরবরাহ করা। এই জ্বালানি তেল যাবে অসমের নুমালিগড় তেল সংশোধনাগার থেকে। পাইপলাইনের মাধ্যমে যাবে এই ডিজেল।

এদিকে রাশিয়ার সঙ্গে এলএনজি সরবরাহ নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে ভারত। মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ভারতকে তেল এবং গ্যাস দিতেও আগ্রহী রাশিয়া। সূত্রের খবর, পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী এবং রাশিয়ার এনার্জি মিনিস্টারের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা হয়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এলএনজি রফতানি বন্ধ রেখেছিল রাশিয়া। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ আবহে ফের পরিষেবা শুরু করতে আগ্রহী তারা। যুদ্ধের আবহাওয়া রাশিয়ার থেকে তেল কেনার ক্ষেত্রে সাময়িক ছাড় দিয়েছে আমেরিকা। কিন্তু পাকাপাকিভাবে নতুন চুক্তি সম্পন্ন করার পদক্ষেপ ভারত নেবে কিনা সেদিকেই নজর সব মহলের।

উল্লেখ্য, ২০২৬ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অসমের এই সংশোধনাগার থেকে ১.৮০ লক্ষ মেট্রিক টন ডিজেল আমদানির চুক্তি ছিল বাংলাদেশের। তবে ইউনূস জমানায় দুই দেশের কূটনৈতিক সংঘাত সেই চুক্তিতে দাঁড়ি টানে। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল সমস্তরকম তেল সরবরাহ। তবে নয়া সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে পরিস্থিতি। বিএনপির তারেক সরকারের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে তেল সংকটে যুঝতে থাকা বাংলাদেশকে সাহায্য করল ভারত।

সংবাদসংস্থা এএনআই জানিয়েছে, বছরে বাংলাদেশের ডিজেলের চাহিদা প্রায় ৪০ লাখ টন, যা সম্পূর্ণভাবে বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। তিনি আরও বলেন, 'প্রায় ৫ লাখ টন অপরিশোধিত তেল বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়, যা বাংলাদেশের ইস্টার্ন রিফাইনারিতে পরিশোধন করে ব্যবহার করা হয়। বাকি ডিজেল সরাসরি পরিশোধিত অবস্থায় আমদানি করা হয়।'

বলেন্দ্র শাহর শপথের পরদিনই ধৃত নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী

কাঠমান্ডু, ২৮ মার্চ: ভোররাতে নিজের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ওলি। গত শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন বলেন্দ্র শাহ। তাঁর শপথগ্রহণের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই গ্রেপ্তার হলেন ওলি। গ্রেপ্তার নেপালের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রমেশ লেখক।

গত বছরের সেপ্টেম্বরে জেন জি আন্দোলনের জেরে ওলি প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে পালিয়ে যান। এরপর দেশের সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কারকি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন। অবশেষে গত ৫ মার্চ জাতীয় নির্বাচন হয় নেপালে। নেপালের জেন জি-র বড় অংশের পছন্দ ছিলেন বলেন্দ্র শাহ। প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে নেপালের ক্ষমতায় আসে আরএসপি। ৩৫ বছর বয়সি বলেন্দ্রই নেপালের সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী। শুক্রবার বলেন্দ্রর শপথগ্রহণের পর তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারত ও নেপালের দীর্ঘ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার্তা দেন তিনি। আর বলেন্দ্রর কুরসিতে বসার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই গ্রেপ্তার হলেন নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ওলি। রমেশ লেখককেও তাঁর বাড়ি থেকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে যা অভিযোগ আনা হয়েছে, প্রমাণ হলে সর্বোচ্চ সাজা হতে পারে দশ বছরের কারাবাস।

শুক্রবার ভোরে ভক্তপুরের গুন্ডুর বাড়ি থেকে ওলিকে গ্রেপ্তার করেছে নেপাল পুলিশ। কাঠমান্ডু ভ্যালি পুলিশের মুখপাত্র ওম অধিকারী সংবাদসংস্থা এএফপি-কে বলেছেন, 'ওঁদের সকালে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আইন অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।'

ওলি নিজে এই পদক্ষেপকে প্রতিহিংসা বলে দাবি করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, এই গ্রেপ্তারি প্রতিহিংসামূলক। তবে আইনি পথে এর বিরুদ্ধে লড়াই তিনি চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন ধৃত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। যদিও নেপালের বর্তমান সরকার প্রতিহিংসার তত্ত্ব মানতে নারাজ। বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুদান গুরুং একে 'প্রতিশ্রুতি পালন' হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, 'আমরা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ওলি এবং বিদায়ী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রমেশকে নিয়ন্ত্রণে এনেছি। এটা কারও বিরুদ্ধে কোনও প্রতিশোধ নয়। এটা কেবল ন্যায়বিচারের সূচনা। আমি মনে করি, এ বার এই দেশ নতুন দিশা পাবে।'

ইরান যুদ্ধের মাঝেই হরমুজের 'নাম বদল' মার্কিন প্রেসিডেন্টের

ওয়াশিংটন, ২৮ মার্চ: ইরান যুদ্ধে আমেরিকার প্রধান মাথাব্যাথা হরমুজ। বিশ্বের তৈল ধমনী হিসেবে পরিচিত এই জলপথ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ করে রেখেছে ইরান। পারস্য উপসাগরের তালা খুলতে নাজেহাল অবস্থা আমেরিকার। এহেন পরিস্থিতির মাঝেই এবার হরমুজের নাম বদলে ফেললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ভরা সভায় 'স্ট্রেইট অফ হরমুজের' নাম 'স্ট্রেইট অফ ট্রাম্প' বলে উল্লেখ করলেন তিনি। তাঁর মন্তব্যে স্বাভাবিকভাবেই জল্পনা শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, হরমুজের নিকটে অবস্থিত ইরানের খার্গ দ্বীপ দখলের প্রস্তুতি শুরু করেছে আমেরিকা। এই দ্বীপকে ইরানের অর্থনীতির হৃদয় বলা যেতে পারে। এখানেই রয়েছে ইরানের যাবতীয় তেলের মজুত ভাণ্ডার ও সামরিক ঘাঁটি। ইরান থেকে রপ্তানি করা অপরিশোধিত তেলের প্রায় ৯০ শতাংশ এই দ্বীপের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়। আমেরিকা যদি এই দ্বীপ দখল করে তবে হরমুজ তো বটেই পঙ্গু হয়ে যাবে ইরানের অর্থনীতিও।

ইরানের সঙ্গে প্রায় একমাস ধরে চলমান যুদ্ধের পর সংঘর্ষ বিরতির মেয়ার বাড়িয়ে ১০ দিন করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি আনতে ১৫ দফা শর্ত দিয়ে আলোচনারও বার্তা দিয়েছেন তিনি। তবে আমেরিকার সেই সব শর্ত পত্রপাঠ খারিজ করেছে ইরান। এই ডামাডোলের মাঝেই সম্প্রতি ফ্লোরিডার মায়ামিতে এক সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে এই ইস্যুতে মুখ খোলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। বক্তব্য রাখার সময় কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হরমুজ প্রণালীকে 'স্ট্রেইট অফ ট্রাম্প' বলে উল্লেখ করেন তিনি। এরপরই তা সংশোধন করে রসিকতার ছলে বলেন, 'ও হো, ওটা তো হরমুজ। বড় মারাত্মক ভুল হয়ে গিয়েছে।'

তবে ট্রাম্পের এই 'নিছক ভুল'কে মোটেই ভুল হিসেবে দেখছে না ওয়াকিবহাল মহল। তাদের দাবি, এই ভুলের মাধ্যমে ট্রাম্প আসলে কৌশলী বার্তা দিয়েছে ইরানকে। সেই বার্তা হল, ইরানের হাত থেকে হরমুজকে পুরোপুরি মুক্ত করা। এবং সেখানে মার্কিন আধিপত্য বিস্তার। আলোচনার পথ খোলা রাখলেও, ইরান যদি সেই পথে না হাঁটে তবে আমেরিকা সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে হরমুজে। ইতিমধ্যেই তার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে।

মাঝ আকাশে যান্ত্রিক ত্রুটি, জরুরি অবতরণ ইন্ডিগোর

নয়াদিল্লি, ২৮ মার্চ: মাঝ-আকাশে ইঞ্জিন 'বিকল' হয়ে যাওয়ায় ইন্ডিগোর একটি বিমানকে জরুরি ভিত্তিতে অবতরণ করানো হয় দিল্লি বিমানবন্দরে। ইন্ডিগোর ওই উড়ানে যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ার পর পাইলট জরুরি ভিত্তিতে অবতরণের অনুমতি চেয়েছিলেন। সেই বার্তা পেতেই দিল্লি বিমানবন্দরে সম্পূর্ণ জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়। বিমানটি অবতরণের আগে সব রকম ব্যবস্থা প্রস্তুত রাখা হয়। তবে বিমানটিকে নিরাপদেই অবতরণ করান পাইলট। পাইলট দিল্লি এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের (এটিসি) সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিমানবন্দরের ২৮ নম্বর রানওয়েতে চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করা হয়। বিমানবন্দরে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়। দমকল থেকে শুরু করে সুরক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা প্রস্তুত রাখেন বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। দমকল, অ্যাম্বুল্যান্স- সব প্রস্তুত রাখা হয় যাতে কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলেই সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা যায়। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, বিমানটিকে নিরাপদে

জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে ১৬১ জন যাত্রী নিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম থেকে উড়েছিল ইন্ডিগোর বিমানটি। দিল্লিতে ১০টা ৫৩ মিনিটে অবতরণের কথা ছিল সেটির। সূত্রের খবর, দিল্লিতে অবতরণের আগে বিমানটির ইঞ্জিনে গোলযোগ দেখা দেয়। তড়িঘড়ি অবতরণ করানোর পর সমস্ত যাত্রীকে বার করে নিয়ে আসা হয়। তাঁরা সকলেই সুরক্ষিত আছেন বলে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানানো হয়েছে। বিমান সংস্থা সূত্রে জানানো হয়েছে, বিমানটিতে কী ধরনের গোলযোগ হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

যুদ্ধে এবার ইরানের পাশে হুথি

ইজরায়েলের ওপর ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

তেহরান, ২৮ মার্চ: লেবাননের হিজবুল্লা, ইরাকের 'পপুলার মোবিলাইজেশন ফোর্সেস' (পিএমএফ) এবং আশাব আল-কাহ্ফের পরে এ বার পশ্চিম এশিয়ার রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হল ইরান সমর্থিত আর এক শিয়া সশস্ত্র গোষ্ঠী। ইয়েমেনের হুথি। সংবাদ সংস্থা রয়টার্স জানাচ্ছে, যুদ্ধের এক মাস পূর্ণ হওয়ার দিনে ইজরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে তারা।

হুথি বাহিনীর মুখপাত্র, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইয়াহিয়া সারি শনিবার ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ভিডিয়ো ফুটেজ প্রকাশ করেন। বিদ্রোহী বাহিনী নিজস্ব স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল আল-মাসিরাহ তিনি বলেন, 'আমেরিকা ও ইজরায়েলের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমরা দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।'

এর আগে ২০২৩-এর অক্টোবরে গাজায় সংঘর্ষ শুরুর পরে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল হুথি। সে সময়ও ইজরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছিল তারা।

পশ্চিম এশিয়ায় মোতায়েন মার্কিন সেনার সেন্ট্রাল কমান্ডের (সেন্টিকম) বাহিনী চলতি বছরের গোড়া থেকে হুথিদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করেছে। সৌদি আরবের মদতপুষ্ট ইয়েমেনের সুন্নি মুসলিম গোষ্ঠীর সরকারও শিয়া বিদ্রোহী গোষ্ঠী হুথিদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে। কিন্তু রাজধানী সানা-সহ উত্তর ইয়েমেনের বিভিন্ন অংশ এখনও হুথিদের নিয়ন্ত্রণে। সেখান থেকেই এ বারেও ইজরায়েলে হামলা চালিয়েছে তারা।

ময়দান

ম্লান ঈশানের লড়াই, বেঙ্গালুরুর ব্যাটিং ঝড়েই হারল হায়দরাবাদ!

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচেই সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে ছয় উইকেটে হারিয়ে শক্ত বার্তা দিল বেঙ্গালুরু। ২০২ রানের চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্যও যে খুব একটা কঠিন নয়, সেটাই প্রমাণ করে দিল বেঙ্গালুরুর ব্যাটিং লাইনআপ। ম্যাচের শুরুটা অবশ্য হায়দরাবাদের জন্য সুখকর ছিল না। ট্র্যাভিস হেড ও অভিষেক শর্মার মতো আগ্রাসী ওপেনার থাকা সত্ত্বেও দলটি দ্রুত চাপে পড়ে যায়। হেড মাত্র ১১ রান করে ফিরে যান, আর অভিষেকের ইনিংস থামে ৭ রানে। চার নম্বরে নামা নীতীশ কুমার রেড্ডিও ব্যর্থ হন। ফলে মাত্র ২৯ রানে তিন উইকেট হারিয়ে বিপদে পড়ে যায় হায়দরাবাদ। এই কঠিন পরিস্থিতিতে দলকে টেনে তোলার দায়িত্ব নেন অধিনায়ক ঈশান কিষান এবং হেনরিক ক্লাসেন। দু'জনের মধ্যে গড়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ পার্টনারশিপ। ক্লাসেন ২২ বলে ৩১ রান করে আউট হলেও, তিনি দলের রান বাড়ানোর ভিত গড়ে দেন। তাঁর আউট নিয়ে কিছুটা বিতর্কও তৈরি হয়, কারণ বাউন্ডারি লাইনে ক্যাচ নেওয়ার সময় ফিল সল্টের পা দড়িতে লেগেছিল কি না তা নিয়ে সন্দেহ ছিল। রিপ্লে দেখে শেষ পর্যন্ত আউট দেওয়া হয়। অন্যদিকে ঈশান কিষান ছিলেন দুরন্ত ফর্মে। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করে তিনি বেঙ্গালুরুর বোলারদের চাপে ফেলেন। তাঁর ইনিংসে ছিল একের পর এক বাউন্ডারি ও ছক্কার ঝড়। ৩৮ বলে ৮০ রানের ঝোড়ো ইনিংসে তিনি ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন। মনে হচ্ছিল, সহজেই শতরান পূর্ণ করবেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটি চমৎকার ক্যাচে তাঁর ইনিংসের ইতি ঘটে। শেষদিকে অনিকেত বর্মার ১৮ বলে ৪৩ রানের দ্রুত ইনিংসে ভর করে হায়দরাবাদ ২০০ রানের গণ্ডি পার করে ২০২ রানে পৌঁছয়। এই স্কোর লড়াই করার মতো হলেও বেঙ্গালুরুর ব্যাটিং শক্তির সামনে তা যথেষ্ট হয়নি। লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুতেই ধাক্কা খায় বেঙ্গালুরু। ফিল সল্ট মাত্র ৮ রান করে আউট হয়ে যান। কিন্তু এরপরই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ চলে আসে বেঙ্গালুরুর হাতে। বিরাট কোহলি ও দেবদত্ত পড়িক্কল মিলে গড়ে তোলেন ম্যাচ জেতানো জুটি। পড়িক্কল ছিলেন শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে। বোলারদের ওপর চাপ তৈরি করে দ্রুত রান তুলতে থাকেন তিনি। মাত্র ২৬ বলে ৬১ রানের দুর্দান্ত ইনিংসে তিনি ম্যাচ প্রায় একতরফা করে দেন। অন্যদিকে বিরাট কোহলি খেলেন দায়িত্বশীল ইনিংস। শুরুতে একটু ধীরস্থির থাকলেও ধীরে ধীরে তিনি নিজের ছন্দ খুঁজে পান। শেষ পর্যন্ত তাঁর উপস্থিতিই নিশ্চিত করে সহজ জয়। এই জয়ের মাধ্যমে বেঙ্গালুরু দেখিয়ে দিল, তারা কেন বর্তমান চ্যাম্পিয়ন।

প্রথম চার ম্যাচে নেই ধোনি! চিন্তায় চেন্নাই

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএলের শুরুতেই বড় ধাক্কা খেল চেন্নাই সুপার কিংস। দলের সবচেয়ে অভিজ্ঞ ও ভরসাযোগ্য ক্রিকেটার মহেন্দ্র সিং ধোনি চোটের কারণে প্রথম দু'সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে চলেছেন। তাঁর পায়ের পেশিতে চোট লেগেছে বলে জানা গিয়েছেএবং বর্তমানে তিনি পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মধ্যেই রয়েছেন।দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে,ধোনির দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য সবরকম চেষ্টা চলছে। তবে কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ টিম ম্যানেজমেন্ট। তাই তাড়াহুড়ো করে তাঁকে মাঠে নামানো হবে না। এই পরিস্থিতিতে আইপিএলের শুরুর অন্তত চারটি ম্যাচে ধোনিকে ছাড়াই খেলতে হতে পারে চেন্নাইকে।

শনিবার থেকে শুরু হচ্ছে আইপিএলের নতুন মরশুম। চেন্নাই তাদের প্রথম ম্যাচ খেলবে ৩০ মার্চ রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে। এরপরের ম্যাচগুলিতেও ধোনিকে পাওয়া যাবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। এমনকি ১১ এপ্রিল দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধেও তাঁর খেলা অনিশ্চিত। সব ঠিক থাকলে ১৪ এপ্রিল কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচে তিনি আবার মাঠে ফিরতে পারেন।

বর্তমানে ধোনির বয়স ৪৪ বছর। গত মরশুমেও হাঁটুর সমস্যায় ভুগতে হয়েছিল তাঁকে। এবার আবার নতুন করে পায়ের পেশিতে চোট পাওয়ায় সতর্ক চেন্নাই শিবির। অভিজ্ঞ এই ক্রিকেটারকে পুরোপুরি সুস্থ করে তোলাই এখন প্রধান লক্ষ্য।ধোনির অনুপস্থিতি যে দলের ওপর বড় প্রভাব ফেলবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মাঠে তাঁর ঠান্ডা মাথার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এবং ম্যাচের শেষদিকে ব্যাট হাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান চেন্নাইকে বহুবার জয়ের পথে নিয়ে গিয়েছে। তাঁর সেই অভিজ্ঞতা এবং উপস্থিত বুদ্ধির অভাব অনুভব করবে দল।

তবে এই পরিস্থিতিতে অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের ওপর বাড়তি দায়িত্ব এসে পড়বে। দলের অন্য ক্রিকেটারদেরও এগিয়ে এসে দায়িত্ব নিতে হবে। উইকেটকিপিংয়ের দায়িত্ব সামলাতে দেখা যেতে পারে অন্য কোনও খেলোয়াড়কেকিন্তু ধোনির মতো অভিজ্ঞতার বিকল্প খুঁজে পাওয়া সহজ নয়।সব মিলিয়েআইপিএলের শুরুতেই ধোনির চোট চেন্নাইয়ের জন্য বড় ধাক্কা হয়ে দাঁড়াল। এখন দেখার, তাঁকে ছাড়া প্রথম কয়েকটি ম্যাচে দল কেমন পারফরম্যান্স করে এবং তাঁর ফেরার পর কত দ্রুত ছন্দে ফিরতে পারে।

বোলিং দুর্বলতা ব্যাটিংয়ে ঢাকতে মরিয়া কেকেআর শিবির, নজর পাওয়ার হিটিংয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে আইপিএলের নতুন মরশুম শুরুর আগে যথেষ্ট চনমনে মেজাজেই রয়েছে কেকেআর শিবির। অজিঙ্ক রাহানের নেতৃত্বে দল নামতে চলেছে তাদের প্রথম ম্যাচে, আর প্রতিপক্ষ মুম্বই ইন্ডিয়ান্স;যে ম্যাচ ঘিরে উত্তেজনা সবসময়ই তুঙ্গে থাকে। দুই শক্তিশালী দলের লড়াই মানেই আলাদা চাপ, আলাদা প্রত্যাশা। ফলে শুরুটা ভালো করা কেকেআরের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তবে ম্যাচের আগে সবচেয়ে বড় চিন্তার জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে দলের পেস বোলিং বিভাগ। চোটের কারণে একাধিক পেসার ইতিমধ্যেই ছিটকে গিয়েছেন, ফলে সঠিক কম্বিনেশন খুঁজে পাওয়া এখন টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। গত দু'দিন ধরে কোচিং স্টাফ ও অধিনায়ক মিলে সম্ভাব্য একাদশ নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। এই পরিস্থিতিতে দল আপাতত যে পরিকল্পনা নিয়েছে,তাতে ক্যামেরন গ্রিন এবং রভম্যান পাওয়েলকে পেসার অলরাউন্ডার হিসেবে ব্যবহার করা হবে। বিদেশি কোটার বাকি দু'জন হিসেবে জায়গা পাচ্ছেন সুনীল নারিন এবং ফিন অ্যালেন। ওয়াংখেড়ের পিচ বরাবরই পেস বোলারদের কিছুটা বাড়তি সুবিধা দিয়ে থাকে। বলের গতি এবং বাউন্স ব্যাটারদের চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে। তাই বৈভব অরোরার সঙ্গে দ্বিতীয় পেসার হিসেবে কাকে নেওয়া হবে, তা নিয়ে এখনো ধোঁয়াশা রয়েছে। টিম ম্যানেজমেন্ট চাইছে এমন একজন বোলারকে, যিনি নতুন বলেও কার্যকর হবেন, আবার ডেথ ওভারেও চাপ সামলাতে পারবেন।যদিও বোলিং নিয়ে দুশ্চিন্তা রয়েছে, ব্যাটিং বিভাগে কিন্তু আত্মবিশ্বাসে ভরপুর কেকেআর। বিশেষ করে গত কয়েকটি প্র্যাকটিস সেশনে দল যে বিষয়টিতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে, তা হল পাওয়ার হিটিং। বড় শট খেলার দক্ষতা বাড়ানোর উপর জোর দেওয়া হয়েছে,যাতে ম্যাচের গতিপথ দ্রুত ঘুরিয়ে দেওয়া যায়। এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আন্দ্রে রাসেলকেযিনি বহু বছর ধরে কেকেআরের অন্যতম ভরসাযোগ্য অলরাউন্ডার ছিলেন। এবার তিনি নতুন ভূমিকায়, পাওয়ার হিটিং কোচ হিসেবে। দলের তরুণ ও অভিজ্ঞ ব্যাটারদের ছয় মারার কৌশল শেখাচ্ছেন তিনি। নেটে তাঁর উপস্থিতি যে ব্যাটারদের আলাদা আত্মবিশ্বাস দিচ্ছে, তা স্পষ্ট। বিশেষ করে ফিন অ্যালেন প্রকাশ্যেই জানিয়েছেন, তিনি রাসেলের মতো বড় ছক্কা মারতে শিখতে চান। অনুশীলনেও সেই ছাপ দেখা গিয়েছে। রাসেল নিজেও নতুন দায়িত্ব নিয়ে যথেষ্ট উৎসাহী। তিনি জানিয়েছেন,ক্রিকেটারদের মানসিকতা বোঝার ক্ষেত্রে তাঁর সুবিধা রয়েছে, কারণ তাঁদের অনেকের সঙ্গেই তিনি আগে খেলেছেন, কখনও একই দলে, কখনও প্রতিপক্ষ হিসেবে। ফলে কোচ হিসেবে মানিয়ে নিতে তাঁর বিশেষ সমস্যা হওয়ার কথা নয়। তাঁর লক্ষ্য পরিষ্কার;দলকে আরও আক্রমণাত্মক করে তোলা এবং গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে বড় শট খেলতে মানসিকভাবে প্রস্তুত রাখা।

সব মিলিয়ে কেকেআরের প্রস্তুতিতে যেমন কিছু প্রশ্ন রয়েছে,তেমনই রয়েছে আশার আলোও। পেস বোলিংয়ের দুর্বলতা যে দলকে ভোগাতে পারে, তা মানছেন সমর্থকরাও। কিন্তু একই সঙ্গে তাঁরা ভরসা রাখছেন দলের বিস্ফোরক ব্যাটিং লাইনআপের ওপর। যদি ব্যাটাররা নিজেদের সেরা ফর্মে খেলতে পারেন,তবে ম্যাচের ফল ঘুরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা এই দলের আছে।এখন দেখার, মাঠে নেমে কেকেআর কতটা নিজেদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে পারে। মুম্বইয়ের মাটিতে শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে শুরুটা যদি জয়ের মাধ্যমে করা যায়, তবে মরশুমের বাকি পথ অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে নাইটদের জন্য।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

অরূপের হাত ধরে হাইভোল্টেজ কামারহাটিতে নয়া স্বপ্ন বিজেপির

শুভাশিস বিশ্বাস

হাইভোল্টেজ কামারহাটি বিধানসভা কেন্দ্র। এমনই এক হাইভোল্টেজ কেন্দ্রে ভোট যুদ্ধে নামার আগে গেরুয়া আবির খেলে প্রচার শুরু করতে দেখা গিয়েছে বিজেপি প্রার্থী অরূপ চৌধুরীকে। বেলঘড়িয়া স্টেশন রোড এলাকায় দলীয় কর্মীদের নিয়ে গেরুয়া আবির খেলে প্রচার শুরু করেন তিনি। শুধু তাই নয়, প্রচারের মাঝে সিপিএম কার্যালয়ের সামনে সিপিএম কর্মীদের সাথে কথা বলার পাশাপাশি কংগ্রেস কার্যলয়ে ঢুকে হাত মেলাতেও দেখা যায় তাঁকে। অপরদিকে প্রচারে বেরিয়ে কামারহাটি সিপিএম প্রার্থী মানস মুখোপাধ্যায়কে দেখা যায় বেলঘরিয়া দেশপ্রিয় নগরে বিজেপির এসআইআর কার্যালয়ে ঢুকে সেখানকার নেতাকর্মীদের সঙ্গে হাত মেলাতে। বিধানসভা নির্বাচনের এমন এক তপ্ত আবহে এ এক রাজনৈতিক সৌজন্যতা বৈ আর কিছু নয়। আর এই সৌজন্যতা এই মুহূর্তে বড়ই প্রয়োজন বঙ্গ রাজনীতিতে। এদিকে এই কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী মদন মিত্র। প্রার্থী ঘোষণার পর জোর কদমে প্রচার শুরু করেছেন তিনিও। 'খেলা হবে' স্লোগান দিয়ে কামারহাটির আড়িয়াদহে প্রচার সারতে দেখা যায় তাঁকে। মদন মিত্র খ্যাত তাঁর সৌজন্যবোধের জন্য। ফলে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও নেই সেই দমবন্ধ করা আবহ।

এর পাশাপাশি কামারহাটি পৌরাঞ্চলের ১২ নম্বর ওয়ার্ডে প্রচার কর্মসূচি চলাকালীন মানস মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে কথা বলতে দেখা যায়, ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের আদ্যাপীঠ মন্দিরের মূল ফটকের পাশের উচ্ছেদ হওয়া আন্দোলনরত পথের পাশে থাকা দোকানদারদের। বিধায়ক মদন মিত্র এবং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তাঁরা মানসবাবুকে জানান, নিকাশী সংস্কারের কাজের সুবিধার নামে আদ্যাপীঠ মন্দিরের পাশে দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা দোকানদারদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে প্রতিশ্রুতি ছিল কাজ শেষ হওয়ার পরে ফের তাঁদের পেশা চালাতে দেওয়া হবে। কিন্তু দীর্ঘ ৬ মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও তাঁদের বসতে দেওয়া হচ্ছে না এবং পুলিশ দিয়ে হটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অথচ, এটাই ছিল তাঁদের রুজি রোজগারের একমাত্র জায়গা।

আর সেই কারণেই নির্বাচন ঘোষণা আগে পর্যন্ত এই ঘটনার প্রতিবাদে উচ্ছেদ হওয়া এই দোকানদাররা মিছিল মিটিং চালিয়ে গেছেন। তাঁদের বক্তব্য, বেকারদের ঘুগনি, চপ, চা ইত্যাদি বিক্রি করার জন্য বলছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অথচ পুলিশ প্রশাসনকে দিয়ে তাঁদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে। এরপর নির্বাচন ঘোষণার পরে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে নিষেধাজ্ঞার কথা বলে দেওয়া হয়। তাঁদের বক্তব্য শোনেন বর্ষীয়ান বামনেতা মানস মুখোপাধ্যায়। শুধু তাই নয়, তাঁদের দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে এবং প্রয়োজনে আইনি সহায়তার বিষয়ে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে তাঁদের তিনি পৃথকভাবে দেখা করতেও বলেন।

এদিকে আবার বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই (এম) প্রার্থী মানস মুখোপাধ্যায়ের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে এসে মানসবাবুর জয় নিয়ে প্রত্যয়ী দেখায় চিত্রাভিনেত্রী উষসী চক্রবর্তীকে। বলেন, জয়ী হবেন মানস মুখোপাধ্যায়। সঙ্গে এও জানান, এবারে কামারহাটিতে অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন হবে। পাশাপাশি কামারহাটি গৌরাঞ্চলের ১৫ এবং ১২, ১০, ১১ ইত্যাদি ওয়ার্ডের জনবহুল স্থানে দেওয়াল লিখনও করেন উষসী। সঙ্গে তুলির টান দেন প্রার্থী মানস মুখোপাধ্যায়ও। সঙ্গে শামিল হতে দেখা যায় দলের অন্যান্য নেতাকর্মীদেরও। ছিলেন স্থানীয়রাও। আর এই কামারহাটি বিধানসভা জুড়ে মানসবাবুকে সঙ্গে নিয়ে প্রচার মিছিল, দেওয়াল লিখন যেমন হয়েছে, সঙ্গে হয়েছে অনেকগুলি পাড়া বৈঠকও। আর এই সব বৈঠক থেকে বামপন্থার পুনরুজ্জীবন কেন দরকার বুঝিয়ে বলতে দেখা যায় মানস মুখোপাধ্যায়কে। সঙ্গে ভোট লুটের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আবেদনও করেন তিনি। আর এই বিধানসভা কেন্দ্রের প্রায় সকলেই এই বর্ষীয়ান নেতার পরিচিতও। সেই কারণেই প্রচার কর্মসূচিতে বেরিয়ে নমস্কার বিনিময় এবং করমর্দন করে জনসংযোগ বাড়ানোর সঙ্গে সৌজন্য রক্ষা করতেও দেখা যায় মানসবাবুকে।

কামারহাটির রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, এটি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার একটি জেনারেল বিধানসভা কেন্দ্র। দমদম লোকসভা আসনের একটি অংশ। এটি কামারহাটি পৌরসভার ৩১টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত, ১ থেকে ১৬ এবং ২১ থেকে ৩৫ নম্বর ওয়ার্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি কলকাতা মহানগর এলাকার অংশ। হুগলির পূর্ব তীরে কামারহাটি একটি শিল্প শহর হিসেবে গড়ে ওঠে। এখানে ১৯ শতকের শেষের দিক থেকে পাটকল এবং অন্যান্য কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত কামারহাটি কোম্পানি লিমিটেড প্রাচীনতম কম্পোজিট পাটকলগুলির মধ্যে একটি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, এর ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিট, টেক্সটাইল, ছোট ওয়ার্কশপ এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম স্থানীয় অর্থনীতিতে বৈচিত্র্য আনতে সাহায্য করেছে। এরপর ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর, পূর্ববঙ্গ থেকে অনেক হিন্দু শরণার্থী কলকাতার উত্তর প্রান্তে বসতি স্থাপন করেন, যে তালিকায় ছিল উত্তর চব্বিশ পরগনার কামারহাটির মতো এলাকাও। এর ফলে পাটকল এবং অন্যান্য শহুরে চাকরিতে শ্রমিক সরবরাহকারী নিম্ন ও মধ্যম আয়ের পরিবারগুলির সংখ্যা এই অঞ্চলে বৃদ্ধি পায়। আর তাঁদের আগমন শহরের সামাজিক রূপরেখাও বদলে দেয়। বৃদ্ধি করে জনসংখ্যার ঘনত্ব। এরই সঙ্গে একটি শান্ত নদীতীরবর্তী শহরতলির পরিবর্তে একটি শ্রমিক-শ্রেণির, অভিবাসী-ভারী শিল্প এলাকা হিসেবে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে। উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে হুগলি নদীর পূর্ব তীরে পাটকল ও অন্যান্য কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে কামারহাটি একটি শিল্পনগরী হিসেবে গড়ে ওঠে। ১৮৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত কামারহাটি কোম্পানি লিমিটেড প্রাচীনতম সমন্বিত পাটকলগুলোর মধ্যে অন্যতম। কালক্রমে এর প্রকৌশল ইউনিট, বস্ত্রশিল্প, ছোট ছোট কর্মশালা এবং বাণিজ্যিক কার্যকলাপ স্থানীয় অর্থনীতিকে বৈচিত্র্যময় করতে সাহায্য করেছে।

বর্তমানে কামারহাটি ব্যারাকপুর মহকুমার অন্তর্গত কলকাতা নগর অঞ্চলের একটি অংশ, যা কলকাতা শহরের উত্তরে এবং বেলঘড়িয়া, বরানগর এবং খড়দহের কাছাকাছি অবস্থিত। এই নির্বাচনী এলাকায় ভালো সড়ক ও রেল যোগাযোগ রয়েছে। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড এবং অন্যান্য শহুরে রাস্তার মাধ্যমে এটি কলকাতার সঙ্গে সংযুক্ত এবং দক্ষিণেশ্বর এবং বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ের সহজ নাগালের মধ্যে অবস্থিত, যা রাজ্য ও জাতীয় মহাসড়ক নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত। শিয়ালদহ-বনগাঁ এবং শিয়ালদহ-ব্যারাকপুর রুটে নিকটবর্তী শহরতলির স্টেশনগুলির মাধ্যমে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে, পাশাপাশি কাছাকাছি নোডগুলির মাধ্যমে মেট্রো নেটওয়ার্কের অ্যাক্সেসও রয়েছে। যার ফলে যাত্রীরা মধ্য কলকাতা এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক জেলাগুলিতে পৌঁছতে সক্ষম হন। দমদমে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সড়কপথে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ফলে প্রয়োজনে এলাকার বাসিন্দাদের পক্ষে দমদম বিমানবন্দরে পৌঁছনোও কঠিন কিছুই নয়। কামারহাটি কেন্দ্রীয় কলকাতা থেকে সড়কপথে প্রায় ১৫-১৬ কিমি দূরে। আর হাতের নাগালেই রয়েছে মেট্রোও। কারণ, এই কামারহাটি থেকে খানিকটা দূরে বরাহনগর মেট্রো স্টেশন। যা ব্লু-লাইনটি সংযুক্ত করে। পাশাপাশি এই কামারহাটি বারাসত জেলা সদর দপ্তর থেকে প্রায় ১২ কিমি, বরানগর এবং বেলঘরিয়া থেকে প্রায় ৩-৪ কিমি এবং খড়দহ এবং ব্যারাকপুর থেকে প্রায় ৫-৭ কিমি দূরে উত্তর ২৪ পরগনার নগর অঞ্চল বরাবর অবস্থিত। সব মিলিয়ে এখানকার দৈনন্দিন জীবন কলকাতার বৃহত্তর শ্রম ও পরিষেবা বাজারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, যেখানে অনেক বাসিন্দা অফিস, দোকান, পরিবহন, শিক্ষা এবং ক্ষুদ্র শিল্পে কাজ করেন।

এদিকে কামারহাটির ভোটযুদ্ধের ইতিহাস বলছে, ১৯৬৭ সালে একটি বিধানসভা আসন হিসেবে অস্তিত্ব লাভ করে এই কামারহাটি। এখনও পর্যন্ত ১৪ বার ভোটগ্রহণ হয়েছে। সিপিআই(এম) এই আসনটিতে ১১ বার জয়লাভ করেছে। যার মধ্যে ১৯৭৭ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে টানা সাতবার জয়লাভ করেছে। যেখানে কংগ্রেস একবার এবং তৃণমূল কংগ্রেস দু'বার জয়লাভ করেছে। ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের মদন মিত্র সিপিআই(এম) এর বর্তমান বিধায়ক মানস মুখোপাধ্যায়কে ২৪,৩৫৪ ভোটে পরাজিত করেন। এরপর ২০১৬ সালে ছবি ফের বদলায়।

পাল্টা আক্রমণে এবার মানস মুখোপাধ্যায়ের কাছে হার মানতে হয় মদন মিত্রকে। ৪,১৯৮ ভোটে পরাজিত হন তৃণমূলের এই বর্ষীয়ান নেতা। তবে মদন মিত্র ফের ২০২১ সালে বিজেপির অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৩৫,৪০৮ ভোটে পরাজিত করে আসনটি পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন।

তবে এটাও ঠিক বাম- তৃণমূলের লড়াই য়ের মাঝে কামারহাটিতে বিজেপির উত্থান চলতে থাকে একেবারে চুপচাপ, ধীর গতিতে। তবে এই উত্থান ধীরে ধীরে হলেও তা ছিল লক্ষণীয়। ২০১১ সালে তাদের ভোট শতাংশের হার ছিল ১.৩৩ শতাংশ। তা বেড়ে ২০১৬ সালে দাঁড়ায় ৭.৮৩ শতাংশে। এরপর ২০২১ সালে তা বেড়ে হয় ২৬.৬৪ শতাংশ। অন্যদিকে সিপিআই(এম) ২০১১ সালে ৩৮.৯২ শতাংশ, ২০১৬ সালে ৪৫.০৯ শতাংশ এবং ২০২১ সালে ১৯.৬২ শতাংশ ভোট পায়। সংখ্যার বিচারে ২০০৯ সাল থেকে লোকসভা নির্বাচনে, তৃণমূল কংগ্রেস কামারহাটি কেন্দ্রে চারটি নির্বাচনেই এগিয়ে রয়েছে। ২০০৯ সালে সিপিআই(এম)-এর উপর তাদের লিড ছিল ২,৩৬৫ ভোট এবং ২০১৪ সালে ১৪,৮১০ ভোট, এবং ২০১৯ সালে বিজেপির উপর তাদের লিড ছিল ১৭,৭২৫ ভোট এবং ২০২৪ সালে প্রায় ১৮,৮০০ ভোট।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, কামারহাটিতে রেজিস্টার্ড ভোটারের সংখ্যা ২০১১ সালে ১৬১, ৮০৯ থেকে বেড়ে ১৮৪,২৮১ হয়েছিল। ২০১৯ সালে ১৮৮,৮৪০, ২০২১ সালে ১৯৭,০১৩ এবং ২০২৪ সালে ২০২,৪১৮ হয়েছে। মুসলিম ভোটারদের সংখ্যা প্রায় ২২.৩০ শতাংশ, তফসিলি জাতি ৩.৭৬ শতাংশ এবং তফসিলি উপজাতি ১.০৬ শতাংশ, এবং এটি সম্পূর্ণরূপে একটি শহুরে আসন যেখানে কোনও গ্রামীণ ভোটার নেই। ২০১১ সালে ভোটার উপস্থিতি ছিল ৭৮.৯৬ শতাংশ, ২০১৬ সালে ৭৪.৯০ শতাংশ, ২০১৯ সালে ৭৩.৫৯ শতাংশ, ২০২১ সালে ৭৩.২৫ শতাংশ এবং ২০২৪ সালে ৭০.৩৫ শতাংশ।

২০২৬ সালের কামারহাটি নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস সুস্পষ্ট সুবিধাজনক অবস্থানে থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামছে বলেই ধারনা করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ। সঙ্গে তাঁরা এটাও মনে করছেন এই আসনটি হারানোর কোনও আশু আশঙ্কা তাদের মধ্যে নেই।অন্যদিকে, বিজেপি সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলোতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত তৃণমূলকে গুরুতরভাবে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেনি, যারা ২০২১ সালে ২৪.৫০ শতাংশ পয়েন্টে এবং ২০২৪ সালে ১৩.২০ শতাংশ পয়েন্টে এগিয়ে ছিল।

ফলে এই মুহূর্তে কামারহাটি নির্বাচনী লড়াইয়ের ছবি দেখে এটাই মনে হচ্ছে, বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন না ঘটলে ২০২৬ সালে কামারহাটিতে এবার এক ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে চলেছে, যেখানে বামফ্রন্টের পারফরম্যান্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, তাদের তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্কে ভাগ বসানো এবং বিজেপির দিকে ঝুঁকে পড়া ভোটারদের ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা রয়েছে বামফ্রন্টের। আর এখানেই উল্টেপাল্টে যেতে পারে সব হিসেব।

নজরকাড়া কেন্দ্র

২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের হিসেবনিকেশ

প্রার্থীর নাম	দল	ভোট	ভোট শতাংশ
মদন মিত্র	তৃণমূল কংগ্রেস	৭৩,৮৪৫	৫১.১৭ %
অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়	বিজেপি	৩৮,৪৩৭	২৬.৬৪ %
সায়নদীপ মিত্র	সিপিএম	২৮,৩১০	১৯.৬২ %
কোনও দলকে নয়	নোটা	১,৫৫৩	১.০৮ %

২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটারের হিসেবনিকেশ

কেন্দ্র	২০২৪ সালের ভোটার লিস্টে মোট ভোটার	২০২৬ সালের এসআইআর-এ খসড়া তালিকা	২০২৬ সালের এসআইআর-এ চূড়ান্ত তালিকা
কামারহাটি	২,০০,০০০	১,৬৭,২০৭	১,৬৮,৪৯৪

এছাড়াও বিচারাধীন রয়েছেন বেশ কিছু ভোটার

মানস মুখোপাধ্যায়

মদন মিত্র

অরূপ চৌধুরী

যাদুর কপালে ভোট দিয়ে যা, ভোট দিয়ে যা, আয় ভোটার আয়...

প্রচারে সোনারপুর দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী রূপা গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রচারে যাদবপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী দেবব্রত মজুমদার।

প্রচারে দমদম উত্তর কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী দীপ্সিতা ধর।

প্রচারে যাদবপুর কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য।

প্রচারে বরানগর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সজল ঘোষ।